পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 273 Wednesday, 3 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৭৩ সংখ্যা ❋ ১৭ ভাদ্র ১৪৩২, বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে ভারত, সমীক্ষা বলছে কয়েক বছরেই জিডিপি ছুঁয়ে ফেলবে ৩৪ ট্রিলিয়ন!

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বরঃ এই বছরই পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে ভারত। আর তারপরই আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছে এক সমীক্ষা। ইওয়াইয়ের সেই সমীক্ষা বলছে, আগামী ২০৩০ সালে ভারত ২০.৭ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে। আবার ২০৩৮ সালের মধ্যে ভারত পৌঁছে যাবে ৩৪.২ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে। অবশ্য তারা এটাও বলেছে এই সংখ্যাগুলো পার্চেসিং পাওয়ার প্যারিটিস বা পিপিপি অনুযায়ী। এই সমীক্ষা আইএমএফের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। যা দেখায় ভারত আগামী কয়েক দশকে বিশ্ব অর্থনীতিতে এক দারুণ জায়গা তৈরি করতে চলেছে। আমেরিকা, চিন, জার্মানি ও জাপানের তুলনায় বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে আমাদের দেশের। জনসংখ্যাগত সুবিধা, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও সুসংহত আর্থিক নীতির কারণেই মনে করা হচ্ছে আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে দুইয়ে চলে আসবে ভারত। ২০২৫ সালে ভারতের সাধারণ জনসংখ্যার গড় বয়স মাত্র ২৮.৮ বছর। অর্থাৎ আগামীতে ভারতের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে ও বর্তমানেও করছে। অন্যদিকে, বিপরীতে চিন, জার্মানি বা জাপানে জনসংখ্যার একটা ব। অংশেরই বয়স বেড়ে গিয়েছে। ফলে কর্ম শক্তিতে তারা পিছিয়ে পড়ছে ভারতের তুলনায়। ভারতের দ্রুত বৃদ্ধির আরেকটি প্রধান কারণ হল আমাদের দেশের জনসংখ্যা বেশি। সেই কারণে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও অনেক বেশি। দেশের এই বিপুল মধ্যবিত্ত শ্রেণিই দেশের বাজারের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। যে কারণে জার্মানি ও জাপান যেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল, সেখানে ভারতের ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের ধাক্কা সামলে দেয় দেশীয় বাজার। ভারতের একাধিক অর্থনৈতিক সংস্কার যেমন জিএসটি, ডিজিটাল পেমেন্ট, ইউপিআই দেশকে আরও উন্নত করে তুলছে। ফলে গই পাচ্ছে অর্থনৈতি। পাশাপাশি বাড়ছে বিভিন্ন পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার যোগ্য শক্তির প্রসার আগামীর ভারতের বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করছে। আইএমএফের পূর্বাভাস বলছে, ২০২৮-৩০ সময়ে ভারতের গড় বৃদ্ধি হবে ৬.৫ শতাংশ। যেখানে আমেরিকার ক্ষেত্রে তা হবে মাত্র ২.১ শতাংশ। ফলে ২০৩৮ নাগাদ ক্রয়ক্ষমতা সমতা বা পিপিপি-এর নিরিখে ভারত আমেরিকা পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠতে পারে। হিসাব বলছে, ২০২৮ সালেই বাজার বিনিময় হার অনুযায়ী ভারত জার্মানিকে ছাড়িয়ে তৃতীয় স্থানে পৌঁছবে।

‘৩২ হাজার চাকরি বাতিল হলে বাকিদের কী হবে?’

প্রাথমিক মামলায় প্রশ্ন বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর ভূমিকায় সন্দেহ প্রকাশ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর। রাজ্যের সব নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই এবং ইডি। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মামলাতেও তদন্ত করছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা। কিন্তু সেই তদন্ত কবে শেষ হবে? সেই প্রশ্ন এবার তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি চক্রবর্তী বলেন, ‘‘এই তদন্ত কবে শেষ হবে, সেটা আমরা কেউই জানি না।’’ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই তদন্ত শেষ হলে তবেই নির্দিষ্ট করে জানা যাবে যে কারা এই দুর্নীতি করেছিল এবং কারা এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। যারা ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে, তারাও যে ওই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত সেটা কীভাবে প্রমাণ করা যাবে? মামলাকারীর আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারিকে এই প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি চক্রবর্তী। মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, ‘এরা সুবিধাভোগী’। মামলাকারীর আইনজীবী সৌম্য মজুমদারের অভিযোগ, নিয়ম মেনে প্যানেল প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কী পদ্ধতিতে প্যানেল প্রকাশ করতে হবে তার নির্দিষ্ট কোনও বিধি রয়েছে কিনা, সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। পর্ষদের আইনজীবী জানান, এ ব্যাপারে বিধিতে নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ নেই। এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, ‘‘তার মানে পর্ষদ নিজের পছন্দ অনুযায়ী পদ্ধতিতে প্যানেল প্রকাশ করতে পারে।’’ মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, যদি প্যানেল প্রকাশের কথা বিধিতে নাও বলা হয়ে থাকে, তাহলেও প্যানেল প্রকাশ করতে হবে। মামলাকারীর আইনজীবীর প্রশ্ন, প্রশিক্ষিত এবং অপ্রশিক্ষিত প্রার্থীদের জন্য আলাদা করে প্যানেল না তৈরি করা হলে, কীভাবে প্রশিক্ষিতরা অগ্রাধিকার পাবেন? বিচারপতি চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, এখন যদি আদালত ৩২ হাজার অপ্রশিক্ষিত প্রার্থীর চাকরি বাতিল করা হয়, তাহলে বাকি প্রশিক্ষিত প্রার্থীদের কি ছেড়ে দেওয়া হবে? কারণ তারা তো একই নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ। তাদেরও তো তাহলে মামলায় যুক্ত করে বক্তব্য শোনা দরকার। আইনজীবীর দাবি, প্যানেল পুনর্গঠন করে আবার প্রকাশ করা প্রয়োজন। তবে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘‘সেটা কীভাবে সম্ভব? ১ লাখ ২৫ হাজার আবেদনকারী, ৪২ হাজার চাকরিপ্রাপক, এতগুলো পরিবার।’’ এছাড়া আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেন বিচারপতি। এই সময়ের মধ্যে চাকরির পাঁচ বছর সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন ওই প্যানেলে চাকরিপ্রাপ্তরা। যদি দু' মামলা চলে, তাহলে তারা ৭ বছর সম্পূর্ণ করে ফেলবে। এর ফলে তারা গ্র্যাচুইটির একটা অংশের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তার তার সমাধান কী হবে? সেটাও জানতে চান বিচারপতি। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

রফি আহমেদ রোডে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তেজনা! পুজোর আগে ফুটপাত দখল মুক্ত করতে তৎপর পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আগে জবর দখল উচ্ছেদে তপর হল কলকাতা পুরসভা এবং কলকাতা পুলিশ। মঙ্গলবার ওয়েলিংটনের মুখ থেকে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের দুই ধারে থাকা ঝুপড়ি এবং হকার স্টলগুলি উচ্ছেদ করল কলকাতা পুরসভা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশ ও পুরসভার আধিকারিকদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও হকাররা। তবে বিক্ষোভ উপেক্ষা করেই চলে ভাঙচুর। পুরসভা সূত্রে খবর, রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের ফুটপাত দখল করে দীর্ঘদিন ধরেই গড়ে উঠেছিল প্রায় ৫০টির বেশি ঝুপড়ি ও অস্থায়ী দোকান। এতে পথচলা দুষ্কর হচ্ছিল। হকারদের বিরুদ্ধে বহুবার অভিযোগ উঠলেও তারা জায়গা ছাড়েনি। এদিনের অভিযানে সবটাই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুর আধিকারিকদের মতে, জনসাধারণের চলাচল সচল রাখতে এটাই একমাত্র উপায় ছিল। অন্যদিকে, স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, বছরের পর বছর ধরে আমরা এখানে রয়েছি। কোনও নোটিস ছাড়াই হঠাৎ করে এসে সব ভেঙে দিল। তাঁদের অভিযোগ, পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা না করেই এই উচ্ছেদ অমানবিক। অনেকের ঘর-বাড়ি ও দোকান ছিল এই ফুটপাতে, যা এক ঝটকায় মুছে গেল। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এটাই প্রথম নয়। আগামী দিনে আরও কিছু বেআইনি দখলদারি উচ্ছেদ করা হবে। তবে পুনর্বাসনের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি।

অধ্যক্ষের সঙ্গে তুলকালাম! বিধানসভায় ফের সাসপেন্ড শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে মঙ্গলবার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ফের সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং মার্শালদের ডেকে তাঁকে সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ককে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের ভাষা আন্দোলন মঞ্চ খুলে দেওয়া নিয়ে তীব্র তর্ক-বিতর্ক। তার উপরে কলকাতা পুলিশের সেনাবাহিনীর ট্রাক আটকানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা। এছাড়াও, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে দেশবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগ এবং রাজ্যে সেনা ও পুলিশের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে উত্তেজনা চরমে উঠেছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বিরোধীদের তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। অধিবেশনের শুরুতেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভাষা আন্দোলন মঞ্চ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। গতকাল ই সেনাবাহিনী প্রেস বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছিল যে দুদিনের অনুমতি নিয়ে তার বেশি সময় ধরে প্রতিবাদ মঞ্চ বেঁধে রাখার কোনো নিয়ম নেই। তার জন্য আবার কোর্টের অনুমতি নিতে হবে। পাল্টা মমতা বন্দোপাধ্যায়ের যুক্তি ছিল সেনাবাহিনী পুলিশকে কোনোরকম তথ্য না দিয়েই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মঞ্চ ভাঙতে

আসে। কিন্তু প্রেস বিবৃতিতে সেনাবাহিনী স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন। পুলিশকে জানিয়েই সমস্ত আইন মেনে এই মঞ্চ গতকাল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এই মঞ্চ বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দল বিজেপি এই মঞ্চকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ তুলেছে। শুভেন্দু অধিকারী অধিবেশনে উঠে দাবি করেন, তৃণমূলের এই ভাষা আন্দোলন মঞ্চ আসলে বাংলার জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি চক্রান্ত। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, তৃণমূল সরকার ইচ্ছে করে রাজ্যে সেনা ও পুলিশের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে, যা রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর। এই মন্তব্যের জেরে তৃণমূলের বিধায়করা তীব্র প্রতিবাদ জানান। এই বিতর্কের মধ্যেই বিধানসভায় উত্তেজনা চরমে ওঠে।অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার শৃঙ্খলা ফেরানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু বিরোধী বিধায়কদের স্লোগান ও তৃণমূলের পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। শুভেন্দু অধিকারী এবং অন্যান্য বিজেপি বিধায়করা অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং তাঁর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন। এর জেরে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মার্শালদের ডাকা হয় এবং শুভেন্দু সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ককে জোর করে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় বিধানসভার বাইরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ শুরু করেন। বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘এটা গণতন্ত্রের হত্যা। তৃণমূল সরকার বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন করতে মার্শাল ব্যবহার করছে। আমরা এই স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামব।’’ অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্বের মতে , বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে বিধানসভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

‘জেরা করাই হয়নি, ষড়যন্ত্র হচ্ছে!’ দাবি করেও পার্থর জামিন করাতে পারলেন না আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জেল হেফাজতে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আইনজীবীর দাবি, একবারও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে তদন্তকারী সংস্থা ইচ্ছে করেই ষড়যন্ত্র করছে বলে দাবি তাঁর। কিন্তু এই যুক্তিতেও মঙ্গলবার জামিন পেলেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৪ সেপ্টেম্বর। একই মামলায় অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেলেও পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখনও জেলে রয়েছেন। কেন তাঁকে জামিন দেওয়া হবে না সেই প্রশ্নই আবারও তুলে তাঁকে জেলমুক্ত করার আর্জি জানানো হয়। তবে পার্থর আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায়ের আর্জি গ্রহণ করেনি আদালত। আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৯ জুন কলকাত হাইকোর্টের নির্দেশে মামলা রুজু হয়। এরপর ২৪ জুন ইডি তাঁকে হেফাজতে নেয়। একাধিক মামলায় পার্থ জামিন পেলেও পিএমএলএ মামলায় এখনও মুক্তি মেলেনি। অভিযোগ, ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর গ্রেফতারের পর থেকে কেবল ১৫ অক্টোবর ছাড়া আর কোনওদিনই তাঁকে হেফাজতে জেরা করা হয়নি। অথচ ওই মামলায় ইতিমধ্যেই ১২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১১ জন জামিনে মুক্ত। পার্থের আইনজীবীর অভিযোগ, তাঁর মক্কেলকে ‘প্রভাবশালী ব্যক্তি’ বলে চিহ্নিত করে জামিন আটকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলেছে - আইনের চোখে সবাই সমান। আইনজীবীর যুক্তি, যদি অন্যরা জামিন পান, তবে একই শর্তে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও জামিন দেওয়া উচিত। তাঁর আরও বক্তব্য, ইডির মামলা আসলে একটিমাত্র নথিকে কেন্দ্র করে, যেটি নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা হচ্ছে। অথচ এতদিনে সেই মামলায় তদন্তের অগ্রগতি নেই। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘‘আমাকে যদি গ্রেফতার করা হয়, তবে জিজ্ঞাসাবাদও করতে হবে। শুধু হেফাজতে রেখে দেওয়া মানে ইচ্ছে করে শাস্তি দেওয়া।’’ এখন সব মহলের নজর ৪ সেপ্টেম্বরের শুনানির দিকে। আদৌ পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পান কিনা, সেটাই দেখার। প্রসঙ্গত, গত মাসেই সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ দুর্নীতির একটি মামলায় শর্তসাপেক্ষ জামিন পান রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে জেল থেকে মুক্তি হয়নি কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির একাধিক মামলা এখনও চলছে।

বুধবার আরও বড় দুর্যোগের পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ একের পর এক নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। আর তার জেরে বৃষ্টি থেকে নিস্তার মিলছে না কিছুতেই। এ দিকে, আর কয়েকদিনের অপেক্ষা তারপরই দুর্গাপুজো। এখন তাই একটাই প্রশ্ন, কবে বৃষ্টি থামবে? তবে আশার আলো খুব একটা দেখাতে পারল না মৌসম ভবন। আইএমডি-র ডিরেক্টর জেনারেল ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, দুর্গা পুজোর সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানান, সেপ্টেম্বর মাসব্যাপী ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এই বছর আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দুর্গাপুজোর সময় বৃষ্টি হবে কি না তা সাত দিন আগেই বলা সম্ভব। এখন থেকেই তা বলা সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য, এই বছর পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব এবং উত্তর ভারতে ভারী বৃষ্টি হলেও গত কয়েক দশকের ট্রেন্ড অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর পূর্বে বৃষ্টি কমছে। এ দিকে, আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা উপকূলে ফের নিম্নচাপের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উত্তর ওড়িশা উপকূলে ও উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। এটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

টিএমসি-র মঞ্চ খোলাকে বাংলাদেশে পাক সেনার অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা ব্রাত্যর!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ বিধানসভায় আজ ভাষা-সংঘাত। বঙ্গ রাজনীতির সাম্প্রতিকতম ইস্যু জ্বলন্ত ইস্যু বাংলা ভাষা নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় আলোচনা ছিল। এদিনের শুরু থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। উঠে এল, ভারতীয় সেনার মেয়ো রোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ খোলার বিষয়টিও। আর সে কথা প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু তুললেন পাকিস্তান সেনার কথা! ‘৭১ সালে বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর অত্যাচারের সঙ্গে এই ঘটনার তুলনা করেন ব্রাত্য। তাতেই তপ্ত বিধানসভা, বিজেপির ওয়াকআউট, স্লোগান দিয়ে সাসপেন্ড রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা! এদিন শুরুতেই বিজেপি নেতা অমিত মালব্যকে কটাক্ষ করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘জনগণমনকে ব্রাহ্ম মন্ত্র বলে টুইট করছেন মালপোয়া নামের বিজেপির একজন। জানেই না এটা বাংলা ভাষা!’’ জাতীয় সঙ্গীতের প্রেক্ষাপট বুঝিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বাংলায় লেখা এই গানের প্রথম স্তবকটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হয় ১৯৫০ সালে ২৪ জানুয়ারি।’’ এই তথ্য উল্লেখ করে তার দ্বিতীয় স্তবক পাঠ করেন চন্দ্রিমা। অমিত মালব্যকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘একটু জেনে টুইট করতে হবে। না হলে দেশ থেকে কুইট করতে হবে।’’ চন্দ্রিমার পর বিজেপির বিধায়ক অসীম সরকার বলতে ওঠেন। তৃণমূলের বিভিন্ন বিধায়করা সবাই বলতে শুরু করেন, ‘‘এত কথার কিছু নেই। গান ধরুন, বলুন আমি বাংলার গান গাই।’’ এরপরই বলতে ওঠেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর অপমান নিয়ে তিনি বক্তৃতা রাখছিলেন। তার একেবারে শেষ লগ্নে তিনি মেয়ো রোডে তৃণমূলের মঞ্চ খুলে দেওয়ার সঙ্গে ১৯৭১ সালের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন, গতকাল (সোমবার) সেনাবাহিনী যেভাবে বাংলা ভাষার মঞ্চকে ভেঙেছে, সেভাবে ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর্মি খুন করেছিল বাংলাদেশকে। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। শুভেন্দু অধিকার চিৎকার করে বলতে থাকেন, ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ। চেঁচামেচিতে বক্তৃতা থামিয়ে দেন ব্রাত্য। এরপরই দেখা যায় অরূপ বিশ্বাস স্পিকারকে গিয়ে কিছুটা একটা বলেন। তারপরই শুভেন্দু অধিকারীকে এদিনের জন্য সাসপেন্ড করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে বিজেপি। বাইরে বেরিয়ে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘আজকে শুভেন্দু অধিকারীকে বহিষ্কার করল, কারণ ব্রাত্য বসু ভারতীয় সেনাকে অপমান করেছিলেন, শুভেন্দু তার প্রতিবাদ করেছিলেন বলে।’’

আইন ভাঙলে জিরো টলারেন্স, রাজনীতির রং লাগাবেন না, সেনার গাড়ি আটক নিয়ে ডিসি ট্রাফিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবার সকালে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে কলকাতা পুলিশের সেনার গাড়ি আটকানোর ঘটনা নিয়ে তরজা চলছে। বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং-ও লেগে গেছে কারণ সোমবার সেনা ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চ খুলে দিয়েছিল। তবে পুলিশের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই বিষয়টি একদমই আইন ভাঙার ঘটনা, কোনও রাজনীতির ঘটনা নয়। তাই কেউ যেন কোনও রাজনৈতিক রং না লাগান। পুলিশ প্রথম থেকেই দাবি করছে, সেনার ট্রাকটি বিপজ্জনকভাবে চালানো হচ্ছিল এবং মুহূর্তের মধ্যে যে কোনও অঘটন ঘটতে পারত। আর ওই ট্রাকের পিছনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার গাড়ি থাকার ফলে বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। যদিও সেনা বেপরোয়া গতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। যদিও পুলিশ নিজেদের দাবিতে অনড়। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডিসি ট্রাফিক শ্রীকান্ত জগন্নাথরাও। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, সাধারণ মানুষ হলেও একই পদক্ষেপ করা হত। রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ি চালানো নিয়ে জিরো টলারেন্স। একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, ঘটনাটি নিয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানা যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘটনার মুহূর্তের সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ করেছে কলকাতা পুলিশ। সেই ফুটেজকে হাতিয়ার করেই ডিসি ট্রাফিক জানান, ওই জায়গায় কোনও রাইট টার্ন সিগন্যালই ছিল না। তবে ট্রাকটি সেটিই নিতে গিয়েছিল। ডিসি ট্রাফিক এও বলেন, ঘটনাস্থলে পরিষ্কার ‘নো রাইট টার্ন’ বোর্ড রয়েছে। তাই এটা স্পষ্টভাবে লেন ভায়োলেশনের ঘটনা। একই সঙ্গে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোরও। ফোর্ট

উইলিয়াম থেকে পাসপোর্ট অফিস যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর গাড়িটি। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ সেই গাড়ি আটকানো হয়। কিন্তু ডিসি ট্রাফিকের কথায়, যে রাস্তা দিয়ে ট্রাকটি যাচ্ছিল পাসপোর্ট অফিস যেতে হলে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হয় না। আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সেনার গাড়িকে সিগন্যাল দেখানো হয়েছিল। তবে অনুমান, কোনও কারণে গাড়ির চালক তা দেখতে পাননি। এই কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নানা জায়গায় ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ। সেই প্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ বলছে - ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে কিছু মহল থেকে নানা ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। এটি স্পষ্টতই ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা এবং দোষী চালকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, অযাচাইকৃত তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না, সরকারি সূত্র থেকে প্রকাশিত সঠিক তথ্যের ওপর নির্ভর করুন। সূত্রের খবর, ওই ট্রাকের পিছনেই আবার আসছিল কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মার গাড়ি। লালবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন সিপি। তবে নগরপালের গাড়ি যে তাদের ট্রাকের পিছনেই রয়েছে, তা জওয়ানরা জানতেন না বলেই দাবি করেছেন। পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশের তোলা অভিযোগগুলিকেও নস্যাৎ করেছেন জওয়ানরা। এক জওয়ান জানিয়েছেন, ‘‘নগরপালের গাড়ি যে পিছনে ছিল, তা আমরা জানতাম না। আর ট্রাক অনেক ধীর গতিতেই চলছিল। এখানে যে একটা বিভাজন বা পার্টিশান রয়েছে, তা বোঝাই যায়নি। রেড লাইট ছিল, কিন্তু আমরা তো অন্যদিকে যাচ্ছিলাম।’’ তবে ওই রাস্তায় ডান দিকে গাড়ি ঘোরানো যায় না বলেই জানা গিয়েছে। এমনকি, সেই নিয়ে সতর্ক করতে একটি নো-রাইট টার্ন বোর্ডও লাগানো রয়েছে। আর সিসি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সিপির গাড়ি যখন জওয়ানদের গাড়িটিকে পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনই জওয়ানদের ট্রাকটিকে ডান দিকে ঘুরে যায়। কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায় সিপির গাড়ি। আটকানোর হয় জওয়ানদের ট্রাক। সেনা সূত্রে খবর, আপাতত তৈরি হওয়া সমস্যা মেটাতে ফোর্ট উইলিয়ামের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ঘটনাস্থলে থাকা জওয়ানরা। তারপর তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় দুই সেনা আধিকারিক। সূত্রের খবর, জওয়ানদের বিরুদ্ধে সিপির গাড়ির একেবারে কাছে চলে আসার অভিযোগ করেছেন কর্মরত ট্র্যাফিক কন্ট্রোলাররা। কিন্তু ঘটনাস্থলে থাকা জওয়ানদের দাবি, এমন কিছু হয়নি।

‘আমার প্রয়াত মাকে নিয়েও কুকথা বলা হল’, ‘যন্ত্রণা’র কথা বললেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বরঃ তাঁর প্রয়াত মাকে ‘কুকথা’ বলা নিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যে বিহারে রাহুল গান্ধির কর্মসূচি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রীর মায়ের উদ্দেশে কুকথা ভেসে আসে, সেই বিহারে মহিলাদের জন্য জীবিকা নিধির ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মায়ের কথা তুলে ধরলেন মোদি। তাঁর মাকে উদ্দেশ করে ওই কুকথা হৃদয়বিদারক বলে মন্তব্য করেন। নিশানা করলেন কংগ্রেস ও আরজেডিকে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘এই কুকথা শুধুমাত্র আমার মায়ের অপমান নয়। এটি দেশের সকল মা, বোন এবং মেয়ের অপমান।’’ ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায় নেমেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সেই যাত্রার একটি ভিডিয়ো ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা হীরাবেন মোদিকে নিয়ে কুকথা বলতে শোনা যায়। এর প্রতিবাদে সরব হয় বিজেপি। এবার ওই কুকথা নিয়ে মুখ খুললেন মোদি। এদিন তিনি বিহার রাজ্য জীবিকা নিধি সাখ সহকারী সঙ্ঘ লিমিটেডের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। আর সেই উদ্বোধন করতে গিয়েই নিজের মায়ের কথা টেনে আনলেন মোদি। তিনি বলেন, ‘‘আমার মা আমার ছেড়ে দেন যাতে আমি আপনাদের মতো কোটি কোটি মায়ের সেবা করতে পারি। আপনারা

জানেন, আমার মা আর বেঁচে নেই। একশো বছর পূর্ণ করার পর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমার মায়ের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ ছিল না। যিনি আর নেই, তাঁকে নিয়ে আরজেডি, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে কুকথা বলা হল।’’ এরপরই তিনি বলেন, ‘‘এই কুকথা শুধু আমার মাকে অপমান নয়। দেশের সব মা, বোন এবং মেয়ের অপমান।’’ রাহুল গান্ধি এবং তেজস্বী যাদবকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘রাজপরিবারে জন্ম নেওয়া এই যুবরাজরা এবং গরিব মায়ের তপস্যা ও তাঁর সন্তানের যন্ত্রণা বুঝবে না। তাঁরা মুখে রুপোর চামচ নিয়ে জন্মেছেন। তাঁরা ভাবেন, দেশ ও বিহারের ক্ষমতা তাঁদের পরিবারের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।’’

বিশ্ব ভারতের সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে প্রস্তুত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃবিশ্ব ভারতকে বিশ্বাস করে, বিশ্ব ভারতের সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে প্রস্তুত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার নতুন দিল্লির যশোভূমিতে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মাত্র কয়েকদিন আগেই চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকের জিডিপির সংখ্যা এসেছে। আবারও ভারত প্রতিটি প্রত্যাশা, প্রতিটি মূল্যায়নের চেয়ে ভাল পারফরম্যান্স করেছে। এমন এক সময়ে যখন বিশ্বের অর্থনীতিতে উদ্বেগ রয়েছে, অর্থনৈতিক স্বার্থপরতার কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ রযেছে সেই পরিবেশে ভারত ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন,২০২১ সালে আমরা সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচি শুরু করেছি। ২০২৩ সালের মধ্যে, ভারতের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট অনুমোদিত হয়েছিল। ২০২৪ সালে, আমরা অতিরিক্ত প্ল্যান্ট অনুমোদন করেছি। ২০২৫ সালে, আমরা পাঁচটি অতিরিক্ত প্রকল্প অনুমোদন করেছি। সামগ্রিকভাবে, দশটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পে ১ ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিযাগে করা হচ্ছে। এটি ভারতের প্রতি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান আস্থা দেখায়। আমরা জাতীয় একক উইন্ডো সিস্টেম প্রয়োগ করেছি। এর মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির সমস্ত অনুমোদন একক প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, আমাদের বিনিয়োগকারীরা এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাগজপত্র থেকে মুক্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমরা সমস্ত বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন বিশ্ব বলবে, ভারতে ডিজাইন, ভারতে তৈরি, বিশ্ব দ্বারা বিশ্বস্ত।

একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আইসল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন কীর্তি বর্ধন সিং

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে আইসল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। মঙ্গলবার সকালে বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদেশ বিষয়ক, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং ৪-৫ সেপ্টেম্বর আইসল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন। এই সফরে আইসল্যান্ডীয় সংসদের স্পিকার, আইসল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী এবং সংলাপে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কীর্তি বর্ধন সিং।এছাড়াও এই সফরকালে প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং আইসল্যান্ডে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং-এর আসন্ন আইসল্যান্ড সফর ভারত-আইসল্যান্ড সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে এবং ভারত ও নর্ডিক দেশগুলির কৌশলগত ও গবেষণা সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াও বৃদ্ধি করবে।

ফুঁসছে যমুনা, নদীর জলস্রোতে দিল্লিতে বন্যার শঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লি ও লাগোয়া জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির জেরে রীতিমতো ফুঁসছে যমুনা নদী। বিপদসীমার বেশ কিছুটা ওপরে উঠে গিয়েছে যমুনার জলস্তর। যমুনার জলস্তর বাড়তেই বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে নীচু এলাকায়। যাবতীয় পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে দিল্লি সরকার। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির পুরাতন রেলওয়ে সেতুতে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৫.৭৫ মিটারে পৌঁছেছে, যা ২০৫.৩৩ মিটারের বিপদসীমা অতিক্রম করেছে।গত

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব এবং ভালো প্রতিবেশী হওয়া গুরুত্বপূর্ণঃশি জিনপিং

নয়াদিল্লি,(পিআইবি)ঃচীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনায় বলেছেন যে, ভারত-চীনের বন্ধুত্ব এবং ভালো প্রতিবেশী হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।রোববার (৩১ আগস্ট) শি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'ড্রাগন (চীন) এবং হাতির (ভারত) একত্রিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।'শি জিনপিং বলেন, 'বিশ্ব এখন পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চীন ও ভারত দুটি সবচেয়ে সভ্য দেশ। আমরা বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দুটি দেশ এবং গ্লোবাল সাউথের অংশ। তাই আমাদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ভালো প্রতিবেশী হওয়া এবং ড্রাগন ও হাতির একত্রিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, উভয় দেশের উচিত কৌশলগত ও দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পর্ক পরিচালনা করা।চীনের প্রেসিডেন্ট এই বছর চীন-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, 'আমাদের অবশ্যই বহুপাক্ষিকতা, বহুমেরু বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আরও বেশি গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এশিয়া ও বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য একসাথে কাজ করতে হবে।'সাত বছরের মধ্যে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রথম চীন সফর। এর আগে ২০২০ সালে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) বরাবর গালওয়ান উপত্যকায় মারাত্মক সংঘর্ষের ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। সর্বশেষ দুই নেতার সাক্ষা হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে, গত বছরের অক্টোবরে। সেই বৈঠকের পর ভারত ও চীন এলএসি-তে সামরিক অচলাবস্থা নিরসনে আলোচনায় অগ্রগতির ঘোষণা দিয়েছিল।এদিকে, হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে যে, শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, ভারত পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান এবং সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচির কূটনৈতিক সমাধানে ইরানের প্রস্তুতি ছিল এবং এখনও রয়েছে

ইরানঃইরানের রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সর্বদা তার শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য একটি কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে পেতে প্রস্তুত ছিল এবং এখনও প্রস্তুত আছে।গতকাল সোমবার চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে সাংহাই প্লাস শীর্ষ সম্মেলনে ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেনঃ আমি ঘোষণা করছি যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সর্বদা তার শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য একটি কূটনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে প্রস্তুত ছিল এবং থাকবে।তিনি বলেছেন যে ইরানি জনগণ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষ করে গত কয়েক মাসে, বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা এবং সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে বলপ্রয়োগে শান্তি চাপিযে. দেযার প্রচেষ্টার তিক্ত স্বাদ ভোগ করেছে, তিনি আরও বলেনঃগত দুই দশক ধরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আইনি অধিকারের কাঠামোর মধ্যে কাজ করার পাশাপাশি সর্বদা সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান অস্পষ্টতা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে, গত জুনে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কপটভাবে ইরানের সাথে আলোচনার টেবিলে বসেছিল তখন আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এখন ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতি বাস্তব এবং কার্যকর কোনো ধরনের সম্পর্ক না রাখা সত্ত্বেও আমাদের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি ফিরিয়ে আনার হুমকি দিচ্ছে, যদিও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড সর্বাধিক আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ বা নজরদারির অধীনে পরিচালিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেনঃএজন্যই আমরা আশা করি সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এবং বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলো এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের কার্যকর এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।কূটনীতিই একমাত্র সমাধান, স্ন্যাপব্যাক উত্তেজনার উৎসইরানের রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদী সরকারের ব্যর্থ সামরিক আগ্রাসন দেখিযে. দিয়েছে যে সামরিক বিকল্পটি অকার্যকর এবং তা ইরানি জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে। তথাকথিত স্ন্যাপব্যাক ব্যবস্থার আশ্রয়.নেয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে এবং আরও উত্তেজনার দিকে নিয়ে যাবে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপকে সংঘাতমূলক সমাধানগুলি একপাশে রেখে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায্য সমাধানে পৌঁছানোর জন্য কূটনীতির দিকে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিচ্ছি।ফিলিস্তিনি সমস্যার ন্যায্য সমাধান না হলে বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচারের কোনও পরিকল্পনাই সফল হবে নাইরানের রাষ্ট্রপতি বলেনঃ আমরা আবারও জোর দিয়েবলছি যে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থাকে তার চারপাশের বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আরও সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে।

দক্ষিণ আমেরিকায় যুদ্ধের ছায়া ট্রাম্প কি যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি রাখবেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ-ব্লুমবার্গ নিউজ নেটওয়ার্ক লিখেছে, হোয়াইট হাউস ভেনিজুয়েলার উপকূলে মাদক পাচার রোধের প্রচেষ্টা হিসেবে বেশ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন এবং চার হাজার সৈন্য পাঠানোর উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে।এই সামরিক বাহিনী পাঠানোর ফলে জল্পনা শুরু হয়েছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।ব্লুমবার্গ এক প্রতিবেদনে লিখেছেঃমার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সন্ত্রাসী বলেছেন এবং তার সরকার সম্প্রতি ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্টের জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার নির্ধারণ করেছে। ইরনা'র বরাত দিয়ে পার্সটুডে আরও জানায়, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম মেয়াদে মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিলেন এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে তার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতের মতে, তিনি আশা করেন যে ভেনিজুয়েলার নেতা বেশি দিন শাসন করতে পারবেন না।এখন প্রশ্ন হল ট্রাম্প যার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসনের প্রধান বৈদেশিক নীতির প্রতিশ্রুতি ছিল চিরন্তন যুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, তিনি কি পশ্চিম গোলার্ধে একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করবেন?১৯৮৯ সালে জেনারেল ম্যানুয়েল নোরিয়েগার সরকার উখাত করার জন্য আমেরিকা পানামা আক্রমণ করেছিল। ভেনিজুয়েলার তুলনায় দেশটির আয়তন অনেক ছোট হওয়ায় তেলসমৃদ্ধ ওই দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অনেক সহজ ছিল বলে মনে হচ্ছে।বর্তমানে, এ অঞ্চলে মোতায়েন করা মার্কিন বাহিনীর সংখ্যা পানামা অভিযানে মোতায়েন করা ২৬ হাজারেরও বেশি সৈন্যের একটি অংশ মাত্র। এই পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে ট্রাম্প কারাকাসে আক্রমণ করতে প্রস্তুত নন।পক্ষান্তরে ক্যারিবীয় অঞ্চলে ভেনেজুয়েলার আশেপাশে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক আচরণের মতোই। এর মধ্যে অবৈধ অভিবাসীদের থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা কিংবা মার্কিন শহরগুলোর রাস্তায় টহল দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল গার্ড ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেদক মনে করেন ক্যারিবীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ভেনিজুয়েলার সাথে যুদ্ধ শুরু করার জন্য নয় বরং রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ, শক্তি প্রদর্শন এবং পরোক্ষ হুমকির জন্য।ভেনিজুয়েলার জন্য প্রথম ট্রাম্প প্রশাসনের বিশেষ প্রতিনিধি এলিয়ট আব্রামস, যিনি মাদুরোর পতন অনিবার্য বলে মনে করেন, বলেছেনঃতিনি মনে করেন না ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় আক্রমণ করবেন । কিন্তু গায়ানার সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সীমান্ত বিরোধ পুনরায় চালু করা মাদুরো যদি দেশটির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে।মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও মার্চ মাসে গায়ানা সফর করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে গায়ানার ওপর আক্রমণ অথবা সেদেশে তেল জায়ান্ট এক্সন মোবিলের কার্যকলাপ মাদুরো প্রশাসনের জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনতে পারে। মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করতে রুবিওর আগামী সপ্তায় মেক্সিকো এবং ইকুয়েডর ভ্রমণের কথা রয়েছে।আব্রামস বলেনঃ ট্রাম্পের লক্ষ্য যদি ভেনিজুয়েলার শাসককে উখাত করা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি মাদুরোর ওপর আরও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবেন এবং শেভরনকে দেশে তেল উপাদন পুনরায়.শুরু করতে বাধা দেবেন।বিশেষজ্ঞদের মতে কিছু কিছু মার্কিন কর্মকর্তা হয়তো আশা করতে পারেন যে ভেনিজুয়েলার উপকূলে আমেরিকার শক্তি প্রদর্শন মাদুরোকে উখাত করতে সামরিক কমান্ডারদের উসাহিত করবে। তবে বিশেষজ্ঞরা এটাও বলছেন যে, মাদুরো ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে নিজেকে পারদর্শী বলে প্রমাণ দিয়েছেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,২ সেপ্টেম্বরঃআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যেই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই

সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা মানবতার প্রতি কর্তব্যঃপ্রধানমন্ত্রী

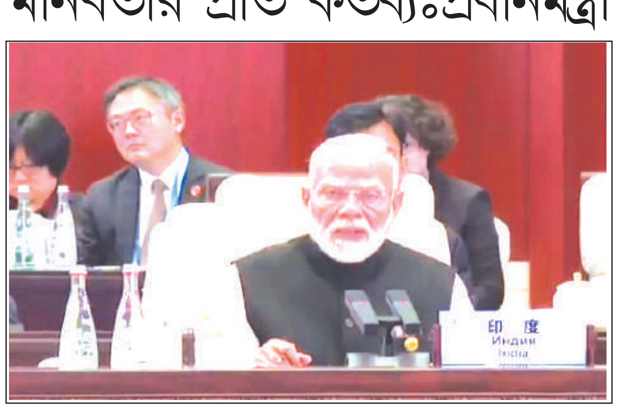

তিয়ানজিন ও নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ সর্বসম্মতভাবে প্রতিটি রূপে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা মানবতার প্রতি আমাদের কর্তব্য। এসসিও সম্মেলনে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ভারত গত চার দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছে। সম্প্রতি, আমরা পহেলগামে সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে খারাপ দিক দেখেছি। আমি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা এই দু ঃখের সময়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।এসসিও শিখর সম্মেলনে মোদী বলেছেন, মানবতায় বিশ্বাসী প্রতিটি দেশ ও ব্যক্তির জন্য এই হামলা ছিল একটি উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ। এমতাবস্থায কোনও কোনও দেশের সন্ত্রাসবাদের প্রকাশ্য মদত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি না এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমাদের সর্বসম্মতভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করতে হবে যে কোনও রূপে। মানবতার প্রতি এটাই আমাদের কর্তব্য।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা যে কোনও দেশের উন্নয়নের ভিত। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থা এই পথে বড় চ্যালেঞ্জ। সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র একটি দেশের নিরাপত্তার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ নয় বরং সমগ্র মানবতার জন্য একটি অভিন্ন চ্যালেঞ্জ। কোনও দেশ, কোনও সমাজ, কোনও নাগরিক এর থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না। তাই, ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যের উপর জোর দিয়েছে। আমরা সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে আমাদের আওয়াজ তুলেছি। আমি এতে আপনাদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অন্যদিকে ভারত এখন সংস্কার, সম্পাদন ও রূপান্তরের মন্ত্র অনুসরণ করে এগিয়ে.চলেছে। সোমবার এসসিও শিখর সম্মেলনে এই বার্তা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, এখন ভারত সংস্কার, সম্পাদন এবং রূপান্তরের মন্ত্র অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। আমি আপনাদের সকলকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অংশ হতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত সর্বদা বিশ্বাস করে, শক্তিশালী সংযোগ শুধুমাত্র বাণিজ্যই বাড়ায.না বরং বৃদ্ধি ও বিশ্বাসের দরজাও খুলে দেয়। এটি মাথায় রেখে আমরা চাবাহার বন্দর এবং আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডোরের মতো উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছি। এটি আমাদের আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিযার সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত করতে সাহায্য করবে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটা আনন্দের বিষয় যে এসসিও সময়ের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে বিকশিত হচ্ছে। সংগঠিত অপরাধ, মাদক পাচার, সাইবার নিরাপত্তার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় চারটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। আমরা এই সংস্কারমুখী মানসিকতাকে স্বাগত জানাই।

জলমগ্ন আম্বালার রাস্তা, উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী দুই থেকে তিন দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রযেছে। ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর গুজরাটের কিছু অংশেও অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রযেছে।মঙ্গলবার সকালে বৃষ্টি হয়েছে উত্তরাখণ্ডে, হরিয়ানার আম্বালায় ব্যাপক বৃষ্টির পর রাস্তা এখন জলের তলায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে দিল্লির আকাশের মুখভার। গুরুগ্রামের রাস্তায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, ৩ থেকে ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোঙ্কন ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও উপকূলীয় কর্ণাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, বিদর্ভ, ছত্তিশগড় এবং মধ্য প্রদেশের কিছু অংশ-সহ অন্যান্য অংশে এই সপ্তাহে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে। আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, দিল্লি-এনসিআর-এর জন্য আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আকাশ মূলত মেঘাচ্ছন্ন থাকবে, একইসঙ্গে বৃষ্টিও হবে।

ভারত স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির আলোকস্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

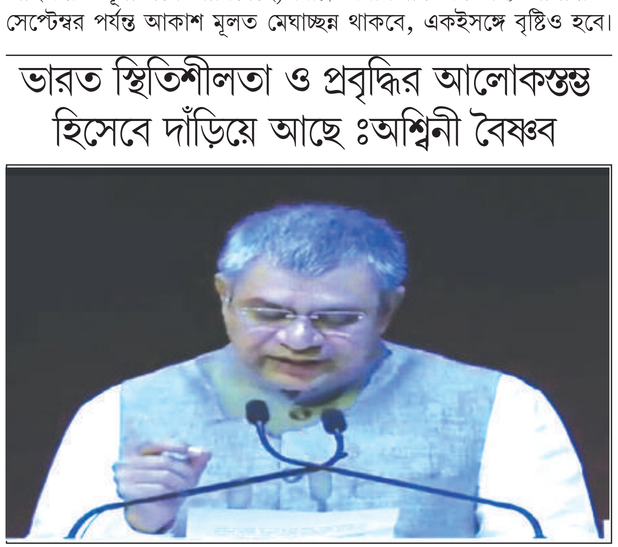

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আমরা অভূতপূর্ব সময়ে বাস করছি, বিশ্বব্যাপী নীতিগত অস্থিরতা বিশাল অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এই অস্থির সময়ে, ভারত স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির আলোকস্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেছেন, এই অনিশ্চিত সময়ে আপনাদের ভারতে আসা উচিত, কারণ আমাদের নীতিগুলি স্থিতিশীল। মঙ্গলবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির যশোভূমিতে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর চতুর্থ সংস্করণের উদ্বোধন করেছেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, মাত্র কয়েক বছর আগে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা ভারত সেমিকন্ডাক্টর মিশন চালু করেছি। সাড়ে তিন বছরের অল্প সময়ের মধ্যে, বিশ্ব আমাদের আস্থার নজরে দেখছে।

সেমিকন ইন্ডিয়া ভারতের প্রযুক্তিগত নবজাগরণের প্রতীকঃরেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ নতুন দিল্লির যশোভূমিতে মঙ্গলবার থেকে শুভ সূচনা হয়েছে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫-এর চতুর্থ সংস্করণ। মঙ্গলবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, সেমিকন ইন্ডিয়া ভারতের প্রযুক্তিগত নবজাগরণের প্রতীক।তিনি বলেছেন, সেমিকন ইন্ডিয়া শুধুমাত্র একটি সেমিনার অথবা ইভেন্ট নয় বরং দেশের প্রযুক্তিগত নবজাগরণের প্রতীক। যখন সমগ্র বিশ্ব সাপ্লাই চেইন ব্যাঘাতের সমস্যায় জর্জরিত, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী ইন্ডিয়া

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, সরডিহা রেল স্টেশনে স্টপেজ পেল স্টিল এক্সপ্রেস

হাওড়া, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো সোমবার। দক্ষিণ পূর্ব রেলের ঘোষণা অনুযায়ী, সরডিহা রেল স্টেশনে সোমবার পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে স্টপেজ পেল টাটানগর-হাওড়া স্টিল এক্সপ্রেস। করোনা পরিস্থিতির সময় কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সরডিহা স্টেশন থেকে স্টিল এক্সপ্রেসের স্টপেজ তুলে নেওয়া হয়েছিল। তারপর দীর্ঘ আন্দোলন, রেল অবরোধ করেছিল এলাকার মানুষজন। এদিন স্টপেজ পেতেই সরডিহা রেল স্টেশনে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে এক্সপ্রেসকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত দেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সোরেন।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই চমকার হতে চলেছে। এটি আশীর্বাদ পাওয়ার সময়ও বটে! এর ফলে আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। এই দিন আপনি নতুন পরিকল্পনার কথা বিবেচনা

বৃষঃ স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে। যাকে আপনি বিশ্বাস করেন তিনি আপনাকে পুরো সত্যিটি বলবেন না-আপনার অন্যদেরকে রাজী করানোর ক্ষমতা আগত সমস্যা সমাধানে আপনাকে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃ আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং সংযোগ দক্ষতা এই দিন আপনাকে অনেক ক্ষেত্রেই উপকৃত করতে পারে। শুভদিন।

কর্কট রাশি ঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ফাটকায় লাভ আনবে। বাচ্চারা আপনার মনোযোগ বেশী করে চাইবে-আপনার প্রতি তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি দেখাবে। শুভদিন হবে।

সিংহঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছু অসুবিধা বয়ে আনতে পারে। বিশেষ করে আপনার কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে তো বটেই! আপনাকে ধৈর্য

কন্যা ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে।

তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।

বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ

ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।

মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।

কুম্ভঃ চাপ মুক্ত হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। যেহেতু তারা এই পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী আধ্যাত্মিক এবং আবেগপূর্ণ ব্যক্তিত্বস্বরূপ। আপনি নিজেই সতেজ অনুভব করবেন।

মীনঃ আজকের দিনটি চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। নিজের অনিযমিত আবেগ এবং মানসিক অস্থিরতার কারণে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হতে

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশের জালে শিবম সিং

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বাবাকে না পেয়ে ছেলেকে গ্রেফতার! বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের ছেলে শিবম সিংকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দফতরে ভাঙচুরের পর থেকেই পুলিশ তাঁকে খুজছিল। সোমবার পুলিশ তাঁর ছেলে শিবম সিংকে গ্রেফতার করে। গত শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। রাহুল গান্ধী-সহ কংগ্রেসের নেতাদের ছবি ও তাদের দলীয় পতাকায় আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, বিজেপি নেতা রাকেশ সিং এবং তাঁর দলবলের নেতৃত্বেই এই হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু অভিযুক্ত রাকেশের নাগাল এখনও পায়নি পুলিশ। জানা যায়, সেই সূত্র ধরেই রবিবার রাতে রাকেশের বাড়িতে পৌঁছে যান পুলিশ আধিকারিকরা। যদিও সেখানে তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে এই বিষয়ে রাকেশের পুত্র শিবমকে দফায় দফায় জেরা করা হয়। শিবমের কথায় অসঙ্গতি মেলে। তদন্তে অসহযোগিতা এবং হামলায় ব্যবহৃত গাড়িটি শিবমের হওয়ায়, বিজেপি নেতার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়। এখনও পুলিশ রাকেশ সিংকে খুঁজছে।

জয়নগরে পুলিশ দিবসে সচেতনতা মূলক পদযাত্রা ও কুইজ প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার পুলিশ দিবসে জয়নগর থানার পুলিশের উদ্যোগে সচেতনতা মূলক পদযাত্রা হয়ে গেল। যাতে জয়নগর থানার একাধিক পুলিশ আধিকারিক,সিভিক ভলেন্টিয়াররা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ আমাদের বন্ধু,যে কোনো অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটলে তক্ষনা থানায় যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এদিনের এই পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে। অপরদিকে এদিন জয়নগর সাব ট্রাফিকের উদ্যোগে জয়নগর আমন্ত্রন কমপ্লেক্সে কুইজ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল ট্রাফিক সচেতনা বিষয়কে সামনে রেখে।এদিনের এই কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন জয়নগর ইন্সটিটিউশন ও জয়নগর ইন্সটিডিশন ফর গালর্সের ছাত্র ছাত্রীরা। দুটি স্কুলের মোট কুড়ি জন ছাত্র ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। কুইজ মাস্টার ছিলেন সৌরভ কুমার পাইক। এদিন এই প্রতিযোগিতায় জয়নগর ইন্সিটিডিশন ফর গালর্সের ছাত্রীরা বিজয়ী ও রানার্স আপ হয়। এদিন এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাব ট্রাফিকের এস আই রবীন্দ্রনাথ সরদার,এ এস আই সুভাষ পাল সহ একাধিক সাব ট্রাফিক কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

গোবিন্দপুরে পিজেকেএস হেলথ এন্ড ফিজিও কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্বাঞ্চল জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গোবিন্দপুরে সম্প্রতি পিজেকেএস হেলথ এন্ড ফিজিও কেয়ারফিজিওথেরাপি সেন্টারের উদ্বোধন হলো। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই সেন্টারের প্রধান লক্ষ্য হলো যোগ্য ও অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টদের সহায়তায় এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এলাকার গরিব মানুষের কাছে মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে সবরকমের ফিজিওথেরাপি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। সংস্থার তরফে এও জানানো হয়েছে, সেন্টারে ফিজিওথেরাপি ছাড়াও খুব অল্প খরচে কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকদের পরামর্শ পাওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে গরিব রোগীদের সুবিধার্থে হুইলচেয়ার, হাসপাতালের বেড, ওয়াকার, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ইত্যাদি যন্ত্রপাতি স্বল্প ভাড়ায় দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমিতির কোষাধ্যক্ষ ললিত টোডি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজকের লাইফস্টাইল, খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশ দূষণের কারণে সমাজের প্রায় প্রতিটি শ্রেণির মানুষ নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও রোগীকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য ফিজিওথেরাপি অপরিহার্য। অথচ এই সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য নয় এবং গরিব মানুষের সাধ্যের মধ্যেও নেই। পিজেকেএস হেলথ এন্ড ফিজিও কেয়ার সেই শূন্যস্থান পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। তিনি আরও বলেন, ফিজিওথেরাপির অভাবের জন্য শুধু সমাজ নয়,

সরকারি নীতিও সমানভাবে দায়ী। এ বিষয়ে বাজেট বরাদ্দ প্রায় নেই বললেই চলে। বীমা নীতিতেও বহির্বিভাগের ফিজিওথেরাপি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কভার হয় না। শহরে অল্প কিছু ফিজিওথেরাপি সেন্টার থাকলেও তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, আর গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থা আরও ভয়াবহ। ললিত টোডি পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, ভারতে আনুমানিক ২.৬ কোটি মানুষ কোনও না কোনও শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন যাদের ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন রয়েছে। দেশের চিকিৎসা অবকাঠামোয় ফিজিওথেরাপি প্রায় উপেক্ষিত, যার ফলে ভারতের জিডিপি প্রায় ৭ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যার জন্য অন্তত একজন ফিজিওথেরাপিস্ট থাকা উচিত। অথচ ভারতে রয়েছে প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায় মাত্র ১.৬ জন ফিজিওথেরাপিস্ট। ফিজিওথেরাপির ঘাটতি বিশ্বজুড়েই রয়েছে, তবে উন্নত দেশগুলোতে এই অনুপাত প্রতি ১০ হাজার জনে ৫ থেকে ১০ জন। সরকার বর্তমানে ' ইকোনোমি'-র মাধ্যমে এই শ্রেণির মানুষদের সুস্থ করে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে উৎসাহিত করতে চাইছে। সমাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে ললিত টোডি বলেন, এই কাজে সরকার, প্রাইভেট সেক্টর এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই ভারত একটি সক্ষম, স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে।

উৎসবের বিশেষ ট্রেন চালু

কলকাতা, ২সেপ্টেম্বরঃ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ০৬০৮১ /০৬০৮২ তিরুবনন্তপুরম-সাঁতরাগাছি-তিরুবনন্তপুরম স্পেশালঃ ০৬০৮১ তিরুবনন্তপুরম-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেনটি ৫.০৯.২০২৫ থেকে ১৭.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার বিকেল ৪,২০ মিনিটে তিরুবনন্তপুরম থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন দুপুর ১,১৫ মিনিটে সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৬০৮২ সাঁতরাগাছি-তিরুবনন্তপুরম স্পেশাল ট্রেনটি ৮.০৯.২০২৫ থেকে ২০.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার দুপুর ২,২০ মিনিটে সাঁতরাগাছি থেকে ছেড়ে যাবে এবং তৃতীয় দিন ০৯,৫৫ মিনিটে তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছাবে।স্পেশাল ট্রেনটি এসইআর-এর খড়গপুর এবং বলেশ্বরে স্টপেজ করবে।০২৮৪১ / ০২৮৪২ শালিমার-এমজিআর চেন্নাই-শালিমার স্পেশালঃ০২৮৪১ শালিমার-এমজিআর চেন্নাই স্পেশাল ট্রেনটি ২২.০৯.২০২৫ থেকে ২৪.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার সন্ধ্যা ৬৩০ মিনিটে শালিমার থেকে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ৯,৩০ মিনিটে এমজিআর চেন্নাই পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০২৮৪২ এমজিআর চেন্নাই-শালিমার স্পেশাল ট্রেনটি ২৪.০৯.২০২৫ থেকে ২৬.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি বুধবার এমজিআর চেন্নাই থেকে ছেড়ে যাবে

শিয়ালদা ডিভিশনে আরও তিনটি নতুন এসি লোকাল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শিয়ালদা ডিভিশনে চালু হতে চলেছে তিনটি নতুন এসি লোকাল ট্রেন। পাশাপাশি ব্যস্ত সময়ে যাত্রী চাপ সামলাতে নতুন ইএমইউ পরিষেবাও যুক্ত হচ্ছে । প্রথমটি শিয়ালদা-বনগাঁ-রানাঘাট রুটে চালু হবে। সেটি রানাঘাট থেকে ছাড়বে সকাল ৭টা ১১-এ, বনগাঁ থেকে ছাড়বে ৭টা ৫২-তে, শিয়ালদা পৌঁছবে ৯টা ৩৭-এ। সন্ধেয় আবার শিয়ালদা থেকে ছাড়বে ৬টা ১৪-এ, বনগাঁ পৌঁছবে ৮টা ০৪-ই, রানাঘাট পৌঁছবে ৮টা ৪১-এ। শিয়ালদা - কৃষ্ণনগর এসি লোকাল শিয়ালদা থেকে ছাড়বে ৯টা ৪৮-এ, কৃষ্ণনগর পৌঁছবে ১২টা ০৭-এ। কৃষ্ণনগর থেকে ছাড়বে ১টা ৩০, শিয়ালদা পৌঁছবে ৩,৪০। এই নতুন এসি লোকাল পরিষেবার ফলে বিশেষ উপকৃত হবেন মায়াপুর-ইসকন মন্দিরগামী তীর্থযাত্রী এবং কল্যাণী এইমস হাসপাতালে যাতায়াতকারী রোগী ও তাঁদের পরিবার। কিছু দিন আগেই শিয়ালদা-রানাঘাট শাখায় চালু হয়েছে সম্পূর্ণ এসি লোকাল ট্রেন। আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আরও স্বস্তি মিলতে চলেছে শহরতলির যাত্রীদের জন্য।

হাওড়া, শিয়ালদা-সহ উত্তর রেলপথে কিছু ট্রেন নিয়ন্ত্রিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর রেলওয়ের জম্মু তাওয়াই ডিভিশনে কিছু সেতুর উপর ভুল বিন্যাসের কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ১২৩৩১ হাওড়া - জম্মু তাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস (যাত্রা ০২.০৯.২০২৫, ০৫.০৯.২০২৫, ০৬.০৯.২০২৫, ০৯.০৯.২০২৫, ১২.০৯.২০২৫, ১৩.০৯.২০২৫ এবং ১৬.০৯.২০২৫ তারিখে শুরু হবে) সাহারানপুর পর্যন্ত স্বল্পপথে চলাচল করবে। ১২৩৩২ জম্মু তাওয়াই - হাওড়া হিমগিরি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে ১.০৯.২০২৫, ০৪.০৯.২০২৫, ০৭.০৯.২০২৫, ০৮.০৯.২০২৫, ১১.০৯.২০২৫, ১৪.০৯.২০২৫, ১৫.০৯.২০২৫ এবং ১৮.০৯.২০২৫) সাহারানপুর থেকে ১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে ০৪.০৯.২০২৫,১১.০৯.২০২৫,১৮.০৯.২০২৫এবং ২৫.০৯.২০২৫) আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে ১৫০৯৮ জম্মু তাওয়াই - ভাগলপুর অমরনাথ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে ০২.০৯.২০২৫, ০৯.০৯.২০২৫, ১৬.০৯.২০২৫, ২৩.০৯.২০২৫ এবং ৩০.০৯.২০২৫ তারিখে) আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে স্বল্পপথে চলাচল করবে। ২২৩১৭ শিয়ালদহ-জম্মু তাওয়াই হামসফর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে ০৮.০৯.২০২৫, ১৫.০৯.২০২৫, ২২.০৯.২০২৫ এবং ২৯.০৯.২০২৫ তারিখে) লুধিয়ানা পর্যন্ত স্বল্পপথে চলাচল করবে। ২২৩১৮ জম্মু তাওয়াই-শিয়ালদহ হামসফর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু হবে ০৩.০৯.২০২৫, ১০.০৯.২০২৫, ১৭.০৯.২০২৫ এবং ২৪.০৯.২০২৫) লুধিয়ানা থেকে স্বল্পপথে চলাচল করবে।

শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকরকে মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকর মূলত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা এবং মূলত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টোরস সার্ভিসের (১৯৮৭ ব্যাচ) সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় রেলওয়েতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পদ পরিচালনা করেছেন, যেমন অতিরিক্ত বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার এবং পুনে বিভাগের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, সচিব রেলওয়ে বোর্ড। তিনি চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (আইসিএফ) -এ প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, সেন্ট্রাল রেলওয়েতে চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কোঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেডে চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার ইনসিড থেকে

অ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্টের মতো একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস, হায়দ্রাবাদ থেকে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের উপর কর্মশালা করেছেন। তিনি একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং ভোপালের মৌলানা আজাদ কলেজ অফ টেকনোলজির (তৎকালীন আরইসি এবং বর্তমানে এনআইটি) প্রাক্তন ছাত্র।খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অগাধ আগ্রহ রয়েছে এবং তিনি সর্বদা এই ধরণের কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকার ২০০৩ সালে মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছ থেকে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য জাতীয় স্তরের রেলওয়ে. পুরস্কার পেয়েছেন।মেট্রো রেলওয়েতে তাঁর প্রথম কর্মদিবসে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকার ০১.০৯.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের সকল প্রধান কর্মকর্তাদের সাথে একটি পর্যালোচনা সভা করেন।

মুচিপাড়ায় তাণ্ডব, বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার হল ২জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শনিবার মুচিপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনা নিয়ে বাকবিতন্ডার জেরে শূন্যে গুলি চালিয়ে পালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে অস্ত্র-সহ দুই দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করল পুলিশ।ধৃতদের কাছ থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। পুজোর মরশুমে শহরে বড়সড় কোনও নাশকতার ছক ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ময়দান থানার পুলিশ সোমবার রাত সাড়ে ১২টার পর হানা দেয় বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ডে। অস্ত্র-সহ হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই দুষ্কৃতী। তাদের নাম আয়ুষ ঝা, পীযূষ গুপ্তা। জেরায় জানা গিয়েছে, তারা দেশীয় পদ্ধতিতে অস্ত্র তৈরি করে এবং সেসব বিক্রি করার উদ্দেশে কলকাতায় এসেছিল। এও জানা যায়, মুচিপাড়ায় শনিবার রাতে যে শুটআউট হয়েছিল, তাতে হাত ছিল এই দু'জনের। এরপরই তাজা কার্তুজ-সহ তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ। অস্ত্র আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। যৌথ তদন্ত শুরু করেছে মুচিপাড়া ও ময়দান থানার পুলিশ।

অভয়ার সুবিচারের দাবিতে আন্দোলন থেকে সরছেন না চিকিৎসকদের ৫টি সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ঃ আর জি কর হাসপাতালের মহিলা পিজিটি'র রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কিনারা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী ওই ঘটনার পরেই জানিয়েছিলেন, এই বিষয়ে তিনি সহানুভূতিশীল । অথচ ওই ঘটনার পর বছর ঘুরলেও সুবিচার মেলে নি। এদিকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তে অখুশি চিকিৎসক সমাজ। এ নিয়ে সোমবার অভয়া মঞ্চ ও জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ওয়েস্ট বেঙ্গল এর যৌথ উদ্যোগে প্রেস ক্লাব কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।এদিনের সভায় সাংবাদিকদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই কড়া সমালোচনা করেছেন ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ মণীষা আদক, ডাঃ কৌশিক চাকি প্রমুখ। রাজ্য সরকারের তরফেও যথারীতি থ্রেট কালচার বহাল রয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হল, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলছেই তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এর নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়েও রয়েছে প্রচুর গোলমাল, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তথা আই এম এ সংগঠনের বিভিন্ন

অনিয়মের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠনের চিকিৎসকেরা যুক্ত রয়েছেন অভয়ার আন্দোলনে। কাজেই অভয়া মঞ্চের আহ্বানে ওই সভার আয়োজন করা হয়। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভয়া মঞ্চের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন যে সমস্ত চিকিৎসক বেছে বেছে তাদেরকে ধারাবাহিকভাবেই পুলিশের তরফেও ডেকে পাঠানো হচ্ছে । এতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁরা পুলিশের ডাকে সাড়া দিতে যেমন ছুটছেন, তেমনি আইন আদালতের দ্বারস্থ হতেও ছুটছেন। এতে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের পরিষেবা থেকে বঞ্চিতও হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। উল্লেখ্য, এ রাজ্যের পাঁচটি বৃহ সংগঠন অভয়যার সুবিচারের দাবি নিয়ে লড়াই করছে ও করে যাবে।

শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার রাজ্যের সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শতবর্ষ প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। বিধায়ক সুকান্ত পালের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আজ বিধানসভায় বলেন গত মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে এই ধরনের ৩ হাজার ২০৫টি স্কুলকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এইজন্যে রাজ্য সরকারের ৬৮ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের তথ্য পেতে অসুবিধা হওয়ার কারণে অনেক স্কুলকে এখনো এই সহায়তা দেওয়া যায়নি বলে তিনি জানান। তবে সব তথ্য সংগ্রহ করে বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নে সহায়তা দেওয়া হবে বলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন। বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাও এর অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন গত অর্থ বছরে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে রাজ্যের উনিশ হাজার ৪৭১ জন ছাত্র ছাত্রী ঋণের সুবিধা পেয়েছেন।

এই উৎসবের মরশুমে নতুন অডিও লাইনআপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত উসবের মরশুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে, জেবিএল ইন্ডিয়া তাদের সাউন্ড অফ সেলিব্রেশনস ৩৬০-ডিগ্রি মার্কেটিং ক্যাম্পেন চালু করেছে, যার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক সাউন্ডস্কেপ উদযাপনের একটি সঙ্গীত। এই ক্যাম্পেনটি জেবিএল পার্টিবক্স এংকর ২, এং কর এসএনশিয়াল ২, পার্টিবক্স ৫২০, চার্জ ৬, ফ্লিপ ৭ এবং জেবিএল বার ১৩০০ সহ একটি নতুন প্রোডাক্ট লাইনআপও চালু করেছে, যা একাধিক প্ল্যাটফর্ম জুড়ে শব্দ, আবেগ এবং উদ্ভাবনের মিশ্রণ নিয়ে আসে। ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেন-সাউন্ড অফ সেলিব্রেশনসএই উৎসবের মরশুমে, জেবিএল ইন্ডিয়া. সাউন্ড অফ সেলিব্রেশনস অ্যান্থেম প্রকাশ করেছে। জর উসবের বিভিন্ন ধ্বনিগত স্বাক্ষর ধারণ করে। গণেশ চতুর্থীর স্পন্দনশীল ঢোল এবং দুর্গাপূজার ছন্দময় ঢাক থেকে শুরু করে ওনমের প্রাণবন্ত চেন্দা পর্যন্ত, এই অ্যান্থেমটি উদযাপন করে যে কীভাবে প্রতিটি অঞ্চলের শব্দচিত্র ঐক্যের চেতনায় অবদান রাখে। প্রশংসিত সেজ অন দ্য বিট দ্বারা প্রযোজিত এই গানে দেশজুড়ে শিল্পীদের একটি লাইন আপ রয়েছে - এমসি কোপার (কেরলওনম), এমসি গাউথি (মহারাষ্ট্রগণেশ চতুর্থী), সঞ্জিতা ভট্টাচার্য (পশ্চিমবঙ্গপুজো), এবং শ্রেয়া জৈন।

সংশোধনী

গত ০২.০৯.২০২৫ তারিখের পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগে ৭টি সমবায় সমিতির বিজ্ঞাপন যথা-বৈদ্যনাথপুর মহিলা স্বনির্ভর দলসমূহের মহামিলন শক্তি সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, দহলা মহিলা দল সমূহের মৈত্রী সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, ধানাড়া মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের রিলৌমালা সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, গোড়াবাড়ী মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের প্রগতি সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, খাতড়া-২ নং মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের ভগিনী নিবেদিতা সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, খাতড়া-১ নং মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের আশার আলো সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ, সুপুর মহিলা স্বনির্ভর দল সমূহের নবজাগরণ সংঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিঃ-এর নির্বাচনের নির্ঘন্ট তারিখের সংশোধনীঃ

ক্রম নং.	বিষয়	প্রকাশিত তারিখ	পরিবর্তে হবে
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০৮.২০২৫	০২.০৯.২০২৫
২.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	০২.০৯.২০২৫	১০.০৯.২০২৫
৩.	খসড়া ভোটার তালিকা বিষয়ক আপত্তির শুনানি	০৩.০৯.২০২৫,	১১.০৯.২০২৫
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪.০৯.২০২৫	১২.০৯.২০২৫
৫.	মনোনয়ন পত্র বিলি	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	১৫.০৯.২০২৫ ও ১৬.০৯.২০২৫
৬.	মনোনয়ন পত্র পেশ	০৯.০৯.২০২৫ ও ১০.০৯.২০২৫	১৬.০৯.২০২৫ ও ১৭.০৯.২০২৫
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	১২.০৯.২০২৫	১৯.০৯.২০২৫
৮.	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	১৯.০৯.২০২৫
৯.	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	১৩.০৯.২০২৫	২০.০৯.২০২৫
১০.	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	১৩.০৯.২০২৫	২০.০৯.২০২৫
১১.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	১৬.০৯.২০২৫	২৪.০৯.২০২৫

অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রোন্টো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN: L67120WB1982PLC035476
নিবন্ধিত অফিসঃ সেন্টার পয়েন্ট , ২১, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তলারুম নং-৩০৬,কলকাতা-৭০০০০১
ইমেলঃ investors.pronto@gmail.com

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার, সকাল ১১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে, সেন্টারপয়েন্ট , ২১, হেমন্ত বসু সরণি, ৩য় তলা, কক্ষ নং - ৩০৬, কলকাতা-৭০০০০১ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের ৯১ ধারা এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪২ ধারা, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ারকোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এছাড়াও জানানো হচ্ছে যে, রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল২২.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে। এবং ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এই সময়কালে ১৮.০৯.২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিক ভাবে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের ভোটদানের অধিকারী হবেন। এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিংমডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

প্রন্টো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-সুশীল কুমার আগরওয়াল
পরিচালক
DIN: 00649521

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫

শুভ লাভ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN: L65993WB1980PLC033083
নিবন্ধিত অফিস ঃ সিনিয়ার গ্রুপ, প্রথম তলা ১২, বি. বি. ডি. বাগ (পূর্ব),কলকাতা-৭০০ ০০১
ইমেলঃsubhlabhinvestments@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ https:shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে শুভ লাভ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারদের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১,৩০ মিনিটে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য যা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পোস্ট করা হচ্ছে।

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ সভায় লেনদেনের জন্য সভার নোটিশ সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং সিএসই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শুভ লাভ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
নরসিংহ লাল আগরওয়াল
পরিচালক

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৫

উশিতা ট্রেডিং অ্যান্ড এজেন্সিজ লিমিটেড

CIN: L51109WB1983PLC035659
নিবন্ধিত অফিস ঃ ৫২, ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২
ইমেলঃushitatrading1983@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ https:ushita1983.godaddysites.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে উশিতা ট্রেডিং অ্যান্ড এজেন্সিজ লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারদের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২ টায় কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসা পরিচালনার জন্য এই সভাটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পোস্ট করা হচ্ছে। ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ সভার নোটিশ, ইলেকট্রনিক ভাবে কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইটে এবং সিএসই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

উশিতা ট্রেডিং অ্যান্ড এজেন্সিজ লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর-
শান্তনু বোস
পরিচালক

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৩.০৯.২০২৫

পিটিয়ে খুন এক যুবককে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার সাত সকালে ক্যানিং এর তালদিতে চোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন এক যুবককে।আর সিসিটিভি-তে ধরা পড়ল সেই দৃশ্য।মৃত যুবকের নাম শেখ জামির উদ্দিন। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার তালদি রাজাপুর গ্রামে।আর এই ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় ছুটে যায় ক্যানিং থানার পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:–
NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-V/036/15/2025-2026/UTTARAN**
Name of the Work: **Improvement of Uttaran Passages at 1/2 Canal West Road and 133 Beliaghata Road in ward no.-36.** Estimated Cost (including GST and CESS): **₹ 2,49,533.65.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **15.09.2025 - 11.00 a.m.** Date and time of opening of tender : **17.09.2025 - 11:00 a.m.** The bid forms and other details are available on & from **02.09.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/029/25-26**
Name of the Work: **Const. of cement concrete road protection by surface drain at Amritalal Mukherjee Road near Pre. No.44A/1, 44A/2 in ward no.-125.** Estimated Cost (including GST and CESS): **₹ 3,44,757.43.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/043/25-26**
Name of the Work: **Maint. of road by laying Hot-Mix at Middirchak, Jiyadergote etc. near Pre. No-21/100, ward no-142.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **₹ 4,98,859.73.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Time of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **13.09.2025 - 12.00 noon.** (for Sl No. 1) & **15.09.2025 - 12.00 noon** (for Sl No. 2) . The tender will be opened on : **15.09.2025 - 12:00 Noon** (for Sl No. 1) & **17.09.2025 - 12:00 Noon** (for Sl No. 2). The bid forms and other details are available on and from **04.09.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl No. 1) & **06.09.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl No. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C)/XI, KMC** invites percentage rate e-tenders in two bid systems for the following work:–
NIT No.: **XI/114/034/25-26/R**
Name of the Work: **Deployment of contractual labour at different immersion ghats in ward nos.- 111,112,113,114, Br.-XI.** Estimated Value (Including GST and CESS) : **₹ 2,00,273.30.** Earnest Money: **₹ 4,500.00.** Time of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **09.09.2025 - 12.00 noon.** Date and time of opening of bid : **11.09.2025 - 12:00 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (from 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The **Executive Engineer (C)/ Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:–
1. NIT No.: **IX/074/043/2025-2026**
Name of the Work: **Restoration of IPS footpath at Ronaldshay Road & Passage at Aftab Mousque Lane etc. disturbed by P.U. Agency in ward no-74.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,50,278.00.** Earnest Money: **₹ 5,100.00.** Period of Completion: **60 days.**
2. NIT No.: **KMC/IX/082/052/2025-2026/R**
Name of the Work: **Maintenance of guard rail by painting at Chetla Central Road, Peary Mohan Roy Road, Gobinda Auddy Road etc. in ward-82.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,99,790.22.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid : **13.09.2025 - 12.00 noon** (for Sl. 1 & 2). Tender will be opened on : **15.09.2025 - 12:00 Noon** (for Sl. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/XIII/119/25/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of CC road due to laying of under ground sewer at Binova Bhave Road bye lane near Pr. No.-71 & Shil Thakur Bari Road bye lane near Pr. No.-3B & 3C in ward no.-119.** Work Value: **₹ 1,71,429.83.** Earnest Money: **₹ 3,500.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/XIII/117/030/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of under ground sewer at B. L. Saha Road near SWM Compactor station in ward no.-117, Br.-XIII.** Work Value: **₹ 2,88,570.25.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**
3. NIT No.: **KMC/XIII/119/33/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Improvement of C.C. Pavement at 36/A, 36D J. K. Pal Road & 21, Shil Thakur Bari Road in ward no.-119, Br.-XIII.** Work Value: **₹ 1,98,928.54.** Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid : **18.09.2025 (upto 11.00 a.m.)** (for Sl. 1 to 3). The tender will be opened on : **20.09.2025 (11:00 a.m.)** (for Sl. 1 to 3).. The bid forms and other details are available on and from **09.09.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in**. (for Sl. 1 to 3).
1000/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭৩ সংখ্যা, বুধবার, ১৭ ভাদ্র, ১৪৩২

পরম বীরচক্র

সন ১৯২৯, জেনেভা সুইজারল্যান্ড। আল্পস পর্বতমালার কোলে ছবির মতো শহর আর সেখানেই এক আবাসিক স্কুলে পড়তো মেয়েটি। নামটা একটু খটোমটো। বাবা হাঙ্গেরির বাসিন্দা, মা রাশিয়ান। উচ্ছল মেয়েটা প্রকৃতি ভালোবাসতো আর শখ ছিলো ছবি আঁকার। সময় পেলেই ইজেল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়তো শহরের সীমানা ছাড়িয়ে। বিক্রম রামজী খানোলকর, নাম শোনেননি আশা করি। ধনী ও সম্ভ্রান্ত মারাঠি পরিবারের সন্তান, ঘোড়সওয়ারি ও পোলো খেলায় ছিলেন ওস্তাদ। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে বিলেত গিয়ে ভর্তি হলেন। খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে বেড়াতে গেলেন সুইজারল্যান্ড আর সেখানেই একদিন দেখা পেলেন নির্জন উপত্যকার কোলে আপনমনে ছবি আঁকছে এক স্বর্ণকেশী। ছুটি শেষে বিক্রম ফিরে গেলো ইংল্যান্ড কিন্তু আলোড়ন তুলে গেলো ঐ ষোড়শীর হৃদয়ে। মেয়েটির বাবা শুনেই মহা খাপ্পা, তার আদরের দুলালী কিনা বিয়ে করবে কয়েক হাজার মাইল দূরের এক কালা আদমীকে! কভি নেহি। মেয়েটি কিন্তু ভুলতে পারলো না তার কিশোরী হৃদয়ের প্রথম প্রেমকে, আঠারো বছর বয়স হতেই চলে এলো লখনৌউ। বিয়ে করলো তার স্বপ্নের রাজকুমারকে। সময়টা ১৯৩২। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে নতুন নাম রাখা হলো সাবিত্রী, সাবিত্রী বাঈ খানোলকর। পতিদেবতাটি ততদিনে সেনাবাহিনীর কমিশন্ড অফিসার, তার বদলির সাথে সাথে সাবিত্রী ও ঘুরতে লাগলো ভারতের নানান শহরে। নতুন করে প্রেমে পড়লো এদেশের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক পশ্চাদপট এবং বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষার। পাশ্চাত্য পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি এদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে গ্রহণ করলো, অচিরেই সে হয়ে উঠলো পরিবারের আদরের 'বহু'! ছেড়ে দিলেন মাছ মাংস খাওয়া। পড়তে লাগলেন সংস্কৃত পুঁথি, মারাঠি, হিন্দিতে কথা বলাও শিখে গেলেন। ধীরে ধীরে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও শিল্পকলায় হয়ে উঠলেন পারঙ্গম। কেউ মেমসাহেব বললে রেগে যেতেন, বলতেন আমার আত্মা বিশুদ্ধ ভারতীয়, ভুল করে ইউরোপে জন্মেছি! বেদ পুরানের কাহিনী যেকোন সাধারণ ভারতীয়র থেকে বেশি জেনে নিলেন। এলো ১৯৪৭, স্বাধীন হলো দেশ। সেনাবাহিনীতে তার এই ভারত প্রেমের কথা তখন এক রূপকথার মতো। কথাটা গেল তৎকালীন মেজর জেনারেল হীরালাল অটলের কানে। ততদিনে ভারত পাকিস্তান প্রথম লড়াই শেষ হয়েছে, শহীদ হয়েছেন অনেক সেনা। অনেকদিন থেকেই ওনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল বৃটিশ আর্মির সর্বোচ্চ শৌর্য পদক ভিক্টোরিয়া ক্রস এর আদলে এদেশে কোন পদক চালু করা যায় কিনা! সাবিত্রী দেবীর জ্ঞান ও শিল্পকলার পারদর্শিতা দেখে একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন জেনারেল, দিলেন এই পদক ডিজাইন করার ভার। নামটা অবশ্য তিনিই ঠিক করেছিলেন পরমবীর চক্র, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ শৌর্য পুরস্কার! দায়িত্ব নিয়ে সাবিত্রী প্রথমেই যেটা ভেবেছিলেন, নকশাটিতে যেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন হয়।

বাঙালি শিল্পকর্তা

মা একপ্রকার জোর করে প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রি পড়তে পাঠিয়ে ছিলেন। কলেজে মাইনে না লাগলেও ছেলের ইডেন হোস্টেলের পঁয়ত্রিশ টাকা জোগাড় করতে তিনি হিমসিম খেতেন। ছেলে অবশ্য নিজের সাধনায় কেমিস্ট্রি অনার্স-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এরপর ফলিত রসায়নে এম-এসসি পড়া। আবার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। জননী পুত্রকে বলেছিলেন, আরও পড়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক শত চেষ্টা করেও একটা স্কলারশিপ জোগাড় করতে পারেননি। তাহলে নিশ্চিত গবেষণা করে নতুন কোনও কিছুর সন্ধান দিতে পারতেন। কখনও মনে হয় ভাগ্যিস স্কলারশিপ পাননি, পেলে হয়ত বাঙালি শিল্পকর্তা সুষীমমুকুল দত্তকে এত বিশদভাবে লোকে চিনতেন না। একজন বাঙালি লম্বা সময় ধরে হিন্দুস্তান লিভারের মত বহুজাতিক সংস্থায় ছড়ি ঘোরাচ্ছেন নিজের মেধা ও যোগ্যতার জোরে,ভাবলে একটু গর্ব হয়। দশটা বেকার শিক্ষিত, তরুণ - তরুণীদের মত সুষীমমুকুলও জীবনে বেকারত্ব দেখেছেন, অসাধারণ রেজাল্ট চাকরির কোনও কাজে লাগে না। শেষ পর্যন্ত কাঠখড় পুড়িয়ে মাসিক দেড়শ টাকা মাইনেতে একটা ইনডাসট্রিয়াল অ্যাপ্রেনটিসের কাজ পেলেন সিন্দ্রিতে। ওই মাইনের থেকে মাকে পাঠাতেন পঁচাত্তর টাকা । তবে চেষ্টা করছিলেন যদি ভাল কিছু কাজ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা ও বোম্বাইয়ের লিভার ব্রাদার্স থেকে সুযোগ আসে। রাউরকেল্লা থেকে যেমন সুসংবাদ আসে তেমন লিভার ব্রাদার্স বলল অবিলম্বে কাজে যোগ দাও। মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র সুষীমমুকুল যোগ দিলেন বিশ্বখ্যাত হিন্দুস্তান লিভারে। চাকরি হল, বেতন ৩৭৫ টাকা সালটা ১৯৫৬ এর শেষদিক। কিন্তু তখন পিতৃদেব প্রচণ্ড অসুস্থ বাড়িতে টাকা পাঠাতেই হবে। অগত্যা সুষীমমুকুল বোম্বেতে সস্তায় খেতে ও থাকতে বেছে নিলেন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের কাছে একটা হোটেল। মাসিক ১২৫ টাকা । বাকি অর্থ বাড়িতে। লিভারের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি থেকে চেয়ারম্যান-সে এক দীর্ঘপথ। এমন কোনও বিভাগ নেই যেখানে সুষীমবাবু কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। ওদিকে সুষীমবাবু যখন কর্মজীবন শুরু করেছেন তখন একদিন পার্সোনেল বিভাগের ডিরেক্টর ডঃ কে এস বাসু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই হোটেলটায় থাকা কেন?' সুষীম মাথা নীচু করে বললেন, 'উপায় নেই, স্যার। মাকে টাকা পাঠানো খুব দরকার।' সুষীমমুকুল একদিকে যেমন হিন্দুস্তান লিভারের বিপণন ও প্রযুক্তিগত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তেমন মার্কেটিং-সহ ম্যানেজমেন্টের নানা দিকে বিপুল অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিলেন। ডিটারজেন্ট পাউডারকে কেক ডিটারজেন্টে পরিবর্তন করার টেকনিক্যাল কাজকর্মে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এইভাবেই সৃষ্টি হয় সার্ফ থেকে 'রিন'।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

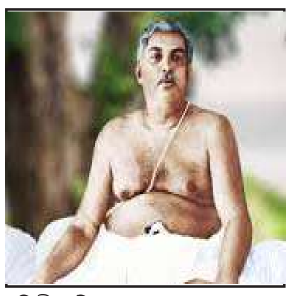

পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নারী। সেই কারণে নারীকে জগতজননী বলা হয়ে থাকে। জননী যে শক্তি অর্জন করতে পারে সেই শক্তি এই বিশ্বে আর কেউই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। সমস্ত নারীদের মধ্যে শক্তি রয়েছে। সৃষ্টি করার শক্তি যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে কিন্তু নারী শক্তির ওপরে নির্ভর করে থাকতে হবে। মা সন্তানদের দুসময়ের সাথী। তিনি আবার সন্তানদের সুসময়ের সাথী। তিনি যেমন সন্তানকে প্রতিপালন করার জন্য সব কিছু সহ্য করে নিজের কর্তব্য করে যান। কোনও ভাবে কাউকে ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে কাজ করে চলেন। সাহস পায়।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময় বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুর ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনে ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। নরেন যে ধরনের গান গাইতো কিন্তু সেভাবে সাধারণ মানুষের বুঝতে পারে না। দৈব্য শক্তি ধারন করে।

কলকাতা গড়তে জব চার্নককে শক্ত হাতে লড়তে হয়েছিল নবাবের সঙ্গে

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে গেলেই তার শেকড় দেখতে পাওয়া যাবে কলকাতায় জব চার্নকের আগমনের সময় থেকেই। কারণ জব চার্নক কলকাতায় প্রবেশ করা মাত্রই বাংলার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতা ঘিরে ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্য খুব একটা খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। ইংরেজরা ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে এসে বারবার স্থানীয় মোঘল শাসক এবং সুবেদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার সুবেদার ইংরেজদের ব্যবসা করার পথটাকে মসৃন করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা ডাচ, ফরাসি এবং পর্তুগিজদের বেশি করে ব্যবসায়িক সুবিধা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। ফলে ইংরেজরা পরিস্কার বুঝতে পেরেছিল যে ব্যবসায়িক রাস্তাকে পরিস্কার করতে সুবেদারদের সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাদের আধিকারকে আদায় করে নিতে হবে। তার জন্য ইংরেজ কোম্পানির সদস্যরা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জর্ব চার্নক প্রথম কলকাতায় আসেন ১৬৫৫ সাল কিংবা ১৬৫৬ সালে। তিনি তখন ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাসিমবাজারের জুনিয়র কাউন্সিল সদস্য। পরে তিনি কোম্পানির প্রধান হয়ে সুতানুটি সফর করেছিলেন ১৬৮৬ সালের শেষ দিকে। সেই সময়ে তিনি মোঘল সরকারের কাছ থেকে ব্যবসার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। বাংলার সুবেদার মির্জা আবু তালিব যিনি শায়েস্তা খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে জব চার্নকের বাংলায় ব্যবসা করা নিয়ে বিবাদ ঘটে। সেই সময়ে ইংরেজদের বেশি করে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে ইংরেজদের পণ্য কেনায় বেশি দাম পড়তে থাকে। ইংরেজদের ব্যবসার করার রাস্তা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন শায়েস্তা খাঁ। আর্মেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। ইংরেজরা যাতে ভালোভাবে ব্যবসা না করতে পারে তার জন্যই এই ধরনের উঁচু হারে ক্রয়জাত পণ্যের ওপরে অতিরিক্ত কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর্মেনিয়ান এবং পোর্তুগিজদের ব্যবসা করার অধিকার খর্ব না হয়ে যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মোঘল রেভিনিউ অফিসাররা। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ অবধারিত হয়ে উঠে। অতিরিক্ত ক্রয়জাত পণ্য কর বিবাদ ক্রমশ সংঘর্ষে পরিণত হয়। তার বিস্ফোরণ দখতে পাওয়া গেল ২৮ অক্টোবর ১৬৮৬ সালে। বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে জব্দ করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করলেন চার্নক। তিনি বাংলার সুবেদারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। সেই সময়ে জব চার্নক ইংরেজ ক্যাপ্টেন আরবুথনট এর বাহিনীর সাহায্য নিয়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হন। খড়গপুরের কাছে হিজলিতে মোঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হল ইংরেজ বাহিনী। তারিখটা ছিল ৪ জুন

১৬৮৭। ইংরেজ সেনার সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। কিন্তু এমনভাবে ইংরেজ সেনাদের পরিচালনা করা হয়েছিল তাতে মোঘল সেনারা মনে করেছিল ইংরেজরা বিশাল সেনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। ভয়ে মোঘল সেনারা পিছু হটতে শুরু করে। ইংরেজরা বুঝতে পেরে গিয়েছিল বঙ্গদেশে ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হলে অস্ত্র হাতে ধরতে হবে। যুদ্ধ করে নিজেদের অধিকারকে বুঝে নিতে হবে। তার জন্য তারা মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দেয়। জব চার্নক খুবই বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলায় ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধারন করতে হবে। নাহলে কিন্তু বাংলায় ব্যবসায় ইংরেজ প্রভাব প্রত্তিপত্তি বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব। ফরাসি ডাচ এবং পর্তুগিজদের মতো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পেড়ে ওঠা খুবই মুশকিল। তিনি যখন বাংলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক ঘাঁটি তৈরি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে নিয়েছিলেন সেই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। তার জীবনের পরিবর্তন নিয়ে এলো সেই ঘটনাটি। সতীদাহ প্রথার তখন বেশ চল ছিল তখন বাংলায়। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় সতীদাহের মতো বর্বর এবং নির্ম্মম ঘটনাও জব চার্নকে শিহরিত করে। ১৬৬৪ সালে তিনি ইংরেজ কোম্পানির পাটনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে উপস্থিত হন। সেই সময়ে তিনি সতীদাহ প্রথা দেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সতীদাহ ঘটনাটি তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্য তিনি শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হন। সেই সময়ে একজন বয়স্ক পণ্ডিত ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। সেই হিন্দু পণ্ডিতের মরদেহ শ্মশানে পোড়ানোর জন্য নিয়ে এসেছিল বেশ কিছু লোক। তারা তার সঙ্গে একজন সুন্দরী তরুণীকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসছিল। চিতা যেখানে জ্বলছিল সেখানে সেই তরুণীকে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তরুণী নিজেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও লোকেরা বলপুর্ব্বক তাকে জ্বলন্ত চিতাকুণ্ডে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। প্রয়োজন হলে লাঠি এবং বাঁশ দিয়ে পেটাতে শুরু করে। জব চার্নক এই দৃশ্য সহ্য না করতে পেরে তিনি সেই বিধবা মহিলাকে উদ্ধার করে নিজের বাসস্থানে নিয়ে আসেন। পরে সেই বিধবা হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন। একজন স্কটিশ ইতিহাসবিদ ডব্লু ডব্লু হান্টার সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু বাংলার কোনও সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। জব চার্নকে হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে নাক গলাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু জব চার্নক তাঁর কথাকে আমল না দিয়ে তিনি মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে আসেন। জানা যায় ১৬৫১ সালে পাটনায় লবন ব্যবসার কারণে ইংরেজ কোম্পানি জব চার্নককে পাঠানো হয়েছিল। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলে আবার ১৬৬৪ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে আবার বাংলায় উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়েছিল। জব চার্নক সেই সময়ে ১৬৮০ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। জব চার্নক অনুভব করতে পেরেছিলেন যে বাংলায় ব্রিটিশ ব্যবসাকে শক্তিশালী করতে গেলে নেটিভদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বন্ধুত্ব গড়তে হবে। তবেই ব্রিটিশ কোম্পানিকে বাংলায় ব্যবসায়িক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। জব চার্নক কলকাতায় উপস্থিত হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বাংলার মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে হবে। তখন বাংলায় শক্তিশালী বিদেশি ব্যবসাদাররা ছিল পর্তুগিজ এবং আর্মেনিয়ানরা। ফরাসীরাও ব্রিটিশদের ব্যবসার প্রতিপক্ষ ছিল। ব্রিটিশদের বাংলায় ব্যবসায়িক আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। ঠিক সেই জব চার্নককে বাংলার জামাই হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের রাজ পরিবার সমর্থিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একজন কর্মচারি নাম হ্যামিলটন ইতিহাসবিদ হান্টারের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, জব চার্নক একজন উচ্চ হিন্দু বর্ণের মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। এই ব্যাপারে আরও গবেষণা করতে গিয়ে জগজীবন রাম ইন্সটিটিউটের গবেষকেরা হান্টার এবং হ্যামিলটনের তথ্যকে যাচাই করতে গিয়ে দেখলেন তাতে বহু স্থানে তথ্যের বিক্ষিপ্ত ঘটনা রয়েছে। তথ্যের অসংলগ্নতা রয়েছে। হান্টার ইম্পিরিয়াল গেজেটে কাজ করতে শুরু করেন ১৮৬৯ সাল থেকে। তিনি ১৮৮১ সালে নয়টি খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন। পরে তাঁর মৃত্যুর পর আরও ২৬টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এদিকে একজন বাঙালি গবেষক অনিরুদ্ধ সরকার বলেছেন, জব চার্নকের স্ত্রী ছিলেন একজন বাঙালি। তিনি বলেছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করার সময়ে জব চার্নক রাজার মতো থাকতেন। তিনিই ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ কথা বলার লোক। তাঁর নির্দেশে কোম্পানির ব্যবসা চলতো। তিনি ব্যবসা বৃদ্ধি করার জন্য নেটিভদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন ও নেটিভদের সঙ্গে হুকোর তামাক সেবন করতেন।

পাঠকদের কলমে

জীবনটাই বাস্তব নাটক

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলী। ছবিটা মাম বাবাই বিয়ের পর তোলা আমাদের ঘরে র খাটে। মাঝে বসে থাকা মানুষটি মামের জীবনের সবথেকে প্রিয় মানুষ,মামের ঠাম্মা যাকে আমৃত্যু মা বলেই মা মামা সম্বোধন করেছেন। আমার দিদাকে মাম মামা ডাকতো বৌমা বলে। যেহেতু বাবা কাকা পিসি সবাইকে দেখতো বড়মা ওরফে মায়ের ঠাকুরমা মা বলে ডাকতে তাই মা, বড়মা দিদাকে বৌমা বলতেন তাই তিনি মা না আদরের আবদারের বৌমা। হয়তো অনেকেই জানেন আমার মামের পাঁচ বছর আর মামার এক বছর চারদিন বয়সে তাদের অপরূপা সুন্দরী মা অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট করে মাত্র তারাদের দেশে অতিথি হয়ে ছিলেন। এই দিদার আগমন বড় দাদুর ওরফে মামের বাবা র চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির পরিস্থিতির কারণে। বিয়ের পর আমার দিদাকে সাথে করে চৌধুরী বাড়িতে আনেন পর্যন্ত নি, তিনি আমার দাদুর কালো বৌ। আমার মিষ্টি দিদাকে কালো বৌ বলা নিয়ে ভদ্রলোককে তার তৃতীয় পক্ষ একমাত্র গিন্নীর কত যে কথা শুনতে হয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। আমার দিদার গায়ের রং চৌধুরী বাড়ির ডাকসাইটে সুন্দর লোকেদের মাঝে খানিক চাপা, তবে তার মন আর সেবা খাঁটি সোনা হলফ করে বলতে পারি সে কথা,সে কথা আমার নয় সবার তার সান্নিধ্যে আসা মানুষদের। তবে বড়মা পরম আদরে একমাত্র নাতনীকে কে সেই আঁতুরঘর থেকে বের হওয়া ইস্তক তুলোয় মুরে বুকে করে মানুষ করলেও একটা ফাঁক ছিল,মাম বড়মার কাছ থেকে কখনোই আমার মায়ের গর্ভধারিণীর কাছে যেত না ,এমনকি বড়মা ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে যতক্ষণ না খাইয়ে দিচ্ছে দাঁতে কিছু কাটতো না মাম। আমার মায়ের গর্ভধারিণী আক্ষেপ করে সবাইকে বলতেন একমাত্র কন্যা তবু তার কাছে দেওয়া হয় না,এই তিনি নিজের মা বলে কিছু মনে করেন না কিন্তু সৎ মা হলে কি ভাবতেন, কথাটা হঠাৎ ফলে গেল। অকালে চলে গেলেন এক কন্যা এক পুত্র কে রেখে তবে তাদের দায়িত্ব নিতে ভগবান যাকে পাঠিয়ে ছিলেন তিনি নিজের মার্তৃত্ব পর্যন্ত এদের কথা ভেবে গ্রহণ করেন নি। সারা জীবন এদের দুই ভাই বোনকে তুলোয় মুরে মানুষ করেছেন আমার দিদা, রক্তের জন বেঁচে থাকলেও এতটা করতে পারতেন না বোধহয়। একথা আমার নয় আমার দিদার চৌধুরী বাড়ির বন্ধুতুল্য আমার গুণী সুন্দরী দিদাদের, তারা অবশ্য সে সময় ডাকসাইটে সুন্দরী নয় গুণী ও বটে। তাদের কাছে দিদা মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন বেঁচে থাকাকালীন। তবে বড়মা ছিলেন বাড়ির কর্তৃ,মাত্র দুই বছরে রূপোর থালায় কমলালেবু হাতে শোভা বাজার রাজবাড়ির অঙ্গণ থেকে ফরিদপুর রাজবাড়ীতে যাওয়া। শ্বশুর মশাই না বাবা মশাই নিজের হাতে খাইয়ে শাড়ি পড়িয়ে, গানের ওস্তাদ থেকে পণ্ডিত রেখে পড়াশোনা শিখিয়েছিলেন একমাত্র কন্যাসম বড় বৌমাটিকে। বড়মার একমাত্র দেওর মাত্র এক বছরের বড় তার থেকে, খেলার সাথী সে, বর মশাই কুড়ি বছরের বড় গুণী মেধাবী মানুষ। এদেশে আসার পর মাত্র তেরো বছরে প্রথম পুত্র, আমার বড় দাদু ওরফে মামের বাবা র সাথে বড়মার বয়সের পার্থক্য । তাই তুই বলে সম্বোধন করতেন তিনি তার মাকে, বড়পুত্র ভোতো ছোটপুত্র কেলো আতু কুটি দুই মেয়ে তবে আরো তিন জন মারা গেছিলেন আতুরে। তিরিশের কোঠায় পৌঁছানোর আগেই ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক শেয়ার হোল্ডার ছিলেন তার স্বামী,ফল্ট করায় ২৩ জানুয়ারী মাত্র স্ট্রোক। আদরের মেয়ে সম বৌমাকে সমাজের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে একাদশী পালন, চুলকাটা কিংবা নিরামিষ খাবার খেতে দেননি শ্বশুর শ্বাশুড়ি, পাথরের থালায় মাছ খেতেন বড়মা, অমাবচী পালন করতে দেননি। একবছরের মাথায় শ্বশুর শ্বাশুড়ি পুত্র শোক সামলাতে না পেরে একই দিনে পরলোকগমন। বাকিটা পথ সংসারকে আঁকড়ে বাঁচা, একমাত্র নাতনী তাই প্রাণ ভোমরা বললেও কম তার কাছে। নাতনী র বায়োলজি প্রাকটিক্যাল নাইফ থেকে স্লাইড কাঁচি স্কুল থেকে এলেই নিজে হাতে মসলিন কাপড় দিয়ে মুছে ভেসলিন লাগিয়ে রাখতেন। নাতনী র পড়াশোনা র ওপর কড়া নজর ছিল, পড়াশোনা ভালোবাসা মানুষটি র । একমাত্র নাতনীর বিয়ে ঠিক করেন পোদ্দার বাড়ির থেকে সম্বন্ধ গেলে এই শর্তে রোজ সকালে বিকালে তিনি বাবা কাকা মেয়েকে ওবাড়ি দেখতে যাবেন। সকালে মঙ্গল আরতি দর্শন গঙ্গা স্নান এর সাথে নাতনী কে দেখে আসা ছিল নিত্যকার্য, যতদিন বর্ধমান এ নাতনী না গেছে। প্রবল গুণী পরিপাটি মহিলা,বনেদী রক্ত ও আভিজাত্য এর ঝাঁজ ছিল স্বভাবের মধ্যে, রুপোর কাঁটা দিয়ে চুল বাঁধা থেকে শেষ দিন পর্যন্ত।

জনগণতান্ত্রিক দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ

বিশেষ প্রতিবেদক

গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি প্রশ্ন করার অধিকার। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো মানুষের অংশগ্রহণ, মানুষের মতামতের গুরুত্ব, এবং মানুষের স্বাধীনতা। কিন্তু এই তিনটি স্তম্ভকে শক্তিশালী করে যে একটি অধিকার, তা হলো প্রশ্ন করার অধিকার। প্রশ্ন করার অধিকারই গণতন্ত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলে, তাকে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরশাসন থেকে আলাদা করে। কারণ যেখানে প্রশ্ন করা যায় না, সেখানে মানুষ কেবলমাত্র প্রজার ভূমিকা পালন করে, নাগরিক নয়। আর যেখানে নাগরিকদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তাদের প্রশ্নে নীতি নির্ধারণ বদলায়, সেখানে গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে মানুষের হয়ে ওঠে। তাই গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি প্রশ্ন করার অধিকার।

মানুষ প্রশ্ন করে বলেই সমাজ এগিয়ে যায়। প্রাচীন যুগে দার্শনিকরা রাষ্ট্র, ন্যায়বিচার, নীতি, জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁদের সেই প্রশ্নই আজকের সভ্যতার ভিত্তি গড়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জনগণ যদি প্রশ্ন না করে, সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য না করে, তবে শাসক গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে ক্ষমতা চালাবে। তখন রাষ্ট্র কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর হাতে বন্দি হয়ে পড়বে। তাই নাগরিকদের প্রশ্ন আসলে শাসকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার সবচেয়ে বড় উপায়। প্রশ্ন করার অধিকার কেবল সরকারকে নয়, পুরো সমাজকেও সজাগ রাখে। গণতন্ত্র কেবল ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভোট শেষ হয়ে গেলেই নাগরিকদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে নাগরিকদের প্রশ্ন করতেই হয়;আমাদের করের টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থা কেন পিছিয়ে আছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবস্থা কেন ভেঙে পড়ছে, প্রশাসন কেন দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে, কেন মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই প্রশ্নগুলোই গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে। যদি প্রশ্ন করার অধিকার না থাকে, তবে ভোট দেওয়া নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদমাধ্যম, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;সব কিছুই প্রশ্ন করার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সংবাদমাধ্যমের কাজ হলো শাসকদের কাছে জনগণের প্রশ্ন পৌঁছে দেওয়া, অন্যায় ও অসঙ্গতি প্রকাশ করা। বিচারব্যবস্থার কাজ

হলো ক্ষমতাধরদেরও আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো নতুন প্রজন্মকে যুক্তি ও প্রশ্নের মাধ্যমে চিন্তাশীল করে তোলা। যদি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তবে গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।

একটি রাষ্ট্রে প্রশ্ন করা মানে শুধু সমালোচনা করা নয়, বরং বিকল্প পথ খোঁজা। প্রশ্ন মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে, চিন্তাশীল করে তোলে, সমাধান খুঁজতে শেখায়। কোনও সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়, তা শুধরে নেওয়ার একমাত্র পথ হলো প্রশ্ন। তাই গণতন্ত্রে প্রশ্নকে দমন করা মানে অগ্রগতিকে দমন করা। স্বৈরতন্ত্রে মানুষকে বলা হয়;যা হচ্ছে, তাই মানতে হবে। সেখানে প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ নেই। আর গণতন্ত্রে বলা হয়;যা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করো, প্রয়োজনে বদলাও। এই পার্থক্যই গণতন্ত্রকে মানবিক করে তোলে।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি, আজকের সময়ে অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই প্রশ্ন করার অধিকার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বিরোধী দলকে প্রশ্ন করলে দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুললে হয়রানির শিকার হচ্ছে, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে হুমকি পাচ্ছে। এই প্রবণতা ভয়াবহ। কারণ প্রশ্নহীন গণতন্ত্র আসলে ছদ্ম গণতন্ত্র। বাইরে থেকে দেখতে সেটি গণতান্ত্রিক মনে হলেও ভেতরে তা স্বৈরতান্ত্রিক রূপ ধারণ করে। মানুষ তখন ভয়ে চুপ করে যায়, ক্ষমতাসীনরা তখন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

প্রশ্ন করার অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে হলে রাষ্ট্রকে মুক্ত চিন্তার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে নাগরিকদের মধ্যেও প্রশ্ন করার সাহস থাকতে হবে। অনেকে ভাবেন, প্রশ্ন করলে ঝামেলায় পড়তে হবে, বরং চুপ থাকাই ভালো। এই মনোভাব গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। নাগরিক যদি ভয়ে চুপ করে থাকে, তবে শাসকরা ক্রমশ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। তাই গণতন্ত্রে নাগরিকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো প্রশ্ন করা। একটি প্রবাদ আছে;একটি সমাজ কতটা মুক্ত, তা বোঝা যায় সেখানে কতটা প্রশ্ন করা যায় তার ওপর। প্রশ্ন করার অধিকার থাকলেই সত্য বেরিয়ে আসে। ইতিহাস সাক্ষী, বড় বড় অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার সবই প্রকাশিত হয়েছে মানুষের প্রশ্নের মাধ্যমে। জনগণের চাপেই অনেক সরকার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই প্রশ্ন আসলে পরিবর্তনের হাতিয়ার।

গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হলো এটি মানুষকে অন্ধ অনুগত হতে শেখায় না, বরং সমালোচক হতে শেখায়। নাগরিক যদি নিজের সরকারকে প্রশ্ন করে, তবে সেটি দুর্বলতার নয়, বরং শক্তির লক্ষণ। কারণ যেই রাষ্ট্রে নাগরিকরা প্রশ্ন করতে পারে, সেই রাষ্ট্রই আসলে উন্নতির পথে এগোয়। যে রাষ্ট্রে প্রশ্ন দমন করা হয়, সে রাষ্ট্র অচিরেই ভেতর থেকে ভেঙে পড়ে।

আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদের মনে রাখা দরকার, প্রশ্ন করার অধিকার কোনও দয়া নয়, এটি মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র নাগরিককে প্রশ্ন করার অধিকার দিচ্ছে না, বরং নাগরিকরা রাষ্ট্রকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে যে তারা প্রশ্নের জবাব দেবে। গণতন্ত্রের ভিত্তি এই জবাবদিহি। তাই রাষ্ট্র যদি নাগরিকের প্রশ্নের উত্তর না দেয়, তবে গণতন্ত্র তার মূল চরিত্র হারায়।

সবশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রের শক্তি সেনাবাহিনীতে নয়, অর্থনীতিতে নয়, বরং মানুষের হাতে। আর মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো প্রশ্ন করার অধিকার। প্রশ্ন মানুষকে মুক্ত রাখে, রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে, সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। তাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করতে হবে। অধিকার অটুট থাকবে, ততদিন গণতন্ত্রও অটুট।

'দৃষ্টিকোন'

রবি ঘোষ

জন অরণ্য ছবিতে নটবর মিত্তির বলে একটা চরিত্র রয়েছে। সেটা করেছিলেন রবি ঘোষ। প্রথম থেকেই তা ঠিক ছিল। সেইমতো তাঁকে চিত্রনাট্য পাঠানো হয়ে ছিল। শুটিংয়ের দিন রবিকাকার মেকআপ দেখেও বাবা খুব খুশি। কিন্তু প্রথমদিন শুটিংয়ের পর সত্যজিৎ রায় হতাশ। রবি ঘোষ চরিত্রটা ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে পারছেন না। প্রথমদিনে ছিল

অফিসের দৃশ্য। স্টুডিওতে। যেখানে নটবর মিত্তিরের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। সেই দৃশ্য তুলে বাড়ি ফিরে বাবা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। মাকে একবার বললেন, রবিকে নিয়ে কি ভুল করলাম? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। আমি যা ভেবেছি, তেমন যদি না -করতে পারে, তা হলে তো মুশকিল! বাবার সেই দুশ্চিন্তার মধ্যেই রবিকাকার ফোন এল। ফোনে রবিকাকা বললেন, মানিকদা, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার কাজ আপনার ভাল লাগেনি। আপনি আমাকে কিছু বলুন। তখন বাবা ফোনে চরিত্রটার ব্যাপারে বোঝালেন। বিস্তারিতভাবে। রবিকাকা সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। পরদিন শুটিংয়ে দেখা গেল তাঁর ভোল পালটে গিয়েছে। রবিকাকা তো অসাধারণ মাপের অভিনেতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মানিকদাকে খুশি করতে পারেননি। তাই চরিত্রটাকে ভিতর থেকে বুঝে সেইমতো নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। এক রাতে। ছবিটা যখন বিদেশে রিলিজ হল, তখন অনেক সমালোচক তো রবিকাকার অভিনয়ের উচ্চপ্রশংসা করেই ছিলেন, এমনও বলেছিলেন, এই অভিনেতাকে একেবারে চার্লি চ্যাপলিনের করা 'মসিয়ে ভের্দু'র মতো লেগেছে ।

ছোটবেলা থেকে সত্যজিৎ রায়কে নানা ভূমিকায় দেখেছিলেন সন্দীপ রায়। কখনও তিনি স্নেহশীল পিতা। ছেলের জন্মদিনের কার্ডের ডিজাইন করছেন। কখনও আবার গুরুগম্ভীর পরিচালক। একের পর এক কালজয়ী ছবি পরিচালনা করছেন। পাশাপাশি যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। জিতে নিচ্ছেন পুরস্কার। আবার সেই মানুষই নিজের ঘরে বসে এক মনে লিখছেন ফেলুদা, শঙ্কুর কাহিনি। আঁকছেন বইয়ের প্রচ্ছদ। ছবির পোস্টার। সুর দিচ্ছেন। সম্পাদনা করছেন 'সন্দেশ' পত্রিকার। পরবর্তীকালে যখন বাবার ইউনিটে কাজ করছেন, তখন আবার সত্যজিৎ রায়কে আর -একভাবে তিনি চিনলেন। সেই সব অভিজ্ঞতা নিয়ে বই। এখানে জগৎকে ধরেছেন সন্দীপ রায়।

নিজের বাড়িতেই নির্মাণ হচ্ছে সরকারি শৌচাগার, বিতর্কে জড়ালেন বাম প্রতীকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে 'কমিউনিটি টয়লেট' তৈরি করার জন্য এবছর মে মাসে সাগরদিঘি

ব্লকের কাবিলপুর পঞ্চায়েতের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, ওই পঞ্চায়েতের বাম-কংগ্রেসের নির্বাচিত জোটের প্রধান রোজিনা বিবি সরকারি জমিতে 'কমিউনিটি টয়লেট' তৈরি করার পরিবর্তে নিজের বাড়িতেই ওই শৌচাগারের নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। গোটা ঘটনাটি নিয়ে মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম সবার হতেই সাগরদিঘির বিডিও সঞ্জয় সিকদার জানিয়েছেন,' সরকারি অর্থ নির্মিত শৌচাগার কারও ব্যক্তিগত জায়গায় তৈরি করা যাবে না। যদি কেউ এই ধরনের কাজ করে থাকেন তাহলে শৌচাগারের জন্য বরাদ্দ অর্থ তিনি পাবেন না।' সূত্রের খবর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৫ আসন বিশিষ্ট কাবিলপুর পঞ্চায়েতে বামেদের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান রোজিনা বিবি। পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেস এবং অন্য কিছু রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা নিয়ে প্রধানের পদে আসীন হন। মুর্শিদাবাদ জেলার বাম রাজনীতিতে রোজিনা বিবির পরিবার বহু পরিচিত একটি নাম। তাঁর শ্বশুরমশাই প্রয়াত জয়নাল আবেদীন জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে চারবার সিপিআই(এম) সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে রোজিনা প্রধান পদে বসার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সাগরদিঘি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নূরে মেহেবুব আলম বলেন,' কাবিলপুরের প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য একাধিকবার আমাকে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অভিযোগ থাকায় আমি তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করাইনি।' তৃণমূল ব্লক সভাপতি বলেন, 'আমি শুনেছি ওই প্রধান নিজের পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি 'কমিউনিটি টয়লেট' নির্মাণের জন্য বরাদ্দ সরকারি টাকা দিয়ে নিজের বাড়িতে সেই টয়লেট তৈরি করাচ্ছেন। এই কাজ সম্পূর্ণ বেআইনি। আমরা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।' তবে এই 'অবৈধ' কাজের সপক্ষে অদ্ভুত যুক্তি পেশ করেছেন রোজিনা বেগম। তিনি বলেন, 'আমার বাড়ির পাশ দিয়ে পুলিশ- প্রশাসন স্থানীয় স্বয়ংভর গোষ্ঠীর বহু লোকজন বিভিন্ন কাজে যায়। এছাড়া বিভিন্ন কাজের জন্য রোজ প্রচুর মানুষ আমার বাড়িতে আসেন। তাদের সকলের সুবিধার জন্য আমার বাড়িতে এই সরকারি শৌচাগার তৈরি করা শুরু হয়েছে।' এলাকাবাসীর অভিযোগ সিপিএমের প্রতীকে জেতার পর থেকেই রোজিনা বেগমের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪ সালে কাবিলপুর এলাকায় দু'টো গভীর নলকূপ বসানোয় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা রুজু হয়। পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তপন আবেদীন (স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই অভিযোগ প্রধানের বকলমে তিনিই কাবিলপুর পঞ্চায়েত চালান) বলেন,' কাবিলপুর পঞ্চায়েত এলাকায় এই শৌচাগার তৈরির জন্য কোনও সরকারি জায়গা পাওয়া যায়নি , তাই আমাদের বাড়িতেই সরকারি শৌচাগার তৈরি করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'এর আগেও কাবিলপুর পঞ্চায়েতে সরকারি টাকায় নির্মিত শৌচাগার বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জমিতে তৈরি হয়েছে। কিন্তু তখন তো কেউ প্রশ্ন তোলেনি।' পঞ্চায়েত প্রধান রোজিনা বেগম বলেন,' আমার বাড়ির সামনে প্রায় ১৭ ফুট চওড়া একটি রাস্তা রয়েছে। কিন্তু সেই রাস্তা কোন দিক দিয়ে যাবে তা স্থির না হওয়ার কারণে সকলের সুবিধার জন্য এই সরকারি শৌচাগার আমার বাড়িতেই করা হচ্ছে। তবে সেখানে যাতে সকলের প্রবেশাধিকার থাকে সেইকারণে শৌচাগারের দরজা আমার বাড়ির ভেতরে না করে বাইরের দিকে করা হচ্ছে।' তিনি আরও দাবি করেন , 'আমার ব্যক্তিগত জমিতে সরকারি শৌচাগার তৈরির আগে পঞ্চায়েতের প্রায় সমস্ত সদস্য এবং বিডিও-র অনুমতি নিয়েছি।' যদিও পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন , 'ব্যক্তিগত জমিতে সরকারি শৌচাগার তৈরি হলেও এই জমির মালিকানা তিনি কোনওদিনই সরকার বা পঞ্চায়েতকে হস্তান্তর করবেন না।' তপনবাবু বলেন, 'আমার জমির বাজার মূল্য প্রায় ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা। দু-আড়াই লক্ষ টাকার টয়লেটের জন্য আমি কেন এই জমি সরকারকে দিতে যাব?' উল্টোদিকে ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিত সরকারি শৌচাগারের দরজা যদি কোনওদিন পঞ্চায়েত প্রধান বন্ধ করে দিতে চান তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন? সেই নিয়ে প্রশ্নও থেকে গেল।

ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তিন জোড়া ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন চালাবে

মালিগাঁও, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন উৎসব মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে (এনএফআর) নির্দিষ্ট গন্তব্যে (০৩) তিন জোড়া ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলির মধ্যে - ট্রেন নং ০৪১৯৫ /০৪১৯৬ (আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট - জোগবানি - আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট) ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ১১টি ট্রিপের জন্য চলবে। ট্রেন নং ০৫৯৭৮ /০৫৯৭৭ (ডিব্রুগড় - গোরখপুর- ডিব্রুগড়) ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ৭টি ট্রিপের জন্য এবং ট্রেন নং ০৫৭৩৬/০৫৭৩৫ (কাটিহার - অমৃতসর - কাটিহার) ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত উভয়দিক থেকে ৭টি ট্রিপের জন্য চলবে। একই ভাবে, ট্রেন নং ০৪১৯৫ (আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট - জোগবানি) স্পেশাল ট্রেন

প্রতি শুক্রবার ০৫.০০ টায় আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছেড়ে (২৬.০৯.২৫ ব্যতীত), শনিবার ১৮.৪৫ টায় জোগবানি পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ট্রেন নং ০৪১৯৬ (জোগবানি - আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট) স্পেশাল ট্রেন প্রতি শনিবার ২১.০০ টায় জোগবানি থেকে ছেড়ে (২৭.০৯.২৫ ব্যতীত), সোমবার ০৭.১০ টায় আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছাবে। ট্রেন নং ০৫৯৭৮ (ডিব্রুগড়- গোরখপুর) স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বুধবার ডিব্রুগড় থেকে ০৯.১০ টায় ছেড়ে (২৪.০৯.২৫ ব্যতীত), পরের দিন ১৯.০০ টায় গোরখপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ট্রেন নং ০৫৯৭৭ (গোরখপুর- ডিব্রুগড়) স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বৃহস্পতিবার গোরখপুর থেকে ২১.৩০ টায় ছেড়ে (২৫.০৯.২৫ ব্যতীত), শনিবার ১০.৩০ টায় ডিব্রুগড়ে পৌঁছাবে। ট্রেন নং ০৫৭৩৬ (কাটিহার - অমৃতসর) স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি বুধবার ২১.০০ টায় কাটিহার থেকে ছেড়ে (২৪.০৯.২৫ ব্যতীত), শুক্রবার ০৯.৪৫ টায় অমৃতসরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ট্রেন নং ০৫৭৩৫ (অমৃতসর - কাটিহার) স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি শুক্রবার ১৩.২৫ টায় অমৃতসর থেকে ছেড়ে (২৬.০৯.২৫ ব্যতীত), শনিবার ২৩.৪৫ টায় কাটিহারে পৌঁছাবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ এবং সময় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও তা জানানো হচ্ছে। যাত্রীদের যাত্রা শুরু করার আগে বিস্তারিত তথ্য দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এসএসবির জালে ৩ বাংলাদেশি

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি থেকে গ্রেফতার ৩ বাংলাদেশের নাগরিক। গত দু'মাসে এই নিয়ে মোট ১৪ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এসএসবির জালে ধরা পড়ল। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দিল্লিতে তৈরি ভারতীয় ভোটার কার্ড। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের কাঁদমনিজোত ই-কোম্পানির জওয়ানদের একটি দল খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্ত লাগোয়া ময়নাগুড়িজোত গ্রাম থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে ৩ জনকে আটক করে। ধৃতদের কথাবার্তায় অসঙ্গতি মেলায় ধৃতদের কাঁদমনিজোত এসএসবি ক্যাম্পে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ জেরা করা হয়। এসএসবি সূত্রে জানা গেছে, ধৃতরা একই পরিবারের সদস্য। সম্পর্কে পিতা-পুত্র। এদের প্রত্যেকে নাম বদলে বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে বসবাস শুরু করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তাদের নাম অমল চন্দ্র রায়, গৌতম চন্দ্র রায় ও প্রীতম চন্দ্র রায়। অমল চন্দ গৌতম ও প্রীতমের বাবা বলে জানা গেছে।

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, শ্রী সুকেশ রায়, পিতা: সুধীর রায়, সাং: জেঠীয়া, থানা: বীজপুর, পিন ৭৪৩১৩৫, মহাশয় বিগত ইংরাজী ১৯/০২/২০২৪ তারিখে নৈহাটী এ. ডি. এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫১৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিম্ন বর্নিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের অন্দরে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নির উল্লেখ আছে (যার নং ৫৮৮/২০১৯ তাং ১৬/০৮/২০১৯) এবং আমমোক্তার শ্রী অসীম ভৌমিক, পিতা মৃত রসিক লাল ভৌমিক। নিম্নের তপশীল সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B. L & L. R. O, BKP-I, Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজ পত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না। -: **তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরন:-** জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, থানা: বীজপুর, এ. ডি. এস আর অফিস নৈহাটীর হাবেলি শহর পরগনার অর্ন্তগত জেঠীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জেঠীয়া মৌজায়, জে. এল নং ১৬, এল, আর জরিপে ৩০৪৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ও এল আর দাগ নং ১০৭৬, জমির পরিমান ০৩৪৮ শতক।

Gouranga Ch. Das (Advocate)
Barrackpore Court.

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, শ্রীমতী ঝর্না রায়, স্বামী: সুভাষ রায়, সাং: নবীন পল্লী, পো: কাঁচরাপাড়া, পিন ৭৪৩১৪৫, মহাশয় বিগত ইংরাজী ০৫/০৪/২০২৩ তারিখে নৈহাটী এ. ডি. এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৫৩৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিম্ন বর্নিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের অন্দরে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নির উল্লেখ আছে (যার নং ৫৪৬৪/২২, তাং ২৪/০১/২০২২) এবং আমমোক্তার শ্রী সঞ্জয় বোস, পিতাঃ নিমাই বোস। নিম্নের তপশীল সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B. L & L. R. O, BKP-I, Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজ পত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না। -: **তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরন:-** জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, থানা: বীজপুর, এ. ডি. এস আর অফিস নৈহাটীর হাবেলি শহর পরগনার অর্ন্তগত জেঠীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জেঠীয়া মৌজায়, জে. এল নং ১৬, এল. আর জরিপে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬২ নং খতিয়ান ভুক্ত ও এল, আর দাগ নং ৮৯০, জমির পরিমান .০৩৩০ শতক।

Gouranga Ch. Das (Advocate)
Barrackpore Court.

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, শ্রীমতী মধুপর্না দে, পিতা: রামচন্দ্র দে, সাং: মিত্রপাড়া রোড, থানা: নৈহাটী, পিন ৭৪৩১৬৫, মহাশয় বিগত ইংরাজী ২৭/১২/২০২৪ তারিখে নৈহাটী এ. ডি. এস আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১১৯২১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নিম্ন বর্নিত সম্পত্তির মালিক চিহ্নিত হন, উক্ত দলিলের অন্দরে পাওয়ার অফ এ্যাটর্নির উল্লেখ আছে (যার নং ৩০১/২০১৩ ও ১৭৭/২০০৪, তাং ২৬/০৬/২০১৩ ও ০৭/০৫/০৪) এবং আমমোক্তার শ্রী সুকুমার মন্ডল, পিতা মৃত কৃষ্ণ চন্দ্র মন্ডল। নিম্নের তপশীল সম্পত্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B. L & L. R. O, BKP-I, Shyamnagar অফিসে উপযুক্ত কাগজ পত্র সহ উপস্থিত হইবেন, অন্যথায় কোন প্রকার আপত্তি মঞ্জুর হইবে না। -:**তপশীল বর্নিত সম্পত্তির বিবরন:-** জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, থানা: বীজপুর, এ. ডি. এস আর অফিস নৈহাটীর হাবেলি শহর পরগনার অর্ন্তগত কাঁপা চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চেন্দুয়া মৌজায়, জে. এল নং ১৮, এল আর জরিপে ৯৩ নং খতিয়ান ভুক্ত ও এল আর দাগ নং ৩৪৯ ও ৩৪৬, জমির পরিমান .০২৫৭ শতক।

Gouranga Ch. Das (Advocate)
Barrackpore Court.

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ব্লু লাইনে শহিদ ক্ষুদিরাম এবং দমদম স্টেশনের মধ্যে পরীক্ষামূলক বিশেষ রাত্রিকালীন মেট্রো চলাচল ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ (বুধবার) থেকে স্থগিত করা হবে

কবি সুভাষ স্টেশন বন্ধ থাকায় এবং পরিচালনাগত কারণ ও রক্ষণাবেক্ষণজনিত সমস্যার কারণে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা পর্যন্ত ব্লু লাইনে দমদম এবং শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের মধ্যে ২২.৪০ ঘ.-তে বিশেষ পরীক্ষামূলক মেট্রো পরিষেবা ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ (বুধবার) থেকে চালানো সম্ভব হবে না। যাত্রীদের অসুবিধার কারণে আন্তরিক দুঃখিত। সকল যাত্রীদের মেট্রো রেলওয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫১২২৬ডব্লু১৯৮২পিএলসি০৩৫৪৬৭
রেজি. অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং. জি২
কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, যোগাযোগঃ +৯১ ৯০৭৩৯৮০৮৩১
ইমেলঃ dantavyapar@hotmail.com / ওয়েবসাইটঃ www.dantavyapar.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স **দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেডের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ১.০০ টায়** কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি২, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ২৭শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখের এজিএম নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধক এবং স্থানান্তর বই **১৮.০৯.২০২৫** থেকে **২৪.০৯.২০২৫** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কোম্পানিটি ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের একটি অনুলিপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের কাছে ডাকযোগে প্রেরণ/প্রেরণ করেছে।

কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তে ইলেকট্রনিকভাবে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য সদস্যদের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত এবং https://www.evoting.nsdl.com/ এ উপলব্ধ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।

সকল সদস্যকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যেঃ

ক) রিমোট ই-ভোটিং ২১.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
খ) যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা উপলব্ধ করা হবে।
গ) রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ ১৭.০৯.২০২৫।
ঘ) নোটিশ প্রেরণের পর এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৭.০৯.২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন, তিনি evoting@nsdl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-তে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঙ) ই-ভোটিং, ব্যালট ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা নোটিশে প্রদত্ত ভোটদানের নির্দেশাবলী উল্লেখ করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in অথবা dantavyapar@hotmail.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.dantavyapar.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com/ এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ, অর্থা সিএসই (https://www.cse-india.com/) তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- **(ইতি ভোটিকা)**
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে

দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণভাবে লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড) দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধানের অধীনে যে **কর্পোরেট দেনাদার মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে,** সিআইএন সহ U01222WB1973PLC029137 এর নিবন্ধিত অফিস পোস্ট-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১২৬০১-এর ই-নিলামের মাধ্যমে Going Concern হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) নিয়মাবলী, ২০১৬ নীচে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং পদ্ধতির অধীনে। কর্পোরেট দেনাদারকে ''যেমন আছে সেখানে যেমন আছে, যাই আছে এবং কোনও উপায় নেই'' এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে কারণ এই ধরনের বিক্রি কোনো প্রকার ওয়্যারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। ই-নিলামটি https://baanknet.com দ্বারা পরিচালিত হবে এবং www.bidboli.com-এর মাধ্যমেও তালিকাভুক্তবাজার করা হতে পারে। ই-নিলাম **মঙ্গলবার, অক্টোবর ০৭, ২০২৫ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০টে** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

১	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ https://baanknet.com ২. মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মঃ www.bidboli.com ৩. তারিখ এবং সময়ঃ **মঙ্গলবার, অক্টোবর ০৭, ২০২৫ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ টে পর্যন্ত** ৪. ই-নিলামের ৮ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৮ মিনিট বাড়ানো হবে যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ৮ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়।
২	বিস্তারিত	**সম্পূর্ণ কর্পোরেট দেনাদার মেসার্সের বিক্রয়। আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - একটি অগ্রগতি উদ্বেগ হিসাবে লিকুইডেশনে** **বিক্রয়টি সেই সম্পদগুলিকে বাদ দেবে যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদাররা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ উপলব্ধি করতেবেছে নিয়েছে এবং তাই লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়।**
৩	রিজার্ভ মূল্য	৬৮,৭৯,৭৯,৮৯৯.০০/- টাকা (আটষট্টি কোটি উনআশি লক্ষ উনআশি হাজার আটশ নিরানব্বই টাকা) শুধুমাত্র
৪	বায়না টাকা জমা	৩,৪৩,৯৯,০০০.০০/- টাকা (তিন কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ নিরান্নব্বই হাজার টাকা) শুধুমাত্র
৫	বিড ইনক্রিমেন্ট	১০,০০,০০০.০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৬	ই-নিলামে অংশগ্রহণ হবে	১. সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই **প্রসেস মেমোরেন্ডামে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ নিম্নস্বাক্ষরিত ইমেল করার পরে উপলব্ধ করা** ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী বায়না জমা (ইএমডি) একটি পূর্বশর্ত। ৩. একজন যোগ্য দরদাতা হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য একটি পূর্বশর্ত।
৭	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**শনিবার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৫**
৮	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	**বুধবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫**
৯	সম্পদ পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী করতে, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখুন। **বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৫, থেকে বুধবার, ০১ অক্টোবর, ২০২৫, সকাল ১১.০০ থেকে সন্ধ্যে ৬.০০টা পর্যন্ত যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।**
১০	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**শনিবার, ০৪ অক্টোবর, ২০২৫**

যেহেতু মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর বিধানের অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের **liquidator.ahl@decoderesolvency.com**-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের অন্য কোন উপায় বিনোদন দেওয়া হবে।
যোগ্য ব্রোকার /এজেন্টদের বিক্রয় মূল্যের ১ শতাংশ সাকসেস ফি প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
ডিকোড রিসলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
করেসপনডেন্স ইমেলঃ liquidator.ahl@decoderesolvency.com
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPE-0091/IPA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ০৩, ২০২৫

HOWRAH GASES LIMITED.
CIN:L24111WB1985PLC038480
Reg. Office: 1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2, Kolkata- 700 069, West Bengal,Contact No. +91 9830024305
E-Mail:howrahgasesltd@gmail.com, Website:www.howrahgases.com

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **40th Annual General Meeting (AGM)** of M/s Howrah Gases Limited will be held on Wednesday, 24th September, 2025 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at 1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2, Kolkata- 700 069, West Bengal to transact the business as set out in the notice of AGM dated 28th August, 2025.

The Registrar of the Members and Transfer Books of the Company will remain closed from **18.09.2025 to 24.09.2025** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

The Company has mailed/dispatched the copy of Notice of 40thAGM along with the Annual Report for the financial year ended March 31, 2025, to the Members of the Company on 01st September,2025.

The Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote electronically on all resolutions set out in the notice of AGM and has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) available at https://www.evoting.nsdl.com/.

All the Members are hereby informed that:

a) Remote e-voting will commence on 21.09.2025 at 9.00 A.M. and end on 23.09.2025 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
b) The facility for the casting the vote through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
c) The cut-off date for the purpose of remote e-voting is on 17.09.2025.
d) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date ie. 17.09.2025, may obtain the login ID and password by sending a request at the evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
e) In case of any queries or issues relating to e-voting, ballot voting the Shareholders may refer the voting instructions provided in Notice or write an email to evoting@nsdl.co.inor howrahgasesltd@gmail.comor contact at the Registered Office of the Company.

Notice of 40th Annual General Meeting and Annual Report for the year ended 31st March, 2025 are also available on the website of the Company, http://howrahgases.com/and NSDL's website at https://www.evoting.nsdl.com/and also available on Calcutta Stock Exchanges, i.e. CSE (https://www.cse-india.com/).

By Order of the Board of Directors
For **HOWRAH GASES LIMITED.**
Sd/-
(Ashish Pratihast)
Company Secretary & Compliance officer

Place: Kolkata
Date: 02nd September,2025.

রিচফিল্ড ফিনানসিয়াল লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৯ডব্লু১৯৯২পিএলসি০৫৫২২৪
২বি, গ্র্যান্ড লেন, দ্বিতীয় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
ইমেলঃ rfsl.nbfc@gmail.com /Secretarial©rfsl.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.rfslco.in

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি-বার্ষিক সাধারণ সভার ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টা (ভারতীয় মান সময়) ভিডিও কনফারেন্স/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই') কর্তৃক জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং সাধারণ সার্কুলার অনুসারে সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই) (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ') কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') এর সাথে পঠিত, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখের একই বিষয়ে এমসিএ কর্তৃক পূর্বে জারি করা সার্কুলার ('এমসিএ সার্কুলার') এবং এসইবিআই এর সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD/2/P/CIR/2024/133 তারিখের ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের একই বিষয়ে আগে জারি করা সার্কুলার সহ পঠিত, এর বিধান মেনে, শেয়ারহোল্ডারদের এজিএম ভেন্যুতে শারীরিকভাবে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই এবং এজিএম 'ভিসি' বা 'ওএভিএম' এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে পারে। অতএব, শেয়ারহোল্ডাররা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে ৩৩তম এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩।

৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি/কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত, উক্ত সার্কুলার অনুসারে। একই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে।

সদস্যদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে কোম্পানি তাদের উপরোক্ত নথিগুলির প্রকৃত কপি সরবরাহ করবে না। তবে তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(খ) বিধি অনুসারে, ওয়েব-লিঙ্ক, সঠিক পথ সহ, যেখানে বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যারা কোম্পানির সাথে বা কোনও ডিপোজিটরিতে বা কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (গুলি) নিবন্ধিত করেননি।

সেই অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি সহ বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে সেই ওয়েব-লিঙ্কটি এখানে দেওয়া হলঃ https://rfsl.co.in/inverstor-information/.

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং প্রবিধান এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১০৮ ধারা, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর ২০ নং প্রবিধানের সাথে পঠিত, মেনে চলে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে অথবা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা, ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায় ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে, বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বিস্তারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভৌত আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (এখানে 'আরটিএ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সকল সদস্যদের অবগত করা যাচ্ছে যেঃ

ক. ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।
খ. রিমোট ই-ভোটিং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯.০০টা) থেকে শুরু হবে।
গ. রিমোট ই-ভোটিং ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০টা) পর্যন্ত শেষ হবে।
ঘ. ই-ভোটিংয়ের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫। নোটিশ প্রেরণের পরে যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি nichetechpl.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঙ. যেসব সদস্যের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে তাদের মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য লগ ইন এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন, নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেঃ
১. প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) কোম্পানির ইমেল ঠিকানা rfsl.nbfc@gmail.com অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে nichetechpl.com ঠিকানায় জমা দিন।
২. ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য - অনুগ্রহ করে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিবরণ (সিডিএসএল-১৬-সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি বা এনএসডিএল-১৬-সংখ্যার পিডিআইডি+সিএলআইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের কপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) কোম্পানিকে rfsl.nbfc@gmail.com ইমেল ঠিকানায় অথবা আপনার সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি)) এর মাধ্যমে প্রদান করুন। এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি evotingnsdl.com ইমেল ঠিকানায় একটি ইমেল লিখতে পারেন।
চ. ভোট দেওয়ার যোগ্য সদস্যরা মনে রাখবেন যেঃ
অ) ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার বিকেল ৫.০০টার পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না
আ) বার্ষিক সাধারণ সভার আগে যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না, এবং
ই) যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নির্দিষ্ট তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
ঈ) যদি কোন সদস্য উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোটদান প্রাধান্য পাবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং বাতিল বলে গণ্য হবে।
ছ. কোম্পানিটি ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটগ্রহণ যাচাই-বাছাই করার জন্য মুরুগেসা নাইকার কমপ্লেক্স, নং ৮১, গ্রিমস রোড, চেন্নাই-৬০০০০৬-এ অবস্থিত মেসার্স লক্ষ্মী সুব্রহ্মণ্যম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিদের নিযুক্ত করেছে।
জ. ই-ভোটিংয়ের ফলাফল কোম্পানি তার ওয়েবসাইট www.rfsl.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.in-এ ঘোষণা করবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
রিচফিল্ড ফিনানসিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/-
শ্রী ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুট্টি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫

দ্য বিজয়নগর টি কোম্পানি লিমিটেড
(CIN: L01132WB1925PLC005088)
নিবন্ধিত অফিসঃ ১১, সরকার প্রেস ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির ১০০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১০ টায় ১১, সরকার প্রেস ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯ এ অনুষ্ঠিত হবে।

তাছাড়া, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং SEBI (তালিকাভুক্ত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
এস. ঘোষ
পরিচালক

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২২.০৮.২০২৫

উশিতা ট্রেডিং অ্যান্ড এজেন্সি লিমিটেড
CIN:L51109WB1983PLC035659
নিবন্ধিত অফিসঃ ৫৩, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ
ফোনঃ(০৩৩)৪২১১ ১৬৮৮
ইমেলঃ ushitatrading1983@gmail.com

বোর্ড সভার ফলাফল

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৪৭ নং রেগুলেশন অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মঙ্গলবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত সভায় ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং গ্রহণ করেছে।
উশিতা ট্রেডিং অ্যান্ড এজেন্সি লিমিটেডের জন্য
স্বা/-শান্তনু বোস
(পরিচালক)
DIN: 03316428

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫

শুভ লাভ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN: L65993WB1980PLC033083
নিবন্ধিত অফিসঃ সিলভার ক্রস, ১ম তলা, ১২ বি. বি. ডি. বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইলঃ shubhlabhinvestmentsltd@gmail.com
shubhlabhinvestmente@gmail.com

বোর্ড সভার ফলাফল

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৪৭ নং রেগুলেশন অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ মঙ্গলবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত সভায় ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং গ্রহণ করেছে।
শুভ লাভ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা /- নরসিংহ রাম আগরওয়াল
(পরিচালক)
DIN: 08350881

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫

Office of the SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

NIeT No- 15/SGP/15th CFC/25-26 Memo no-302(1)/SGP/25-26, Date: 02.09.2025. Date of issue tender paper(online) **02.09.2025 from 6.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper(Online): **02.09.2025 up to 6.00 pm.** Date of Technical Bid opening(Online) **11.09.2025 up to 6.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 795/SBM/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_897725, Date: 02.09.2025
Notice Inviting E-Tender No. 796/15TH/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_897723, Date: 02.09.2025

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: 15th FC & SBM. Date of Start of downloading the documents from **12.09.2025 at 6.30 PM**. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **10.09.2025 at 2.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid(Online) on **12.09.2025 at 2.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

Falta Gram Panchayat
PO & PS: Falta, Dist:- South 24 Parganas

E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 15 th FC 2 nd Instalment 2024-2025 (Tied Fund) NIT No:- 01 – Water Supply System – 1 no. – Rs. 28318.00 (without GST) Tender Notice date: **02/09/2025**, Tender published Date: **03-09-2025 at 3.00 PM.** Document download start date: **03-09-2025 at 3.00 P.M.**, Document download end date: **10-09-2025 at 1.00 PM.** Bid submission Start Date: **03-09-2025 at 3.00 P.M.**, Bid Submission end date: **10-09-2025 at 1.00 P.M.** Technical Bid Opening Date: **12-09- 2025 at 2.00 P.M.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Falta Gram Panchayat

KILBURN ENGINEERING LTD.
CIN : L24232WB1987PLC042956
Regd. Office: Unit No. 1901, 19th Floor, Biowonder - Block A, 789, Anandapur, Kolkata – 700 107. TEL: 033-6904 5700
E-Mail: cs@kilburnengg.com; Website: www.kilburnengg.com

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যেঃ

১. কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের (কোম্পানি) শেয়ারহোল্ডারদের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করা যায়। ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০ /২০২০ তারিখের সাথে পঠিত পরবর্তী সময়ে জারি করা সার্কুলার, সর্বশেষটি হল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ /২০২৪ (সম্মিলিতভাবে MCA সার্কুলার নামে পরিচিত), এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) কর্তৃক জারি করা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখের সাথে সম্মতি রেখে, এই বিষয়ে SEBI কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে SEBI সার্কুলার নামে পরিচিত) সহ, কোম্পানিগুলিকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ে (OAVM) বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কোনও সাধারণ স্থানে শেয়ারহোল্ডারদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। অতএব, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিসি'র মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায় ৩৭ এজিএম।

২. ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মোডে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন এবং একটি চিঠি যা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এমন সদস্যদের বার্ষিক প্রতিবেদনের সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন), SEBI (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (তালিকাবদ্ধকরণের নিয়মাবলী) প্রযোজ্য MCA সার্কুলার এবং SEBI সার্কুলারের সাথে পঠিত বিধান অনুসারে। নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kilburnengg.com-এ পাওয়া যাবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ vii-এর ওয়েবসাইট, বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং ডিপোজিটরি অর্থাৎ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও অ্যাক্সেস করা যাবে।

৩. কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (সংশোধিত) এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় মান এবং সংশোধিত তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪৪-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস করার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনঃদিত। কোম্পানিটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে, যা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোট দেওয়ার পাশাপাশি বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে।

৪. কাট-অফ তারিখে, অর্থা ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ভৌত মোডে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডাররা সিডিএসএলের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায় ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

৫. সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যেঃ
i. বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।
ii. বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হবে বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
iii. কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
iv. দূরবর্তী ই-ভোটিং সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা IST) থেকে শুরু হবে।
v. দূরবর্তী ই-ভোটিং বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা IST) পর্যন্ত শেষ হবে।
vi. ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ভারতীয় সময় বিকেল ৫.০০ টার পর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
vii. শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যেঃ
ক. শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পর, শেয়ারহোল্ডার পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না
খ. এজিএম চলাকালীন ভোটদানের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকা শেয়ারহোল্ডাররা, যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন
গ. এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়া শেয়ারহোল্ডাররাও এজিএমে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং
ঘ. শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের নাম যাদের নাম শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে, তারাই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন
viii. ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী এবং ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তীভাবে ভোটদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
ix. ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী এবং তাদের KYC বিবরণ আপডেট না করা শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে তাদের ডিপোজিটরিতে ইমেল আইডি এবং অন্যান্য KYC বিবরণ নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী এবং তাদের KYCবিবরণ আপডেট না করা শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ইমেল, ব্যাংক অ্যাকাউণ্টের বিবরণ এবং অন্যান্য KYC বিবরণ আপডেট করার জন্য www.kilburnengg.com থেকে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ ফর্ম ISR-1 জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA), মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে। আপনাকে যথাযথভাবে দাখিল করা ফর্মটি mdpldc@yahoo.com/contact@mdplcorporate.com ঠিকানায় ইমেল করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এর ফলে শেয়ারহোল্ডাররা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী, ভিসির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণের নির্দেশাবলীর ইলেকট্রনিক কপি গ্রহণ করতে পারবেন এবং তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশের ইলেকট্রনিক ক্রেডিট গ্রহণ করতে পারবেন। যেসব শেয়ারহোল্ডার তাদের লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য ব্যাংক ম্যান্ডেট নিবন্ধন করতে চান তারা কীভাবে তাদের লভ্যাংশ গ্রহণের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
x. ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগ বা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সময় অসুবিধা সমাধানের জন্য দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণঃ
নাম ই-মেইল ঠিকানা ফোন নম্বর
১. CDSL helpdesk.evoting@cdslindia.com (033) 3297 4880/1800225533
খট. বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি www.kilburnengg.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৬. চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের রেকর্ড তারিখ হল ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার সময় শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, চূড়ান্ত লভ্যাংশ ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের জন্য
স্বা।--অরবিন্দ বাজোরিয়া
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫
স্থানঃ মুম্বই

ভয়াবহ বন্যায় কার্যত 'নরক' পাকিস্তান, শুধুমাত্র খাইবার পাখতুনখোয়ায় বন্যায় মৃত্যু হয়েছে ৪০৬ জনের

ইসলামাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর ঃ প্রকৃতির রোষে কি অবস্থা হয়েছে পাকিস্তানের। কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে। গত জুন মাস থেকে এখনও পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির জেরে হড়পা বান, ভূমিধসের পাশাপাশি ডুবে গিয়েছে পাকিস্তানের বড় অংশ। রেকর্ড বন্যার জেরে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। পাকিস্তানের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের রিপোর্ট বলছে, গত ২৬ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত দুর্যোগের জেরে দেশে মৃত্যু হয়েছে ৮৫৪ জনের। আহত এক হাজার ১০০ জন। ঘরছাড়া হয়েছেন ২০ লক্ষের বেশি মানুষ।পাক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভয়াবহ বৃষ্টির কবলে পড়েছে পাকিস্তান। যার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। গত ৪০ বছরের মধ্যে এত ভয়াবহ বন্যা পাকিস্তানে দেখা যায়নি। অজস্র গ্রাম চলে গিয়েছে জলের নিচে। হাজার হাজার একর ক্ষেত্রে ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবের সম্প্রচার মন্ত্রী আজাম বুখারি বলেন, শুধু পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যার জেরে প্রভাবিত হয়েছেন ২০ লক্ষের বেশি মানুষ। তবে উদ্ধারকাজে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। বন্যা কবলিত অঞ্চল থেকে ৭ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৫ লক্ষের বেশি গবাদি পশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতেও গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো জারি হয়েছে বৃষ্টির প্রকোপ। রিপোর্ট অনুযায়ী লাহোর, হাফিজাবাদ এবং মুলতান জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০ মিমি-র বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। কমপক্ষে চারটি জায়গায় ১২০ মিমি-রও বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সিন্ধুর শাখা নদী চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ভাসিয়ে দিয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। দুর্যোগের জেরে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে খাইবার পাখতুনখোয়ায়। শুধুমাত্র

এই প্রদেশে হড়পা বান ও অন্যান্য দুর্যোগে মৃত্যু হয়েছে ৪০৬ জনের। পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি জনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয় পাঞ্জাব প্রদেশকে। গত এক সপ্তাহে ভয়ংকর বন্যার কারণে এই প্রদেশের ১৭০০ গ্রাম জলের নিচে চলে গিয়েছে। রেহাই পায়নি শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কর্তারপুর। সম্প্রতি জলমগ্ন কর্তারপুর সাহেবের ভিডিও ও ছবি ভাইরাল হয়েছে। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে লাহোরের ডেপুটি কমিশনার সৈয়দ মুসা রাজা বলেন, ৩৮ বছর পর এই প্রথম বন্যায় ডুবল লাহোর। ১৯৮৮ সালে এখানে শেষবার বন্যা হয়েছিল। তাঁর দাবি, প্রবল বৃষ্টিপাতের সঙ্গে পাশাপাশি ভারত অতিরিক্ত জল ছাড়ার জেরে পূর্বাঞ্চলের তিন নদী শতদ্রু, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা ভয়াবহ আকার নিয়েছে।এর আগে পাকিস্তানের বন্যার জন্য সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন পাক মন্ত্রী আহসান ইকবাল। তিনি অভিযোগ করেন, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জল অস্ত্র ব্যবহার করছে। যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাকিস্তানে শুরু হয়েছে, তার মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না শুধুমাত্র প্রতিবেশীর সহযোগিতায়। ভারতের উচিত ছিল, বিষয়টিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রে এর মোকাবিলা করা। কিন্তু তা না করে তারা হঠাৎ ভয়ংকরভাবে জল ছাড়ছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে জল অস্ত্র প্রয়োগ করছে তারা। যদিও সূত্রের খবর প্রতিবার জল ছাড়ার আগে পাকিস্তানকে আগাম বার্তা পাঠানো হয়েছে ভারতের তরফে। কিন্তু তারা তা পরোয়া করে নি। উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তির উপর স্থগিতাদেশ। পূর্বে সিন্ধু জল কমিশনের মাধ্যমে জল ছাড়ার বিষয়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হত। তবে জল ছাড়ার পূর্বে এখনও পাকিস্তানকে সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে সূত্র মারফৎ। সেই মতো আড়াই লক্ষের বেশি মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পাকিস্তানের তরফে। চলছে উদ্ধারকাজও। এদিকে রিপোর্ট বলছে, পাঞ্জাব প্রদেশের পাশাপাশি গোটা পাকিস্তানে বন্যা পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে। বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে সেখানে তখন ৪০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে খবর মিলেছিল।

তিয়ানজিনে মোদী-পুতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, আলোচনা নানা বিষয়ে

তিয়ানজিন, ২ সেপ্টেম্বর ঃ চিনের তিয়ানজিনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমি সবসময় অনুভব করি, আপনার সাক্ষাৎ একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আমরা অনেক বিষয়ে তথ্য বিনিময় করার সুযোগ পাই। আমরা নিয়মিত যোগাযোগে রয়েছি। নিয়মিতভাবে দুই পক্ষের মধ্যে অনেক উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। ১৪০ কোটি ভারতীয়রা এই বছরের ২৩ ডিসেম্বরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আপনার প্রতিফলনের জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমরা ইউক্রেনের চলমান সংঘাত নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা করছি। আমরা শান্তির জন্য সাম্প্রতিক সকল প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি, সমস্ত পক্ষ গঠনমূলকভাবে এগিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংঘাতের অবসান ঘটাতে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে বের করতে হবে। এটি সমগ্র মানবতার আহ্বান। এদিন এসসিও বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী ও পুতিন একই গাড়িতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

ভূমিকম্পে ভয়ংকর বিপর্যয় আফগানিস্তানে! মৃত ৬০০-র বেশি, আহত হাজার

২ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার রাতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান। ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৬০০ ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৩। ভূমিকম্পের পরে একাধিক আফটারশকে কেঁপে ওঠে দিল্লি, পাকিস্তান-সহ অন্যান্য বেশ কিছু দেশ। জানা গিয়েছে, এই ভূমিকম্পের রেশ তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারত পর্যন্ত অনুভূত হয়েছে। মাটি থেকে মাত্র আট কিলোমিটার গভীরে ছিল এই ভূমিকম্পের উৎস। ভূপৃষ্ঠের এত কাছে উৎস হওয়ায় এর প্রভাব ধ্বংসাত্মক হয়েছে আফগানিস্তানে। পাশাপাশি এটাও মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কিছুদিন আগে কুনার প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সেই এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। বন্যায় বহু পরিকাঠামো এবং রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় ধস নামার ফলে উদ্ধারকারী দলের সেই এলাকায় পৌঁছাতে অসুবিধা হয়। তারপরেই রবিবারের কম্পনে বিপর্যস্ত বিশাল এলাকা। আফগানিস্তানের সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫০০ জন আহত হয়েছেন। কিন্তু আফগানিস্তানের সরকারি রেডিও টেলিভিশন আফগানিস্তান (আরটিএ) জানিয়েছে যে ভূমিকম্পে

৬০০ জন নিহত হয়েছেন এবং ১,০০০ জন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, জালালাবাদের ২৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই অঞ্চলটি প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চল। সেই কারণে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আফগানিস্তানের সরকারি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, স্থানীয় হাসপাতালগুলিকে সহায়তা করার জন্য আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ৩০ জন ডাক্তার এবং ৮০০ কেজি (১,৭৬৪ পাউন্ড) ওষুধ কুনার প্রদেশে পাঠিয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রকের প্রধান তালিবান নেতা মোল্লা নুরউদ্দিন তুরাব উদ্ধারকাজের তদারকি করতে কুনারে পৌঁছেছেন।রবিবার রাতে ১১টা ৪৭ নাগাদ ভূমিকম্প হয় বলে জানা গিয়েছে। জালালাবাদের উত্তরপূর্বে, ২৭ কিলোমিটার দূরে নানগাহার প্রদেশে কম্পন শুরু হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বেশিরভাগ মানুষ। প্রসঙ্গত, ইউরেশিয়ান এবং ভারতীয় টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থলের কাছে, হিংদুকুশ অঞ্চলে অবস্থানের কারণে আফগানিস্তান অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ। ২০২৩ সালের অক্টোবরেও ৬.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে পশ্চিম আফগানিস্তানে। সেই ঘটনায় প্রায় ২০০০ জনের মৃত্যু হয়।

উত্তর-পূর্ব রেল আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ০২ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, রেল প্রশাসন ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার গোরখপুর থেকে গোমতী নগর হয়ে ০৫৩১৪ / ০৫৩১৩ গোমতী নগর-মাহবুবনগর-গোমতী নগর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন এবং ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার মেহবুবনগর থেকে ৬টি ট্রিপের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে।০৫৩১৪ গোমতী নগর-মেহবুবনগর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ০২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার গোমতী নগর থেকে ০০.১৫ ঘটিকায় ছাড়বে এবং ০১.০৫ মিনিটে বারাবাঙ্কি, ০১.৫০ মিনিটে বুধওয়াল, ০৩০ ০৩০ মিনিটে গোমতী নগর, ০৩০ টায় বারাবাঙ্কিতে পৌঁছাবে। ০৬.২৫ টায় গোরখপুর, ০৭.৩৭ টায় দেওরিয়া সদর, ০৯.০০ টায় ভাটনি, ১০.৩০ টায় মৌ, ১১.৫৭ টায় আউন্ডিহার, বারাণসী জং। এটি জবলপুর থেকে দুপুর ১.৩৫ মিনিটে, মির্জাপুর থেকে দুপুর ১.৫০ মিনিটে, প্রয়াগরাজ ছেওকি থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে, মানিকপুর থেকে রাত ২০.০০ মিনিটে, সাতনা থেকে রাত ২১.১৫ মিনিটে, কাটনি থেকে রাত ২২.৩৫ মিনিটে, পরের দিন জবলপুর থেকে ০০.৩০ মিনিটে, বালাঘাট থেকে রাত ৪.৩৫ মিনিটে, গোন্ডিয়া থেকে রাত ৫.২৫ মিনিটে, বলহারশা থেকে রাত ১০.০৫ মিনিটে, সিরপুর কাগজনগর থেকে রাত ১০.৫৭ মিনিটে, বেল্লামপল্লি থেকে রাত ১১.৩২ মিনিটে, রামগুন্ডাম থেকে রাত ১২.০১ মিনিটে, কাজিপেট থেকে রাত ১.২৭ মিনিটে, মালকাজগিরি থেকে রাত ১.২২ মিনিটে, কাচিগুড়া থেকে রাত ১.০০ মিনিটে, উমদানগর থেকে রাত ১.৪১ মিনিটে, শাদনগর থেকে রাত ১.১৬ মিনিটে এবং জাদচরলা থেকে রাত ১.৫২ মিনিটে ছাড়বে। এবং মাহবুবনগরে পৌঁছাবো ১৯.১০ মিনিটে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫৩১৩ মাহবুবনগর-গোমতী নগর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি সোমবার রাত ১২.১০ মিনিটে মাহবুবনগর থেকে ছেড়ে যাবে এবং জাদচেরলা পৌঁছাবে রাত ১২.৩০ মিনিটে, শাদনগর পৌঁছাবে রাত ২৩.০৫ মিনিটে, উমদানগর পৌঁছাবে রাত ২৩.৩৫ মিনিটে, পরের দিন কাচিগুড়া থেকে ০০.২০ মিনিটে, মালকাজগিরি পৌঁছাবে ০০.৫২ মিনিটে, কাজিপেট পৌঁছাবে ০৩.৪২ মিনিটে, রামগুন্ডাম পৌঁছাবে ০৫.১২ মিনিটে, বেল্লামপল্লি পৌঁছাবে ০৫.৪২ মিনিটে, সিরপুর কাগজনগর পৌঁছাবে ০৬.১৭ মিনিটে, বলহারশাহ পৌঁছাবে ০৭.৩৫ মিনিটে, গোন্ডিযা পৌঁছাবে ১১.৫০ মিনিটে, বালাঘাট পৌঁছাবে ১২.৩০ মিনিটে, জবলপুর পৌঁছাবে ১৫.২৫ মিনিটে, কাটনি পৌঁছাবে ১৭.০০ মিনিটে, সাতনা পৌঁছাবে ১৮.২০ ঘন্টা, মানিকপুর ১৯.২০ ঘন্টা এটি প্রযাগরাজ ছেওকি থেকে ১৯.৩২ ঘন্টা, প্রযাগরাজ ছেওকি থেকে ২২.৩৫ ঘন্টা, মির্জাপুর থেকে ২৩.৫২ ঘন্টা, তৃতীয় দিনে বারাণসী জংশন থেকে ০২.২৫ ঘন্টা, আউন্ডিহার থেকে ০৩.৩৭ ঘন্টা, মাউ থেকে ০৪.৪৫ ঘন্টা, ভাটনি থেকে ০৬.১২ ঘন্টা, দেওরিয়া সদর থেকে ০৭.৩৪ ঘন্টা, গোরখপুর থেকে ০৮.৫০ ঘন্টা, বাস্তি থেকে ০৯.৫৩ ঘন্টা, গোন্ডা থেকে ১২.১০ ঘন্টা, বুড়ওয়াল থেকে ১.১৫ ঘন্টা এবং বারাবাঁকি থেকে ১৪.০৫ ঘন্টায় ছেড়ে গোমতী নগরে পৌঁছাবে এবং ১৫.০০ ঘন্টায় পৌঁছাবে।এই ট্রেনটিতে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভেহিকেল, এল.এস.এল.আর.ডি. রয়েছে। মোট ২২টি কোচ স্থাপন করা হবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি এসি ১ম, ০৭টি স্লিপার ক্লাস, ০৪টি জেনারেল ২য় ক্লাস, ০১টি এসি ২য় ক্লাস, ০৮টি এসি ৩য় ইকোনমি ক্লাস।

সহযোগিতা মন্ত্রকের গৌরবময় চার বছরের যাত্রাসহযোগিতায় ৬০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

২ সেপ্টেম্বর ঃ সহযোগিতা মন্ত্রকের গৌরবময় চার বছরের যাত্রাসহযোগিতায় ৬০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন সহযোগিতা মন্ত্রক গঠনের পর গত চার বছরে এই ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অগ্রগতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সহকার থেকে সমৃদ্ধি সংকল্প পূরণে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ কোনও প্রচেষ্টার ঘাটতি রাখেননি। নতুন সহযোগিতা মন্ত্রক গঠনের পর গত চার বছরে এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উন্নতি হয়েছে। শাহজির নেতৃত্বে সহযোগিতার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করা হয়েছে এবং সহযোগিতাকে নতুন দিশা দেওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য সংস্কার আনা হয়েছে। একে সহযোগিতার দ্বিতীয় বিপ্লব বলা হলে অতিশয়োক্তি হবে না। এই সময়ে সহযোগিতায় ৬০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।সহযোগী সমিতিগুলির ডেটাবেস প্রস্তুতকরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরন প্রতিযোগিতা শেষ হল ভাগীরথীর জলে

মলয় সুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভাগীরথী নদীর জলে বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল রবিবার (৩১শে আগস্ট) বহরমপুর গোরাবাজার কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। ৭৯তম ঐতিহ্যবাহী এই সন্তরন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ৮০ জন সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৮১ কিমি প্রতিযোগিতায় ৩ জন মহিলা সহ ২১জন,১৯কিমি প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ৩৮জন এবং মহিলা বিভাগে ২১জন সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন। ৮১ কিমি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন বর্ধমানের প্রত্যয় ভট্টাচার্য, তিনি সময় নেন ১০ ঘন্টা ৫৫ মিনিট ৩৭সেকেন্ড । ১১ঘন্টা ১৬মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশের মোঃ নুরুল ইসলাম। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশের নয়ন আলি, তিনি সময় নেন ১১ঘন্টা ১৯ মিনিট২ সেকেন্ড। অপরদিকে ১৯কিমি সন্তরন প্রতিযোগিতা শুরু হয় জিয়াগঞ্জ সদর ঘাটে।

Name Change

I , Sunita Sharma (old name) S/O Late Gouri Shankar Joshi Residing at Block - A1, Flat No 107, VIP ENCLAVE. Rajarhat Gopalpur (M) North 24 Pargana, Jyangra, PIN-700059, West Bengal, INDIA, have changed.my name to (Shall henceforth be known as)SUNITA DEVI SHARMA (New Name) vide an vide an affidavit Sworn before Notary Public at Kolkata. on by Sunita Devi Sharma (Newname) and SUNITA SHARMA (old name) both are Same identical Person.Before the Judicial magistrate on 29-08-2025 ,Affidavit No - 19812 .

Name Change

I, Abdul Aziz Sk S/o Lt Abdul Karim Sk residing at Vill-Khidirpur, P.O. Baruipara, P.S. Hariharpara, Dist. Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Abdul Aziz Sk instead of Seikh Ajij and my father's actual name Abdul Karim Sk instead of Karim which is wrongly recorded in my Aadhaar Card (No. 8231 8531 1886) vide an affidavit sworn before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad on dated 22/08/2025. Seikh Ajij S/o Karim and Abdul Aziz Sk S/o Lt Abdul Karim Sk all are same and one identical person.

Name Change

I, Razia Sultana Khatoon daughter of Mohammad Elias, residing at 5/H/31, Bhukailash Road, Khiddirpore, Kolkata – 700023, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Razia Sultana Begum as declared before the Notary Public at Kolkata dated 29/08/2025. Razia Sultana Khatoon and Razia Sultana Begum both are same and one identical person.

Name Change

I, SANTI BHUSHAN ROY S/o Late Manomohan Roy residing at Shibdanga Badarpur, JL No 79, P.S. Berhampore, Dist. Murshidabad West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name SANTI BHUSHAN ROY instead of SANTI BHUHAN ROY vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad on dated 01/09/2025. SANTI BHUSHAN ROY and SANTI BHUHAN ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, Narayan Kundu (Old Name) S/o Late Kalipada Kundu Residing at Banikantha Road, Vill - Bira Ballav Para, District - North 24 Parganas, Pin - 743234, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Narayan Chandra Kundu (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat, vide affidavit no 3577 Dated 26-08-2025. Narayan Kundu (Old Name) and Narayan Chandra Kundu (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি prodip Haldar (পুরাতন নাম) পিতা Nimai Haldar স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম পোঃ- কডুই ,থানা - আরামবাগ,জেলা- হুগলী প ঃবঃ পিন নং- ৭১২৬১৫। এল. ডি. ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট সদর কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা pradip Haldar (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। অরিখ গত ২৬০৮২০২৫ তারিখ (SL. NO 7742) এফিডেভিট বলে prodip Haldar (পুরাতন নাম) এবং pradip Haldar (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি।

Name Change

AI ,ARPANA DEBNATH (OLD NAME) ,W/O JAYRAM DEBNATH , RESIDING AT BALIA PURBA PARA ANGSHIK , P. S - CHAKDAHA, NADIA - 741223 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARNA DEBNATH (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 26/08/2025 APARNA DEBNATH (NEW NAME) AND,ARPANA DEBNATH (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, BRISTY PAKHIRA (Old Name) D/O NARAN PAKHIRA Residing at Vill & PO-Dehibhursut, P.S.-Udaynarayanpur, District - Howrah, Pin - 711226 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BRISHTI PAKHIRA (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 02-09-2025. BRISTY PAKHIRA (Old Name) and BRISHTI PAKHIRA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, BHEEM SHAW (Old Name) S/O GANGO SHAW Residing at Anandapally Chak Ramnagar, P.O.-R.C. Thakurani, P.S.-Haridevpur, District - Kolkata, Pin - 700104 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as BHIM SHAW (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 02-09-2025. BHEEM SHAW (Old Name) and BHIM SHAW (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, TAPAS GHOSH (Old Name) S/O TARAK NATH GHOSH Residing at J 255A/1, Paharpur Road, P.O. & P.S.-Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as TAPAS KUMAR GHOSH (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 02-09-2025. TAPAS GHOSH (Old Name) and TAPAS KUMAR GHOSH (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I , Sunita Sharma (old name) S/O Late Gouri Shankar Joshi Residing at Block - A1, Flat No 107, VIP ENCLAVE. Rajarhat Gopalpur (M) North 24 Pargana, Jyangra, PIN-700059, West Bengal, INDIA, have changed.my name to (Shall henceforth be known as)SUNITA DEVI SHARMA (New Name) vide an vide an affidavit Sworn before Notary Public at Kolkata. on by Sunita Devi Sharma (Newname) and SUNITA SHARMA (old name) both are Same identical Person.Before the Judicial magistrate on 29-08-2025 ,Affidavit No - 19812 .

Name Change

I, ASHIM PAL (OLD NAME) S/O LATE RAKHAL PAL , RESIDING AT , 2NO NUTAN PHULIA , P. S - SHANTI PUR ,NADIA -741402 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIM KUMAR PAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 22/8/25 ASIM KUMAR PAL (NEW NAME) AND ASHIM PAL(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Hamanta Patra son of Late Satish Patra, residing at Vill & PO – Damodarpur, Dist: East Medinipur, Pin: 721446, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Hemanta Patra as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/09/2025. Hamanta Patra and Hemanta Patra both are same and one identical person.

Name Change

I, Sunil Kumar Mondal (Old Name) S/o Uday Mandal Residing at 12/37/3, 2nd Street, Annamalai Nagar, Vtc+P.o - West Mambalam, District- Chennai, Pin - 600033, Tamil Nadu India have Changed my name and shall henceforth be known as Sunil Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-09-2025. Sunil Kumar Mondal (Old Name) and Sunil Mandal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Firdousi Begam (Old Name) W/o Monirul Malek Residing at 1A, Ibrahim Road, Kidderpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Firdousi Begom (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-09-2025. Firdousi Begam (Old Name) and Firdousi Begom (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Jaydev Samui পিতা Anil Kumar Samui ঠিকানা গ্রাম ও পোঃ- মানিক পাট থানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী প ঃ বঃ পিন নঃ- ৭১২৬১৭। এ আমার কিছু নথিতে ভুলবশত Joydev Samui পিতা Anil kr. Samui নাম উল্লেখ আছে। এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্টেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেটিভ দ্বারা Jaydev samui পিতা Anil Kumar samui নতুন নামে পরিচিত হলাম। গত তারিখ ২০৯২০২৫ (SL. NO. 12460) এখন থেকে Jaydev Samui পিতা Anil Kumar Samui এবং Joydev Samui পিতা কস্টড Kr. Samui উভয়েই একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Bharat Mallik (Old Name) S/o Satish Chandra Mallick Residing at Vill - Rajberia, P.o - Masunda, P.s - Amdanga, District - North 24 Parganas, Pin - 743711, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Bharat Mallick (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat, vide affidavit Dated 17-12-2022. Bharat Mallik (Old Name) and Bharat Mallick (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Soharab Hussain (Old Name) S/o Rustam Sha Residing at Musalman Para, Domohani, P.o - Domahani Bazar, P.s - Barabani, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713334, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Saharab Sah (New Name) as declared before the Notary Public Asansol vide affidavit no 12/2025 Dated 01-09-2025. Md Soharab Hussain (Old Name) and Saharab Sah (New Name) both are same and one identical person.

ইন্টারন্যাশনাল কনভেরস লিমিটেড

CIN: L21300WB1973PLC028854

নিবন্ধিত অফিসঃ ফলতা SEZ, সেক্টর-II, পাম্প হাউস নং ৩ এর কাছে,গ্রাম ও মৌজা-আকালমেঘ, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪

কর্পোরেট অফিসঃ ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১

ফোনঃ (০৩৩) ৪০০১-০০৬১ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২১৭-২২৬৯

ই-মেইলঃ investorsiclbelting.com

ওয়েবসাইটঃ www.iclbelting.com

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বই সমাপ্তি রেকর্ড তারিখ সম্পর্কে তথ্য এবং

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার,২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ফলতা এসইজেড, সেক্টর-২, পাম্পের কাছেবাড়ি নং ৩, গ্রাম ও মৌজা - আকালমেঘ, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ),পশ্চিমবঙ্গ -৭৪৩৫০৪-এ দুপুর ২,০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সেবি কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা সাম্প্রতিক সার্কুলার অনুসারে, ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি। ২০২৪-২৫ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিকোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবংশেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেটলিমিটেড (MDPL)ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে ২৯শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে নিবন্ধিত।যেসব শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল ঠিকানা উপরে উল্লিখিত হিসাবে নিবন্ধিত নয়, তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণপাওয়া যাবে সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করা হবে।

কোম্পানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিকপ্রতিবেদনের প্রকৃত অনুলিপি সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠাবে যারা একইএর জন্য অনুরোধ করবেন। আর্থিক বছরের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন। ২০২৪-২৫কোম্পানির ওয়েবসাইট https:iclbelting.comwpcontentuploads202508AGM-Notice-along-with-Annual-Report.pdf এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে যেমন www.bseindia.com এবং www.nseindia.com যারা ভৌতভাবে শোর ধারণ করেন এবং এখনওতাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন আপডেট করেননি, তাদের https:mdpl.inform লিঙ্কে গিয়ে নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন, লগ ইন আইডিপাসওয়ার্ডই-ভোটিংয়ের জন্যরেজিস্টার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।SEBI তার সার্কুলার নং SEBIHOMIRS-DRTAMBPCIR2021655 তারিখ ০৩ নভেম্বর, ২০২১ (পরবর্তীতে সার্কুলার নং SEBIHOMIRSDRTAMBPCIR2021687 তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১,SEBIHOMIRSDR-TAMBPCIR202337 তারিখ ১৬ মার্চ, ২০২৩, SEBIHOMIRSDRTAMBPCIR2023181 তারিখ ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ এবং SEBIHOMIRSDPOD-1PCIR202481 তারিখ ১০ জুন, ২০২৪)আদেশ দিয়েছে যে ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে, সিকিউরিটিতে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে বাস্তব আকারে সিকিউরিটি ধারণকারী হোল্ডারদের শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে। এই ধরনের অর্থ প্রদান শুধুমাত্রপ্যান, মোবাইল নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর সহ মনোনয়নের যোগাযোগের বিবরণ প্রদানের পরে করা হবে। যদি KYC বিবরণ শেয়ারহোল্ডার দ্বারা হালনাগাদ না করা হয়, তাহলে কোম্পানি কর্তৃক লভ্যাংশ বহাল রাখা হবে। সদস্যদেরকোম্পানীর RTA MDPL, 23, R. N. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা,কলকাতা-৭০০০০১-এ তাদের KYC বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যরা (ইমেল আইডি-mdpldc@yahoo.com)। সদস্যরাMDPL-এর অনলাইন পোর্টাল https:mdpl.inform-এ গিয়ে এবং সেখানে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করেও এটি আপডেট করতে পারেন। ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ব্যাংক ম্যান্ডেট সরাসরি তাদের নিজ নিজডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে আপডেট করা উচিত।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৪ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় সুপারিশ করে যে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ১ টাকা করে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ প্রদান করা হবে যাদের নাম বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধনে থাকবে এবং যাদের নাম বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ব্যবসায়িক সময় শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে প্রদর্শিত হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এর বিধান অনুসারেসংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর সাথে পঠিত, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জের ৪২ নং প্রবিধানভারতীয় বোর্ড (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা)বিধিমালা, ২০১৫, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তরবার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবংএজিএমে অনুমোদিত হলে চূড়ান্ত লভ্যাংশের জন্য যোগ্য সদস্যদের নাম নির্ধারণের জন্য বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত কোম্পানির বই বন্ধ থাকবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, সংশোধিত, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর ৪৪ নং নিয়ম অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য ন্যাশনাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (NSDL)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত ব্যবসা রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (০৯,০০ A.M. IST) থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (৫,০০ P.M. IST) পর্যন্ত শেষ হবে। ই-ভোটিং সময়কালে, ' সদস্যরা, যাদের শেয়ার ভৌত আকারে অথবা ডিমেটেরিয়ালাইজড' আকারে, কাট-অফ তারিখে, অর্থা বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। ভোটদানের অধিকার থাকবে ' শেয়ারের সংখ্যার সমানুপাতিক'। এরপর ভোটদানের জন্য এনএসডিএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি ' থাকবে। শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, এটি পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়া সদস্যরা ' যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। শ্রী এইচ. ভি.বোলিয়া, এইচ. ভি. বোলিয়া অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর স্বত্বাধিকারী(সদস্য নং ০৬৯১২৫ ফার্ম রেজিস্ট্রেশন নং ৩৩২১৫৭ই) কে ' ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য' ' হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায়, ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা কেবলমাত্র সেই সদস্যদের জন্য উপলব্ধ থাকবে যারা নির্দিষ্ট তারিখে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

যে কোনও ব্যক্তি, যিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশ প্রেরণের পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদানের জন্য evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.iclbelting.com এবং NSDL এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া বার্ষিক সাধারণ সভায়ও পাওয়া যাবে। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই NSDL-এর সাথে ই-ভোটিং এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোটদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে,সদস্যরা NSDL-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের 'ডাউনলোড' বিভাগের অধীনে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা যোগাযোগ করতে পারেনমিসেস পল্লবী মাহাত্রে, সহকারী ব্যবস্থাপক, NSDL, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং,চতুর্থ তলা, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই-৪০০ ০১৩ফোন নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ অথবা ইমেল আইডি evoting@nsdl.co.in সদস্যরা এই বিষয়ে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অথবা নির্ধারিত ইমেল আইডি:investors@iclbelting.com-এ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখতে পারেন। সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সেবি সার্কুলার নং - ১-এর প্রতিও। SEBIHOMtRSDMIRSD-PoDPCtR202597 তারিখ ২ জুলাই, ২০২৫ভৌতশেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ স্থানান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো, যার কপিকোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। বিশেষ উইন্ডোটি ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে খোলা আছে এবং ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-দীপ্তি শর্মা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপকের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেলেন শ্রী উদয় বোরওয়ানকার

গোরখপুর, ২ সেপ্টেম্বরঃ আরডিএসও-এর মহাপরিচালক শ্রী উদয় বোরওয়ানকার গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপকের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বোরওয়ানকার বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারলখনউ শ্রী গৌরব আগরওয়ালের সাথে গোমতী নগর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি গোমতী নগর স্টেশনে উত্তর ও দক্ষিণ টার্মিনাল ভবন, বাণিজ্যিক ব্লক, ফ্লাইওভার এবং এয়ার কনকোর্সের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন। জেনারেল ম্যানেজার স্টেশনের লেআউট পরিকল্পনা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবেশপথে চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। রেল ভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (আরএলডিএ) প্রধান প্রকল্প ব্যবস্থাপক শ্রী পবাস যাদব গোমতী নগর স্টেশনে চলমান উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজারকে অবহিত করেন।এর পরে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বোরওয়ানকার গোমতী নগর (লখনউ)-গোরখপুর রেলওয়ে সেকশনের একটি উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে, মহাব্যবস্থাপক রুটের বিভিন্ন স্টেশনে প্রদত্ত যাত্রী সুবিধা সম্পর্কে তথ্য গ্রহণ করেন। গোরক্ষপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছানোর পর, মহাব্যবস্থাপক শ্রী উদয় বোরওয়ানকর স্টেশনে পরিচালিত পুনর্নির্মাণ কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। তিনি স্টেশনের পুনর্নির্মাণের লেআউট পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

মহাব্যবস্থাপক ০১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পরিদর্শন করেন এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লাউঞ্জে স্থাপিত গোরক্ষপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ মডেল পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্টেশনের ওয়াক-থ্রু ভিডিওর মাধ্যমে সমগ্র স্টেশনের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পরিচিত হন।পরিদর্শনকালে, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত গোরক্ষপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের খরচ এবং স্টেশনের পুনর্নির্মাণের সময় করণীয় কাজ যেমন স্টেশন ভবনের নকশা, প্রধান স্টেশন ভবন নির্মাণ এবং দ্বিতীয় প্রবেশপথে স্টেশন ভবন, কনকোর্স এলাকা, খাবারের দোকান, অপেক্ষা হল, এটিএম এবং কিডস জোন, ছাদ প্লাজা থেকে প্ল্যাটফর্ম এবং প্রবেশ ও প্রস্থান গেটের জন্য করণীয় কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং ভোপালের মৌলানা আজাদ কলেজ অফ টেকনোলজির (তকালীন আরইসি এবং বর্তমানে এনআইটি) প্রাক্তন ছাত্র।খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অগাধ আগ্রহ রয়েছে এবং তিনি সর্বদা এই ধরণের কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকার ২০০৩ সালে মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছ থেকে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য জাতীয় স্তরের রেলওয়ে পুরস্কার পেয়েছেন।মেট্রো রেলওয়েতে তাঁর প্রথম কর্মদিবসে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ কে দেউসকার আজ অর্থাৎ ০১.০৯.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের সকল প্রধান কর্মকর্তাদের সাথে একটি পর্যালোচনা সভা করেন।

বাধ সেধেছে বৃষ্টি, বন্যা! আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ভাবাচ্ছে মৃৎশিল্পীদের

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বৃষ্টি, বন্যার মাঝেও আগের তুলনায় এবার বায়না ভাল। কিন্তু বেশি বায়না ধরছেন না অনেকেই। স্বল্প সময়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করাই এখন চন্দ্রকোনার কুমোরটুলিতে চ্যালেঞ্জ। জোরকদমে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। পুজো কমিটিগুলির সরকারি অনুদান প্রতিবছর বাড়ছে। তবু প্রতিমা বায়নার বাজেটে কিছুটা কাটছাঁট উদ্যোক্তাদের। এর মধ্যেই আবার বাধ সেধেছে বৃষ্টি, বন্যা। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্য মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের। দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার কুমোরটুলিতে জোরকদমে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের ক্ষীরপাই পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের নুনেবাজার এলাকায় এমনই ছবি দেখা গেল। পুজোর সময় প্রতিবছর এখান থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গা প্রতিমা পৌঁছে যায়। এমনকি একসময় এই জেলা ছাড়িয়ে পাশের জেলাতেও পাড়ি দিত বিগ বাজেটের সব দুর্গা প্রতিমা। এই বছর দুর্গা প্রতিমার বায়না আগের তুলনায় ভাল আসছে কিন্তু বাধ সেধেছে আবহাওয়া। ফলে পুজোর ঠিক আগে উদ্যোক্তাদের প্রতিমা প্রস্তুত করে ডেলিভারি দেওয়াই এখন চন্দ্রকোনার মৃৎশিল্পীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। হাতে আর অল্প সময়। তার আগে প্রতিমা তৈরির কাজ জোরকদমে চলছে। বাঁশের কাঠামো, ছাঁচে মাটি দিয়ে প্রতিমার মুর্তি তৈরি থেকে প্রতিমায় মাটির প্রলেপ দেওয়ার কাজ হচ্ছে। বায়না বেশি থাকলেও উদ্যোক্তারা প্রতিমার বাজেট অনেকটাই কাটছাঁট করেছেন। তাঁরা চাইছেন কম বাজেটের প্রতিমা। সামনেই পুজো হাতে কম সময়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিমা ডেলিভারি দিতে এখন জোর ব্যস্ততা কুমোরটুলিতে। তবে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ভাবাচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। বায়না না নিয়েও তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। বৃষ্টি, বন্যা, নিম্নচাপ- এমন

আবহাওয়া লেগেই রয়েছে। এদিকে পুজোয় আর বেশিদিন নেই। তাই সময়ে কাজ শেষ করার তাগিদে আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে দুর্গা প্রতিমার বায়না ফিরিয়েও দিতে হচ্ছে চন্দ্রকোনার কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের। এই বছর প্রতিমার দামে তেমন কোনও হেরফের নেই। প্রতিমার চাহিদাও রয়েছে ব্যাপক। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে ভেবেচিন্তে বায়না নিতে হচ্ছে। চলতি মরসুমের বর্ষায় ঘাটাল মহকুমার ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, দাসপুর সহ একাধিক জায়গা বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর জেরে ধান চাষ পিছিয়েছে। সেই সঙ্গেই কুমোরটুলিতে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজও পিছিয়ে গেছে। কারণ চাষ সেরে কুমোরটুলিতে কাজে যোগ দিয়েছে শ্রমিকেরা।

১৫ বছরের কমেই গর্ভবতী! বাড়ছে কিশোরী মাতৃত্ব... দেড় বছরে ১৪১... ভয়ংকর রিপোর্ট....

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরে বাল্যবিবাহ রোধে জোর প্রচার, তবু বাড়ছে কমবয়সী মাতৃত্ব। ২০২৫ সালের মধ্যে জেলাকে সম্পূর্ণ বাল্যবিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে বড়সড় উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে শহর সর্বত্র চলছে ব্যাপক প্রচার অভিযান। এই প্রচারের কাজে মাঠে নামানো হয়েছে আশা কর্মী, সখী-সাহেলি, কন্যাশ্রী ক্লাব ও কন্যাশ্রীর সদস্যাদের। তবুও প্রশাসনের একাধিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না বাল্যবিবাহ। ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের শুরু থেকে ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৪১ টি বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। তবে বেসরকারি মহলের দাবি, প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। তাদের মতে সরকারি পরিসংখ্যান কেবলমাত্র হিমশৈলের চূড়া। প্রশাসনিক নথিই প্রমাণ করছে, জেলায় কমবয়সী মাতৃত্বের হারও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। সমর্থিত সূত্রের দাবি, রাজ্যের নিরিখে দক্ষিণ দিনাজপুর এই ক্ষেত্রে একেবারে উপরের সারিতে রয়েছে। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে বিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। বিগত কয়েক মাসে তপন গ্রামীণ হাসপাতাল, হিলি গ্রামীণ হাসপাতাল ও বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ১৫ বছরের কম বয়সী একাধিক কিশোরীর মাতৃত্বের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে-কেন এত সরকারি প্রকল্প, নজরদারি ও প্রচার অভিযান সত্ত্বেও বন্ধ হচ্ছে না বাল্যবিবাহ? জেলাশাসক জানিয়েছেন, আগের তুলনায় প্রচার আরও বাড়ানো হয়েছে এবং নাগরিকদের সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত। তাঁর দাবি, যত অভিযোগ প্রশাসনের কাছে আসছে, তা আসলে মানুষের সচেতনতারই প্রমাণ। কিন্তু সমাজকর্মীদের মতে, সমস্যার মূলে রয়েছে অন্য কারণ। আধুনিক প্রযুক্তি, অল্পবয়সে দামি মোবাইলের ব্যবহার, অচেনা মানুষের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ এবং পালিয়ে বিয়ে করার প্রবণতা বাল্যবিবাহের হার বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ-প্রশাসনের প্রচার অভিযানে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আধিপত্য রয়েছে। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ সেই প্রচারকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তাঁদের দাবি, সকল রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন গণসংগঠন এবং স্থানীয় ক্লাব সদস্যদের একত্রিত করে নিরপেক্ষভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচি করা উচিত। সবমিলিয়ে, দক্ষিণ দিনাজপুরে বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসনিক তৎপরতা থাকলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে লক্ষ্যপূরণ এখনো অধরা। তবে প্রশাসনের দাবি, দীর্ঘমেয়াদি সচেতনতা ও যৌথ উদ্যোগই একদিন জেলাকে সম্পূর্ণ বাল্যবিবাহমুক্ত করবে।

চিতাবাঘের উৎপাতে অতিষ্ঠ কোহিনুর চা-বাগানের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২ সেপ্টেম্বর ঃ চিতাবাঘের হামলায় মরছে গবাদি পশু। জখম হচ্ছে গরু-ছাগল। একমাস ধরে চিতাবাঘের উৎপাতে অতিষ্ঠ কোহিনুর চা-বাগানের কর্মীরা। অবশেষে চিতাবাঘকে ধরতে খাঁচা পাতল বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, কোহিনুর চা বাগানে ২৪ নম্বর সেকশনে এই খাঁচা পাতা হয়েছে। জানা গেছে, গভীর রাতে প্রসেনজিত দাসের বাড়ির গরুকে আক্রমণ করে চিতাবাঘটি। এর আগেও তাদের দুটি গরুকে আক্রমণ করেছিল বলে অভিযোগ। এরমধ্যে একটি গরু মারা গেছে। ফলে ক্ষোভ চরমে উঠেছে। গত একমাস ধরে কোহিনুর চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণকে কেন্দ্র করে ক্রমশ আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। ভয়ের চোটে সন্ধ্যের অন্ধকার নামলেই মানুষজন বাইরে বের হওয়া কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকে বাড়ির গবাদি পশুরা একের পর এক মারা যাওয়ায় আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখানকার গরিব বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বন দফতরের কর্মীরা তেমনভাবে চিতাবাঘটিকে ধরার জন্য তৎপর হয়নি। না হলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো যেতে বলে দাবি। এই পরিস্থিতিতে চা শ্রমিকদের দাবির মুখে পড়ে চা বাগানে খাঁচা বসিয়ে চিতাবাঘকে ধরার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এর জন্য ছাগলের টোপ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বন দফতরের কর্মীরা। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, একটি খাঁচায় বিশেষ লাভ হবে না। চিতাবাঘটি যেভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তাতে তাকে ধরার জন্য একাধিক কাঁচা বসানোটা দরকার ছিল।

ভিনরাজ্যে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভিনরাজ্যে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু! প্রথমে জানানো হয় সুস্থ রয়েছেন, এরপর হঠাৎ আসে মৃত্যুর খবর। মালদহের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ভিনরাজ্য থেকে মৃতদেহ ফেরার পর অ্যাম্বুলেন্স আটকে রেখে ঠিকাদারকে চেয়ে বিক্ষোভ দেখালেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। জানা গেছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম জগন্নাথ চৌধুরী (৪০)। বাড়ি মালদার ইংরেজবাজার পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের মাধবনগর নিমতলা এলাকায়। পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী অঞ্জলি চৌধুরী ও দুই কন্যা সন্তান। মৃত শ্রমিকের স্ত্রী জানান, পরিবারে অভাব অনটনের কারণে গত চার মাস আগে কাজের উদ্দেশ্যে ভিনরাজ্য তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদে পাড়ি দেন জগন্নাথ। গত শুক্রবার হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে বাড়িতে খবর আসে। তখন তাঁকে হায়দ্রাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর শনিবার পরিবারের লোককে জানানো হয় জগন্নাথকে ট্রেনে করে বাড়ি পাঠানো হচ্ছে। পরে আবার কিছুক্ষণ বাদে খবর আসে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঠিকাদারের কথায় অসংগতি রয়েছে। তাই তাঁরা ঠিকাদারকে চেয়ে অ্যাম্বুলেন্স আটকে রেখেছেন। মৃতের পরিবার ও পরিজনদের আরও অভিযোগ, পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ঠিকাদার সংস্থা ও অ্যাম্বুলেন্স চালকের কথায় অসংগতি রয়েছে। ঠিকাদার না আসা পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখেন মৃতের পরিজনেরা। এদিন সকালে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর ইংরেজবাজার পৌরসভার মাধবনগর এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের দাবি, সঠিক বিষয় সামনে আসুক। অ্যাম্বুলেন্স চালক ও ঠিকাদার সংস্থার কথায় অসংগতি রয়েছে। এই ঘটনায় সঠিক তদন্তের দাবি তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা।

দিঘা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, মৃত্যু যুবকের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ দিঘা বেড়াতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার ভোরে ১১৬-বি জাতীয় সড়কের হেড়িয়ার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, মৃত সৌমেন মণ্ডল (২২) রাজারহাট গোপালপুরের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এদিন সকালে বৃষ্টি চলাকালীন বাইকে চেপে এক যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে দিঘা যাচ্ছিলেন সৌমেন। হেড়িয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে একটি গাড়ি তাঁদের ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। দু'জনেই ছিটকে পড়েন। দুর্ঘটনাস্থলেই যুবকের মৃত্যু হয়।

বিশ্বভারতীর পল্লিশিক্ষা ভবনের ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বভারতীর পল্লিশিক্ষা ভবন মর্যাদা ও গৌরবের সঙ্গে উদ্‌যাপন করল তাদের ৬৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, প্রধান অতিথি ছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ লাইফ সাইন্সের ডিন তথা বিশ্বভারতীর কৃতি প্রাক্তনী সুপ্রিয় চক্রবর্তী ও পল্লিশিক্ষা ভবনের অধ্যক্ষ বিনয় কুমার হাজরা। অতিথি সংবর্ধনা, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, প্রদীপ প্রজ্বলন ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই উপলক্ষ্যে পল্লিশিক্ষা ভবনের বিকাশ ও উন্নতি নিয়ে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠা দিবসের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, যেখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম স্থানাধিকারীদের সুদীপকুমার লাহিড়ী মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল তুলে দেন উপাচার্য ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এছাড়া, বিশেষ পুরস্কার পান তানিয়া সুলতানা, অদিতি দাস ও পীযূষ বানিয়া। গবেষণা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ২৭ জন গবেষককেও সম্মানিত করা হয়, যা ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জোগাবে। এছাড়া বিভাগে দীর্ঘদিনের অবদানের জন্য প্রাক্তন শিক্ষক ও কর্মীদেরও সম্মাননা জানানো হয়। প্রধান অতিথি সুপ্রিয় চক্রবর্তী এদিন জলবায়ু পরিবর্তন ও উদ্ভিদে চাপ-সহিষ্ণুতা নিয়ে মূল বক্তৃতা প্রদান করেন। যা ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে নতুন দিশা, প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি যোগাবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অমিতাভ আওন, শৈবাল দেবনাথ ও সৌমিত্র রায় সাং.- পোঃ ও থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, সঞ্জয় কুমার দাস এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার কার্তিক চন্দ্র নান ও বেবি দাস এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সন্দীপ দাস মহাশয়ের নিকট হইতে ADSR শ্রীরামপুর অফিসে ও ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫৯৬ / ২০২৩ ও ২৬৮২ / ২০২৫ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা দফরপুর, হাল এল. আর. খতিয়ান ৫৬১, ১১৭৬, ১৪৫৩, ১৬৩১, ১৯৫৫ নম্বর হাল দাগ ৩১৫৭,৩১৫৭ / ৩৪৭৭ নং দাগে ১২.৪২ শতক জমি ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৩৮৯ / ২০২৫ ,৩৩৯০ / ২৫ ও ৩৩৯১ / ২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

স্বা /-
নাসিম আহমেদ
অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল চামেলী বর্মা W/O মনোজ প্রসাদ বর্মা, গত ২৩।০৮।২০১০ তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I 00711 পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমোক্তারনামা দলিল বলে শ্রী রাজেশ গুপ্তা পিতা-সুভাষ চন্দ্র গুপ্তা মহাশয়ের নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় হাল 281 নম্বর দাগে হাল 2067 নম্বর খতিয়ানে ১০ কাটা ১৪ ছটাক ২৮৫৯ বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা বিএল এন্ড.এল. আর ও অফিসে এ মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম বালুরঘাট অতিরিক্ত জেলা জজ ৩নং আদালত, দক্ষিন দিনাজপুর
মোকর্দ্দমা নং- ১০৯ /২০২৪ (ম্যাট্রী)
দরখাস্তকারী ..... রিনা বর্মন
বনাম
প্রতিপক্ষ.... ঝন্টু বর্মন

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী Rina Barman, W/O-Jhantu Barman, D/O-Nipen Barman, Vill.-Jasrai, P.O. & P.S.-Tapan, Dist.-Dakshin Dinajpur আপনার বিরুদ্ধে Jhantu Barman, S/O-Bhupen Barman, Vill.-Uday, P.O.-Panchagram, P.S.-Gangarampur, Dist.-Dakshin Dinajpur উপরোক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। আপনি আগামী ইং-২৪.০৯.২০২৫ তারিখে স্বয়ং অথবা কোন উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া তৎবিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা দর্শাইবেন, নতুবা আপনার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। অদ্য ২০২ সালের ৩১ জুলাই তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের শীলমোহর মতে দেওয়া গেল।

স্বাক্ষর
বালুরঘাট জেলা জজ আদালত

Haripal Sahadeb Gram Panchayat

Tender Reference No:-WB/HOOGHLY/HARIPAL/SAHADEB/PRODHAN-311/2025-26
Memo No: HS-311/GP/2025-2026
Dated: 26.08.2025

TENDER NOTICE

For and on behalf of the Haripal Sahadeb Gram Panchayat, The Prodhan invites Sealed percentage rate tenders for Implementing Decentralized SWM Unit. Documents download/sell(online) starting from **26.08.2025 18:00 Hours**. Last date of submission of Bid(online): **02.09.2025 up to 15:00 Hrs**. Date of Opening of Bid(online): **04.09.2025 at 12:00 Hrs**. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Haripal Sahadeb Gram Panchayat

ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে ক্লোরিন গ্যাস লিক, মৃত ১, অসুস্থ ৫

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ সেপ্টেম্বর ঃ ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনার ছায়া এবার দুর্গাপুরের পান্ডবেশ্বরে। জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের (পিএইচই) ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সোমবার রাতে ক্লোরিন গ্যাস লিক হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার, অসুস্থ হয়েছেন আরও পাঁচজন। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় অজয় নদের ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। মৃত মহিলার নাম জোৎস্না পট্টনায়ক (৫২)। তিনি পিএইচই-র এক কর্মীর মা এবং স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতেন। গ্যাস লিক হতেই প্ল্যান্টের কর্মীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। আশপাশের কোয়ার্টার ও ফুলবাগান এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িক সময়ের জন্য জাতীয় সড়ক যান চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অসুস্থদের পান্ডবেশ্বর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় জোৎস্না দেবীর মৃত্যু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 484/PWD/ROAD/BMC, Dated - 01/09/2025, e-Tender has been invited for up gradation and bituminous road, Construction of concrete road and paver block at different locations within ward no 14, 29 and 30 under BMC. For details, please follow **[Tender Id 2025_MAD_897389_1 and 7] in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board. **Last date of Bid submission 16/09/2025 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই (জি)/ সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোডকৃত টেন্ডার নথি মনোযোগ দিয়ে দেখুন। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইলেক্ট-সিএইচজি-২৫-২৬-এলিভেটর, তারিখ ঃ ০১.০৯.২০২৫। কাজের নাম ঃ** ৫ বছরের জন্য নতুন এআরএম বিল্ডিং-এ একটি মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক, বিদ্যুৎ চালিত এলিভেটর-এর জন্য সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (সিএএমসি)। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১৪,০৪,১৭০.২১ টাকা। **ইএমডি/ বিড সিকিউরিটিঃ** ২৮,১০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৯.২০২৫, সকাল ১০.৩০ মিনিট। **টেন্ডারপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য) ঃ** শূন্য। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ প্রদত্ত আছে। **(PR-584)**

বিজ্ঞপ্তি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ Ashish Hansaria.
আমোক্তারনামা দাতাঃ Sankha Subhra Dutta
ঠিকানাঃ Samajpara. Jalpaiguri
গ্রহীতাঃ Ashish Hansaria
আমোক্তারনামা নই ওই সনঃ IV-00288 নং বহি 15.01.2013 নং বহি 15.01.2013
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 000624 & 08.02.2013
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/9649/9650

উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

দলিলে বর্ণিত তপ্রশিল সম্রাত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ-
Mouza-Kharia, Sheet NO-118 JLNO-07 Rs Dag-307 LR Dag-144 Rs Khatian-2521, LR Khatian-122 Land 0.0283 acar.) 0.0283 Decius
(আদেশ নং- ১০০০- I.S.২২/ ২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ Ashish Hansaria Dipak Kumar Hansaria
পিতা / স্বামীঃ Late Nandalal Hansaria
ঠিকানাঃ Marchent Road, Jalpaiguri

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে। যে আমার মক্কেল সুরজিত মন্ডল, পিতা-পান্নালাল মন্ডল, ঠিকানা - আর. এন.সি. রোড (পূর্ব) সুভাষগ্রাম, রাজপুর-সোনারপুর (এম), জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোলকাতা-৭০০১৪৭, পশ্চিমবঙ্গ, ইং ০৬.১০.২০২৩ তারিখে অঘোর সরণি, কদমতলা, পোষ্ট - রাজপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯ তে বিক্রয় কোবালা, দলিল নং ৭৪৪৯ /১৯৫৭ (বুক নং।, ভলিউম নং ৮০, পৃষ্ঠা ২২২ হইতে ২২৫ যাহা SR বারুইপুর অফিসে রেজিস্ট্রকৃত) হারিয়ে ফেলেন এবং তসংক্রান্ত বিষয়ে সোনারপুর থানায় ৭.১০.২০২৩ তারিখে ৫০১ নং জেনারেল ডায়েরি দাখিল করেন।

এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত দলিলটির সন্ধান, দলিল সংক্রান্ত কোনোরূপ তথ্য পেয়ে থাকেন বা কোন ব্যক্তির যদি দলিল বা দলিলভুক্ত সম্পত্তি বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল নং বা ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে, অন্যথায় কাহারো কোন অভিযোগ গৃহীত হইবে না।

সৌমিক সামন্ত
(অ্যাডভোকেট)
মোবাইল নং ৯০৯১৭৭৪৫৭৭
৪৮ /১, নস্করপাড়া রোড, বোয়ালিয়া,
পোঃ গড়িয়া, থানা- নরেন্দ্রপুর, কোল-৮৪

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
September 05, 2025	6:00 P.M.	24/A/7 Kalikapur Road, Shilpo Taluk, Beside Berhampore Railway Station and Meen Bhawan, Raninagar, Gora Bazar, Berhampore, West Bengal - 742 101.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LTD.

(formerly known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN: L68100WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10, Kolkata-700001,
Phone : 90384 40761, **Fax:** 033-22420588
Email id - csrdbinfra@rdbindia.com,**Website:** www.rdbindia.com

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি
ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্যের মাধ্যমে পরিচালিত হবে

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (তালিকাভুক্তির নিয়ম) এর প্রযোজ্য বিধান মেনে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয় এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই) দ্বারা জারি করা সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলারের সাথে পঠিত হয়। সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই।

২. ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি (আই) তে নিবন্ধিত এবং এই ধরনের নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbindia.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com, সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ, অর্থাৎ, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (CSE লিমিটেড) www.cseindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

৩. তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) অনুসারে, কোম্পানি সেই সদস্যদের কাছে একটি চিঠি পাঠাচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি (আই) তে নিবন্ধিত নয়, এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ওয়েব লিঙ্ক প্রাসঙ্গিক বিবরণ সহ প্রদান করছে।

৪. সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮-এর বিধানাবলী এবং সংশোধিত তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইনের ৪৪-এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলী, যদি থাকে, অনুসারে, এমসিএ কর্তৃক জারি করা সার্কুলার এবং আইসিএসআই কর্তৃক জারি করা এসএস-২ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিকভাবে (রিমোট ই-ভোটিং) ভোট দেওয়ার পাশাপাশি ই-ভোটিং করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।

৫. বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা সমস্ত ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং-এর জন্য নির্দেশাবলীঃ
ক. সদস্যদের ভোটদানের সুবিধা (ই-ভোটিং) NSDL প্রদান করবে।
খ. সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে (নিচে উল্লিখিত) কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। সকল সদস্যকে অবহিত করা হচ্ছে যেঃ
i. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে
ii. দূরবর্তী ই-ভোটিং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ টা (IST) তে শুরু হবে
iii. দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টা (১ টা) তে শেষ হবে
iv. বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং করার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এবং যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তাদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত
v. নোটিশ পাঠানোর পরে যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য NSDL-তে নিবন্ধিত থাকেন তবে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
গ. সদস্যরা মনে রাখবেন যেঃ
i. পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে NSDL দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের দ্বারা কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্যরা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না
ii. বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না
iii. যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

৬. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য, মিসেস প্রাচী টোডি, সদস্য নং ACS 53022, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

৭. বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, সদস্যদের তাদের নাম, ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর / ফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে csrdbinfra@rdbindia.com ঠিকানায় তাদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আগে থেকেই জানাতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, রবিবার বিকাল ৫.০০ টা (১টা) পর্যন্ত কোম্পানির কাছে প্রাপ্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাগুলি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন বিবেচনা করা হবে এবং উত্তর দেওয়া হবে।

৮. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি https://www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি বা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in এ নির্ধারিত ইমেল আইডিতে ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রে এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে একই নিবন্ধন করতে পারেন।

শারীরিক ধারণ	নির্ধারিত ফর্ম ISR-1-এ বিস্তারিত নিবন্ধন / আপডেট করুন, কোম্পানির কাছে অথবা Niche Technologies Private Limited,কোম্পানীর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) -এর কাছে সহায়ক নথিপত্র সহ। ফর্ম ISR-1 নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারেঃ https://nichetechpl.com./wp-content/uploads/2023/03/From_ISR-1.pdf
ডিম্যাট হোল্ডিং	আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিশদ নিবন্ধন / আপডেট করুন।

৫. সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভার সময়সূচীতে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ভোটদানের পদ্ধতি।

আরডিবি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের জন্য
(পূর্বে আরডিবি রিয়েলটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্থানঃ কলকাতা — **আমান সিসোদিয়া**
তারিখঃ ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ — **কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (IGWTP), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIeT Ref. No. : WW/IGWTP/086/25-26 DATED 30.08.2025
Name of the work: **Refurbishment of air header and backwash pipe line at Module-1, 20 MGD capacity WTP within IGWTP.** Estimated amount (including GST-18% & LWC-1%): **₹ 4,42,516.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Time of completion: **20 days.**

(2) NIeT Ref. No. : WW/IGWTP/087/25-26 DATED 30.08.2025
Name of the work: **Development of the base-floor of the coagulant lifting pump-motor set with the connected piping network attached with the liquid alum or pac lifting pump rooms under the 60 MGD WTP, IGWTP.** Estimated amount (including GST-18% & LWC-1%): **₹ 4,95,908.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(3) NIeT Ref. No. : WW/IGWTP/088/25-26 DATED 30.08.2025
Name of the work: **Restoration of the coagulant dosing overhead distribution channel cum supporting columns from chemical house to eastern side stilling chamber under 60 MGD Plant, IGWTP.** Estimated amount (including GST-18% & LWC-1%): **₹ 4,90,161.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(4) NIeT Ref. No. : WW/IGWTP/089/25-26 DATED 30.08.2025
Name of the work: **Repairing and painting of the boundary wall adjacent to the Rambabu Ground under IGWTP.** Estimated amount (including GST-18% & LWC-1%): **₹ 2,14,815.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Time of completion: **45 days.**

(5) NIeT Ref. No. : WW/IGWTP/090/25-26 DATED 30.08.2025
Name of the work: **Repairing of the C-type Quarter No. C/23 and C/24 (inside portion) at IGWTP.** Estimated amount (including GST-18% & LWC-1%): **₹ 2,94,694.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **60 days.** Cost of tender & tender documents: **NIL (For Sl. No. 1 to 5).** Last date and time of online submission of tender: **18.09.2025 up to 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 5).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply (North), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/N/25-26/24/48
Name of the work: **Renovation of F.W. service main and G.I. pipes at Rabindra Sarani and other places in Ward No.-024 under Borough-IV.** Estimated cost: **₹ 1,96,259.49.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/N/25-26/25/50
Name of the work: **Refurbishment of UFW stand posts, urinals, cut & flush at Rejendra Mullick Street and other places in Ward No.-25 under Borough-IV.** Estimated cost: **₹ 1,96,437.63.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **07 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/N/25-26/25/49
Name of the work: **Renovation of F.W. service main, G.I. pipes at Sarkar Lane and other places in Ward No.-25 under BR-IV.** Estimated cost: **₹ 1,97,091.81.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **07 days.**

(4) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/23/47
Name of the work: **Renovation of U.F.W. service main, G.I. pipes and allied works at different places in Ward No.-23.** Estimated cost: **₹ 1,98,051.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **45 days.**

(5) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/39/42
Name of the work: **Renovation of U.F. service main, G.I. pipes and allied works at M. M. Burman Street and surrounding areas in Ward No.-39.** Estimated cost: **₹ 2,99,306.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **58 days.**

(6) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/39/44
Name of the work: **Renovation of FW and UFW service main, G.I. pipes and allied works at Bidhan Sarani, M. G. Road, Muktaram Babu Street and surrounding areas in Ward No.-39.** Estimated cost: **₹ 1,98,578.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **45 days.**

(7) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/39/31
Name of the work: **Renovation of U.F.W. service main, G.I. pipes and allied works at different places in Ward No.-26.** Estimated cost: **₹ 1,95,758.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **45 days.**

(8) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/28/43
Name of the work: **Renovation of F.W. service main, G.I. pipes at different places in Ward No.-28.** Estimated cost: **₹ 1,99,608.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **60 days.**

(9) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/17/52
Name of the work: **Restoration of U.F.W. supply at 36/C J. M. Avenue in Ward No.-17.** Estimated cost: **₹ 1,16,050.00.** Earnest money: **₹ 2,500.00.** Time of completion: **3 days.**

(10) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/17/51
Name of the work: **Improvement of FW & UFW supply network by preventing contamination & repairing of defective S.V.S. to restoration of normal supply in Ward No.-17.** Estimated cost: **₹ 1,98,955.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **50 days.**

(11) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/11/45
Name of the work: **Restoration of F.W. & U.F.W. supply at Nalin Sarkar Street, APC Road, Mohunbagan Lane and allied works in Ward No.-11.** Estimated cost: **₹ 1,88,336.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **35 days.**

(12) E-NIT No. : KMC/WS/N/25-26/18/41
Name of the work: **Development of F.W. supply at Ramchand Ghosh Lane and surrounding areas in Ward No.-18.** Estimated cost: **₹ 4,13,466.00.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Time of completion: **12 days.** Last date and time of submission of bid: **20.09.2025 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 10) and 15.09.2025 up to 2 P.M. (For Sl. No. 11 & 12).** The tender will be opened on: **22.09.2025 after/at 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 10) and 17.09.2025 at 2 P.M. (For Sl. No. 11 & 12).** The bid forms and other details will be available on and from **09.09.2025 after 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4); 08.09.2025 after 2 P.M. (For Sl. No. 5 to 8); 10.09.2025 after 2 P.M. (For Sl. No. 9 & 10) and 04.09.2025 after 2 P.M. (For Sl. No. 11 & 12).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 12).**

The Executive Engineer, Water Supply (GRWW), KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/62
Name of the work: **Installation of 150 mm dia air valve assembly alongwith construction of masonry brick support on 1600 mm dia BFV fitted on SS grid with ancillary structural works infront of VRL Logistics on Santoshpur Road.** Estimated amount: **₹ 1,52,307.43.** Earnest money: **₹ 3,050.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **10.09.2025 at 2 P.M./ 12.09.2025 at 2 P.M.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **http://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (South), KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):
NIT No. : KMC/WS/EE/S/096/2025-26/02/2nd Call
Name of the work: **Maintenance of water supply pipeline network near Premises No. 14C/2 Ibrahimpur Road, 33/9A/1 Raja S. C. Mullick Road and at different places in Ward No.-96, BR-X.** Estimated amount (including GST & CESS)s: **₹ 1,99,281.20.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **35 days.** Last date and time of online submission of tender: **15.09.2025 at 2 P.M.** Date and time of online open of tender: **16.09.2025 at 2 P.M.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer, Water Supply (S. S. Unit), KMC invites e-tender online system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/06/25-26/M3/102
Name of the work: **Strengthening of 750 mm dia., 450 mm R/Main & adjacent 150 mm dia. service mains near 55, 17, 30 Banerjee Para Road, 27/1, 27/13 Jadu Nath Ukil Road etc. in Ward No.-115, BR-XIII.** Estimated amount: **₹ 1,95,301.39.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/13/25-26/D5/101
Name of the work: **Supplying and laying D.I. pipe by replacement of existing 100 mm dia. PVC service main due to S&D Departments work near 123A Ustad Amir Khan Sarani in Ward No.-122, BR-XIII.** Estimated amount: **₹ 4,07,046.00.** Earnest money: **₹ 8,200.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **12.09.2025 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **15.09.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **03.09.2025 - 10 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

CORRIGENDUM

NIT No. SWM-II/DIST-III/16/2025-26 published in this Newspaper on **22.08.2025** (Key No. 913/25-26) of **SWM-II Department** (For Sl. No. 5). The last date and time of submission of bid will be read as **08.09.2025 at 1 P.M.** instead of 30.08.2025 up to 1 P.M. (1002/25-26)

ফের বিতর্কে শ্রীসন্থ, প্রাক্তন পেসারকে নিয়ে সুপ্রিম চাপে রাজস্থান রয়্যালস

২ সেপ্টেম্বর ঃ আচমকাই আইনি জট প্রাক্তন ভারতীয় পেসার শ্রীসন্থকে নিয়ে। তাও সেটা ২০১২ সালের ঘটনার জন্য। যে কারণে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন একটি বিমা সংস্থার। ২০১২ সালে চোটের জন্য আইপিএল খেলতে পারিনি। রাজস্থানের বক্তব্য ছিল, ওই বছর গোড়ালির চোটে ভুগছিলেন তিনি। যদিও বিমা সংস্থা ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানির দাবি, ওই চোট শ্রীসন্থ আগেই পেয়েছিলেন। তারপর ওই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেন প্রাক্তন পেসার। রাজস্থান এর আগে বিমার ৮২ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। কিন্তু কোম্পানির বক্তব্য, শ্রীসন্থ আগেই পায়ের পাতায় চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু ২০১১-র সেই চোট জানাননি তিনি। বিমা সংস্থার আরও বক্তব্য পুরনো পায়ের পাতার চোটের জন্য আইপিএল খেলতে পারেননি। পালটা রাজস্থানের দাবি, ওই চোট নয়, গোড়ালির চোটে খেলেননি শ্রীসন্থ। যেটা বিমার চুক্তির মধ্যে পড়ে। এর আগে রাজস্থানের দাবির পক্ষে রায় দিয়েছিল জাতীয় উপভোক্তা কমিশন এবং বিমা সংস্থাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, পুরো টাকা দিতে। যার জবাবে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে বিমা সংস্থা। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে ওই সময়ে শ্রীসন্থের ফিটনেস সংক্রান্ত কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার প্রশ্ন, শ্রীসন্থের পায়ের চোটের ব্যাপারে বিমা সংস্থা জানত কি জানত না? উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীসন্থকে নিয়ে ফের বিতর্ক উসকে উঠেছে। ১৮ বছর পর ' বিতর্কের না দেখা একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন ললিত মোদি। যা নিয়ে ললিতের সমালোচনা করেছেন হরভজন সিং। কেবল হরভজন নয়, ঘটনার এত বছর পর চড়কাণ্ডের ' ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শ্রীসন্থের স্ত্রী ভুবনেশ্বরীও। ইনস্টাগ্রামে ওই ভিডিওর কমেন্টে ভুবনেশ্বরী লেখেন, 'মাইকেল ক্লার্ক ও ললিত মোদি, আপনাদের লজ্জা লাগা দরকার। আপনার অমানুষ।'

সাউদিকে টপকে উইকেট শিকারের চূড়ায় রশিদ খান

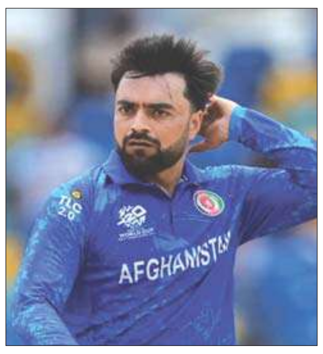

২ সেপ্টেম্বর ঃ টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড আফগানিস্তানের স্পিনার রশিদ খানের। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৩ উইকেট তোলেন তিনি। যার সাহায্যে রশিদই এখন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। ছাপিয়ে গেলেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার টিম সাউদিকে। ত্রিদেশীয় সিরিজে আমিরশাহির বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে আফগানিস্তান তোলে ১৮৮ রান। জবাবে আমিরশাহিকে মাত্র ১৫০ রানে থামিয়ে দেন রশিদরা। আফগান স্পিনার ২১ রান দিয়ে ৩ উইকেট তোলেন। ইথান ডি'সুজা, আসিফ খান ও ধ্রুব পানেসরের উইকেট পান তিনি। যার ফলে ৯৮ ম্যাচে ১৬৫ উইকেট হয়ে গেল রশিদের। সেখানে সাউদির উইকেট সংখ্যা ১২৬ ম্যাচে ১৬৪ উইকেট। কিউয়ি পেসার ২০২৪-র শেষ দিকে অবসর নেন।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীর তালিকায় রশিদ ও সাউদির পর আছেন ঈশ সোধি, শাকিব আল হাসান, মুস্তাফিজুর রহমানরা। তবে এঁরা প্রত্যেকেই রশিদের থেকে অনেক বেশি ম্যাচ খেলেছেন। ২৬ বছর বয়সি আফগান স্পিনারের সেরা বোলিং পরিসংখ্যান ৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট। এখনও পর্যন্ত ১৮টি দেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েটি ম্যাচ খেলেছেন রশিদ। যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাপুয়া নিউ গিনির বিরুদ্ধে কোনও উইকেট পাননি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২২, জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩২ ও আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪৫টি উইকেট রয়েছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েটি তে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারীদের তালিকার প্রথম দশে কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার নেই।

এক ম্যাচ হাতে রেখে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-২০ সিরিজ জিতল বাংলাদেশ

সিলেট, ২ সেপ্টেম্বর ঃ আর এক সপ্তাহ বাদেই পর্দা উঠবে এশিয়া কাপের। তারই প্রস্তুতি হিসেবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ জিতে নিল বাংলাদেশ। সোমবার রাতের ম্যাচে ডাচদের ৯ উইকেটে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করলো লিটন দাসের দল। সোমবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে জিতে নেদারল্যান্ডস আগে ব্যাটিং করে ১৫ বল বাকি থাকতেই ১০৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নামা আরিয়ান দত্ত ২৪ বলে ইনিংসের সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন। বাংলাদেশের হয়ে নাসুম আহমেদ নেন ৩টি, তাসকিন ও মোস্তাফিজুর নেন ২টি করে উইকেট। এছাড়া মেহেদি ও তানজিম সাকিব নেন ১টি করে উইকেট। ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো করেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন। উদ্বোধনী জুটিতে তারা করেন ৪০ রান। এরপর কাইল ক্লেইনের বলে এডওয়ার্ডসের হাতে ক্যাচ দিয়ে ইমন ফিরলে ভাঙে এই জুটি। ২১ বলে ২৩ রান করেন ইমন। এরপর অধিনায়ক লিটনকে সঙ্গে নিয়ে ১৪ তম ওভারে জয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন তানজিদ হাসান তামিম। ৩৯ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করেন বাঁহাতি এই ওপেনার। ৪০ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থাকে বাঁহাতি এই ওপেনার, আরেক প্রান্তে লিটন অপরাজিত থাকেন ১৮ বলে ১৮ রান নিয়ে। প্রথম ম্যাচটি বাংলাদেশ জিতেছিল ৩৯ বল হাতে রেখে, আর দ্বিতীয় ম্যাচটি টাইগাররা জিতলো ৪১ বল হাতে রেখে।

আমি মোহনবাগানকে বাছিনি, ক্লাব আমাকে বেছেছে'ঃ রবসন

২ সেপ্টেটম্বর ঃ সাম্বা ফুটবলের ঝলক দেখার জন্য তৈরি মোহনবাগান জনতা। অনেকেরই মনে প।ছে জোসে র‍্যামিরেস ব্যারেটোর কথা। স্বাভাবিকভাবেই সবুজ-মেরুনের নতুন বিদেশি রবসন রবিনহোকে নিয়ে প্রত্যাশা তুঙ্গে। ব্রাজিলীয় ফুটবলার জানিয়ে দিলেন, ব্যারেটোর কথা জানেন তিনি। সেই সঙ্গে জানালেন, তিনি মোহনবাগানকে বাছেননি, মোহনবাগান তাঁকে বেছে নিয়েছে। কবে আসবেন রবসন? সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। গত শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সঙ্গে চুক্তির কথা ঘোষণা করেছে মোহনবাগান। বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের হয়ে খেলে গত তিন বছরে সাতটা ট্রফি জিতেছেন। যে ক্লাবের কোচ ছিলেন বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজো। আর মঙ্গলবার মোহনবাগান মাঠে অনুশীলনেও নেমে পড়লেন রবসন।

সামনে মোহনবাগানের এসিএল ২-র ম্যাচ। রবসন যোগ দেওয়ায় হোসে মোলিনার দলের আক্রমণভাগের শক্তি আরও বাড়ল। কিন্তু তিনি কি পুরো ফিট? অনুশীলনে নামার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রাজিলীয় ফুটবলার বললেন, মাত্র ১৪-১৫ দিন ট্রেনিং করেছি। আশা করছি দলকে সাহায্য করতে পারব। যথেষ্ট ফিট আছি। বাকিটা কোচ যেভাবে ব্যবহার করবেন। সবুজ-মেরুনে তাঁর যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে বললেন, আমি মোহনবাগানকে নির্বাচন করিনি, মোহনবাগানকে নির্বাচন করেছে। জানালেন, মোহনবাগানের ' তোতা' ব্যারেটোকেও চেনেন। মাঝে অবশ্য বাংলাতে মজা করার সুযোগ ছাড়লেন না। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে খেলার সুবাদেই হয়তো বাংলা ভাষা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছে। তিনি বললেন, চল চল, আস্তে আস্তে, ভালো আছেন? আবার কখনও ম্যাচ নিয়ে অত্যন্ত একাগ্র। বললেন, দলকে জেতানোই আমার আসল লক্ষ্য। আমাকে যদি কোচ স্ট্রাইকার হিসেবে খেলান, তাহলে গোল করব। আর যদি আমাকে স্ট্রাইকারদের পিছন থেকে খেলান, তাহলে চাইব অ্যাসিস্ট করে দলকে সাহায্য করতে। এখন থেকেই লক্ষ্য নির্ধারিত করে রেখেছেন রবসন।

পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় ' এশিয়া কাপের প্রস্তুতির মধ্যেও 'মানুষের পাশে' গিল

২ সেপ্টেম্বর ঃ লাগাতার অতিভারী বৃষ্টির জেরে বন্যার কবলে পাঞ্জাব। জলের নিচে চলে গিয়েছে পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ এলাকা। যাকে পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক বন্যা বলেও অনেকে মনে করছেন। এই ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে 'মন ভেঙেছে' জাতীয় দলের ক্রিকেটার শুভমান গিলেরও। তার মধ্যেও বিপর্যয় থেকে উত্থানের বার্তা দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে আফগানিস্তানের ভয়ংকর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আফগান সোশাল মিডিয়ায় ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক লিখেছেন, 'এই ভয়াবহ বন্যা দেখে আমার মন ভেঙে গিয়েছে। পাঞ্জাব সব সময় সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী থেকেছে। এর থেকেও আমরা উঠে দাঁড়াব। ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের জন্য আমার প্রার্থনা রইল। মানুষের পাশে আছি।'

রিপোর্ট বলছে, বিগত ৩৭ বছরের মধ্যে এতটা গুরুতর পরিস্থিতি কখনও তৈরি হয়নি। পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় এক হাজারের বেশি গ্রাম জলের নিচে চলে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন লক্ষাধিক মানুষ। নষ্ট হয়ে গিয়েছে হাজার হাজার একর জমির ফসল। বন্যায় বেহাল অবস্থা হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ডের। লাগাতার ভারী বৃষ্টির জেরে বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে দিল্লি ও হরিয়ানায়। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনার জল। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হবে ভারত। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়া কাপ। দলীপ খেলবেন ঠিক করেও অসুস্থতার কারণে তা খেলতে পারেননি শুভমান। তা ছাড়া উত্তর ভারতে প্রবল বর্ষণের কারণে ঠিকমতো প্র্যাকটিসও করতে পারছিলেন না তিনি। তাই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস পরীক্ষা দেওয়া এবং ট্রেনিং, দু'টো কাজই সারছেন। তার মধ্যেই পাঞ্জাবের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বার্তা গিলের। অন্যদিকে আফগানিস্তানের ভয়ংকর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁ।াচ্ছেন আফগান ক্রিকেটাররা। রবিবার রাতে ভয়ংকর ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশ। যার জেরে ৮০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে আফগানিস্তানে। আহতের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য রশিদ খানরা তাঁদের ম্যাচ ফি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে আফগানিস্তানের ত্রিদেশীয় সিরিজ চলছে।

ভারতের বিরুদ্ধে নায়ক ছিলেন, এশিয়া কাপে ব্রাত্য হয়ে আচমকাই অবসর পাক ব্যাটারের

২ সেপ্টম্বর ঃ মাত্র ৩৩ বছরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায়। আচমকাই অবসর নিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার আসিফ আলি। তবে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন তিনি। এশিয়া কাপেও সুযোগ পাননি। অবশেষে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন বাবর আজমের প্রাক্তন সতীর্থ। ২০২২-র এশিয়া কাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সোশাল মিডিয়ায় অবসর বার্তায় আসিফ লিখেছেন, পাকিস্তানের জার্সি পরা আমার জীবনের সবচেয়ে ব। সম্মান। ক্রিকেট মাঠে দেশকে সেবা করা আমার কাছে সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাচ্ছি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রিকেট লিগে খেলব।

পাকিস্তানের হয়ে যদিও খুব বেশিদিন খেলার সৌভাগ্য হয়নি আসিফের। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাটের ক্রিকেটেই ২০১৮ সালে অভিষেক হয়। তবে শেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২২ সালে। অন্যদিকে শেষ টি-টোয়েঃিট ২০২৩-এ। দীর্ঘদিন জাতীয় দলের

বাইরে। ২১টি ওয়ানডে ম্যাচে করেছেন ৩৮২ রান। হাফসেঞ্চুরি ৩টি। অন্যদিকে ৫৮টি টি-টোয়েঃটতে তাঁর রান সংখ্যা ৫৭৭। স্ট্রাইক রেট মাত্র ১৩৩। পাক ক্রিকেট মহলে প্রথম দিকে ' হিটিং'য়ের জন্য খ্যাতি পেলেও পরে স্ট্রাইক রেট নিয়ে কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। কোনও টেস্ট খেলেননি আসিফ।

২০২১-র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মাত্র ৭ বলে ২৫ রান করেছিলেন। তার মধ্যে ছক্কাই ছিল চারটি। ম্যাচের সেরাও হন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দারুন পারফরম্যান্স করেন। ২০২২-র এশিয়া কাপে সুপার ফোরের যে ম্যাচে ভারতকে পাকিস্তান এক বল বাকি থাকতে হারিয়েছিল, সেখানে ৮ বলে ১৬ করেছিলেন আসিফ।

অনলাইন জুয়া সংস্থার দরজা বন্ধ! নয়া স্পনসরের জন্য ডেডলাইন বাঁধল 'সতর্ক বিসিসিআই

২৯সপ্টেম্বর ঃ টিম ইন্ডিয়ার প্রধান স্পনসরের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে বিসিসিআই। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মের কারণে আচমকা বিদায় নিতে হয়েছে ড্রিম ১১-কে। তাই নতুন স্পনসর নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধানী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কোন ধরনের সংস্থার থেকে দরপত্র নেওয়া হবে না, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে দরপত্র পাঠানোর শেষদিনও ঘোষণা করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, নতুন স্পনসর নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে রাজি নয় বোর্ড। ২ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে যে কোনও স্বনামধন্য সংস্থা দরপত্র পাঠাতে পারে। ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা পাঠানো যাবে। কারা দরপত্র পাঠাবে, তার একটা নির্দেশিকাও তৈরি করা হয়েছে। অনলাইন গেমিং, জুয়া বা ওই ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে কোনও সংস্থা দরপত্র পাঠাতে পারবে না। অর্থা যারা ' প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অব অনলাইন গেমিং বিল' অধীনে পড়তে পারে। এছাড়া ক্রিপ্টো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সংস্থার থেকেও দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। মদ প্রস্তুতকারক সংস্থারাও ভারতের স্পনসর হতে পারবে না। তাছাড়া সারোগেট ব্র্যান্ডিং অর্থাৎ একটি কোম্পানির নাম ব্যবহার করে অন্য কোম্পানি দরপত্র পাঠাতে পারবে না।

তবে এই ধরনের সংস্থার যে দরপত্র পাঠানো বন্ধ হতে পারে, তার ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। বোর্ড সচিব দেবজি সইকিয়া এএনআই'কে বলেছিলেন, অনলাইন গেমিং বিলের পর বিসিসিআই ও ড্রিম ১১ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। বিসিসিআই ভবিষ্যতে এই ধরনের সংস্থার সঙ্গে আর কখনও চুক্তি করবে না। জানা যাচ্ছে, স্পনসর হওয়ার জন্য টয়োটা মোটর কর্পোরেশন ও ফিনটেক স্টার্ট আপ সংস্থার সঙ্গে কথা বলছে বিসিসিআই। দিনকয়েক পরে এশিয়া কাপ খেলতে নামবে ভারত। সেখানে সূর্যকুমার যাদবদের জার্সিতে থাকবে না কোনও স্পনসরের নাম। এবার দেখার ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা মহিলাদের বিশ্বকাপে কোনও স্পনসর থাকে কি না? উল্লেখ্য, ড্রিম ১১-এর সঙ্গে আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের চুক্তি ছিল। প্রধান স্পনসর হিসাবে তিন বছরে ৩৫৮ কোটি টাকার চুক্তি ছিল দু'পক্ষে। এবার নতুন স্পনসরের থেকে মোটামুটি ৪৫২ কোটি টাকা আয়ের পরিকল্পনা রয়েছে।

দু'ম্যাচ পরই ছাঁটাই টেন হ্যাগ, এক সপ্তাহে চাকরি গেল তিন প্রাক্তন ম্যান ইউ কোচের

২ সেপ্টেম্বর ঃ চলতি বছরের মে মাসে জাবি অ্যালন্সো বেয়ার লেভারকুসেনের দায়িত্ব ছাড়ার পর এরিক টেন হ্যাগকে কোচের পদে নিয়োগ করেছিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তাঁর পরমার্শেই নতুন মরশুমের দল গঠন করেছিল লেভারকুসেন। কিন্তু লেভারকুসেনের কোচের পদে টেন হ্যাগের স্থায়িত্ব হল বুন্দেশলিগায় দু'টি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচে হেরে গিয়েছিল লেভারকুসেন। দ্বিতীয় ম্যাচে তিন গোলে এগিয়ে থাকার পর ৩-৩ ড্র করে ওয়েডার ব্রেমেনের সঙ্গে। আর ঝুঁকি নিতে পারেননি লেভারকুসেনের ক্লাব কর্তৃপক্ষ। লিগের মাত্র দু'টি ম্যাচ কোচ হিসাবে দায়িত্বে থাকার পরই টেন হ্যাগকে ছাঁটাই করে দিলেন তাঁরা। সব থেকে অবাক করার মতো ঘটনা, গত এক সপ্তাহের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন তিন কোচ

ছাঁটাই হলেন। গত বৃহস্পতিবার বেসিকতাস ছাঁটাই করেছিল প্রাক্তন ম্যান ইউ কোচ ওলে গানার সোলসায়ারকে। শুক্রবার ফেনেরবাখ ছাঁটাই করে ম্যান ইউয়ের প্রাক্তন কোচ জোস মোরিনহোকে। আর সোমবার ছাঁটাই হলেন আর এক প্রাক্তন ম্যান ইউ কোচ টেন হ্যাগ। লেভারকুসেনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ' যা পারফরম্যান্স, তাতে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।' এর আগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হিসাবেও বিরাট কিছু দাগ কাটতে পারেননি টেন হ্যাগ। তাঁর হাত ধরে রেড ডেভিলরা একটি কারাবাও কাপ ও একটি এফএ কাপ জিতলেও প্রায় ৩ বছরে লিগে সাফল্যের ঝুলি ছিল শূন্য। ম্যান ইউ ছাড়ার পরও সেই দু ঃস্বপ্ন টেন হ্যাগের পিছু ছাড়ছে না।

ইউএস ওপেন ২০২৫ ঃ সোমবার দশম দিনে কোয়ার্টার ফাইনালে আলকারাজ, জোকোভিচ এবং সাবালেঙ্কা খেলবেন

নিউ ইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কের ইউএসটিএ বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারে ইউএস ওপেন ২০২৫-এর কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের দ্বিতীয় নম্বর কার্লোস আলকারাজ চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহেকার বিরুদ্ধে খেলবেন। মহিলাদের একক বিভাগে, শীর্ষ বাছাই এবং বর্তমান চ্যাম্পিযন আরিনা সাবালেঙ্কা চেক প্রজাতন্ত্রের মার্কেটা ভন্দ্রোসোভার মুখোমুখি হবেন। ইউএস ওপেন ২০২৫-এর ১০ম দিনের কোয়ার্টার ফাইনালের সম্পূর্ণ তালিকাঃ আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামঃ মহিলাদের এককঃ জেসিকা পেগুলা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) বনাম বারবোরা ক্রেজসিকোভা (সিজেডই) পুরুষদের এককঃ কার্লোস আলকারাজ (ইএসপি) বনাম জিরি লেহেকা (সিজেডই) মহিলা একক - আরিনা সাবালেঙ্কা বনাম মার্কেটা ভন্দ্রোসোভা (সিজেডই) পুরুষদের একক - টেলর ফ্রিটজ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) বনাম নোভাক জোকোভিচ (এসআরবি)

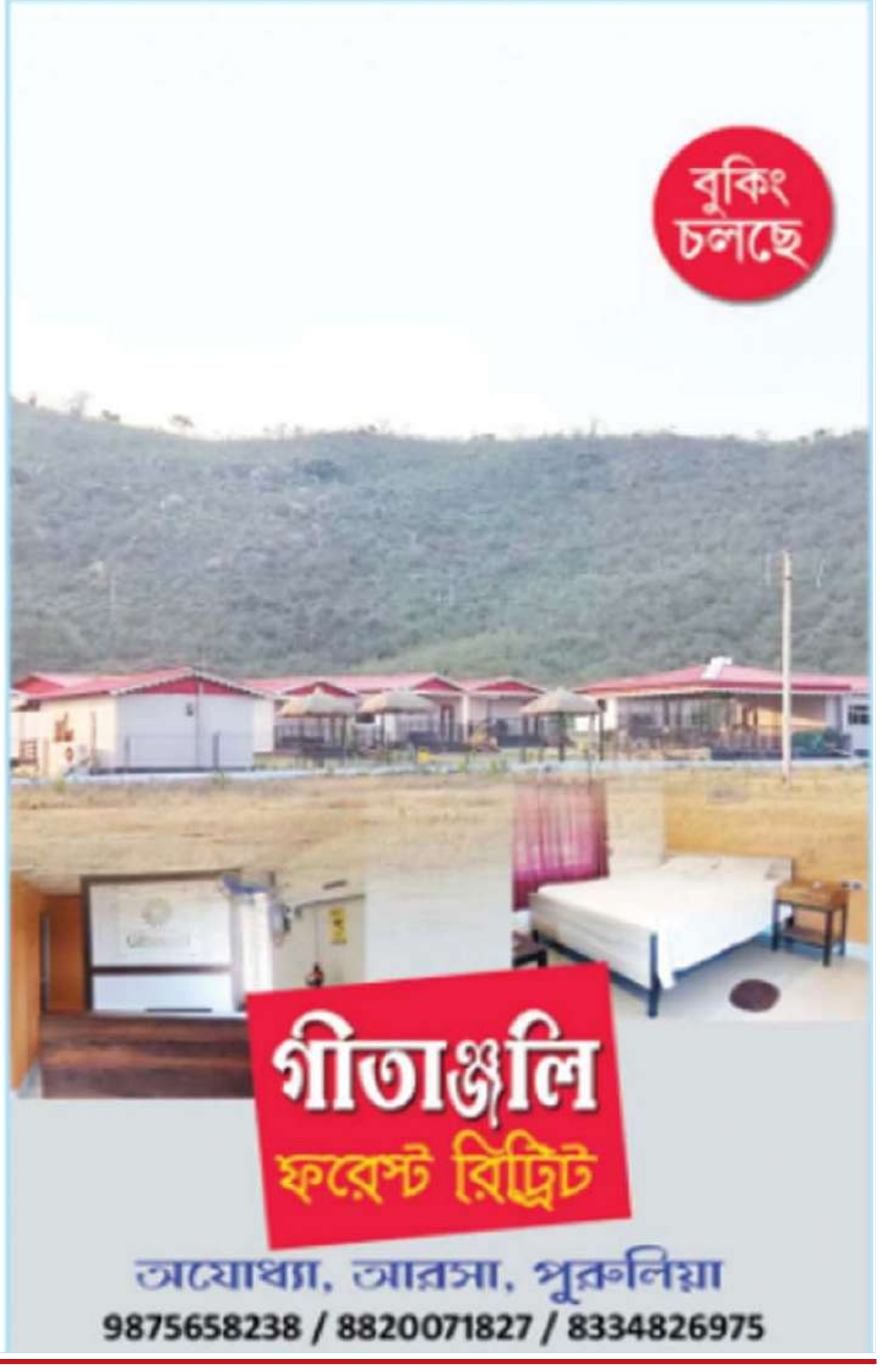

হকি এশিয়া কাপের সুপার ফোরে আগেই চলে গিয়েছে ভারত

শুরু থেকেই ঝড় বয়ে গিয়েছে যেন। গোলের সুনামি দেকা গেল। যার জেরে স্রেফ ভেসে গেল কাজাখস্তান। পুরুষদের এশিয়া কাপ হকিতে পুলের ম্যাচে ভারত খেলতে নেমেছিল দুর্বল কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে। এবং এই ম্যাচে ভারত জিতল ১৫-০ গোলের ব্যবধানে। প্রতিযোগিতার প্রথম দু'টি ম্যাচ, চিন এবং জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ফলে ইতিমধ্যেই ভারত সুপার ফোরে পৌঁছে গিয়েছিল। পুলের এই ম্যাচটি ছিল কার্যত নিয়মরক্ষার। আর সেই ম্যাচেই নিজেদের ফিরে পেল পরপর দু'টি অলিম্পিকে ব্রোঞ্জপদক জয়ী ভারতীয় দল। প্রথম দু'টি ম্যাচ ভারতের পারফরমান্স খুব একটা উজ্জ্বল ছিল না। দু'টি ম্যাচেই কোনওক্রমে জিতেছিল। সমালোচনাও হয়েছিল ভারতীয় খেলোয়া।দের। এদিন যেন সব সমালোচনার জবাব দিতেই মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীত সিংরা। ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক করলেন তিনজন। হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করলেন অভিষেক (৫, ৮, ২০ এবং ৫৯ মিনিট)। হ্যাটট্রিক করলেন সুখজি সিং (১৫, ৩২ ও ৩৮ মিনিট) এবং যুগরাজ সিং (২৪, ৩১ ও ৪৭ মিনিট)। একটি করে গোল করলেন হরমনপ্রীত সিং, অমিত রোহিদাস, রাজিন্দর সিং, সঞ্জয় সিং এবং দিলপ্রীত সিং। দলের পারফরম্যান্সে খুশি কোচ ক্রেগ ফুলটন। সুপার ফোরের আগে যে তিনি এটাই চেয়েছিলেন, সেটা জানিয়ে রাখলেন। খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুরন্ত গেলে ভারতকে এগিয়ে দেন অভিষেক। আট মিনিটে ফের গোল করেন তিনি। ১৫ মিনিটে ভারতের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন সুখজি সিং। প্রথম কোয়ার্টারেই তিন গোলে এগিয়ে যাওয়ায় খেলার ফল কোন দিকে এগোচ্ছে, তা মোটমুটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও শুরু থেকে ঝড় তোলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ২০ মিনিটে নিজের হাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন অভিষেক। এবং ভারত এগিয়ে যায় ৪-০ গোলে। ২৪ মিনিটে ভারতের হয়ে পেনাল্টি কর্নর থেকে পঞ্চম গোলটি করেন যুগরাজ সিং। ২৬ মিনিটে আবার পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতের হয়ে ষষ্ঠ গোলটি করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। তিন মিনিট পরেই আবারও পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। এবার অতিম রোহিদাস ভারতের হয়ে সপ্তম গোলটি কনে। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই পেনাল্টি স্ট্রোক পায় ভারত। ৩১ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে নিজের দ্বিতীয় এবং ভারতের অষ্টম গোলটি করেন যুগরাজ। পরের মুহূর্তেই দারুণ শটে ভারতের হয়ে নবম গোলটি করে যান রাজিন্দর সিং। ৩২ মিনিটে দশম গোল করে ভারত। এবার গোলদাতা সুখজি সিং। ৩৮ মিনিটে ফের গোল করেন সুখজি সিং। তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষে ভারত এগিয়ে যায় ১১-০ গোলের ব্যবধানে। চতুর্থ কোয়ার্টারেও ভারতের ঝড় থামেনি। ৪৭ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে দলের দ্বাদশ এবং নিজের তৃতীয় গোলটি করে যান যুগরাজ। এরইমাঝে সামান্য সময়ের জন্য আক্রমণে উঠে এসেছিল কাজাখস্তান। পেনাল্টি কর্নারও তারা আদায় করেছিল। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেনি। পাল্টা আক্রমণে ৫৪ মিনিটে ভারতের হয়ে ১৩তম গোলটি করেন সঞ্জয় সিং। এর ঠিক এক মিনিটের ব্যবধানে দিলপ্রীত সিং ভারতের হয়ে ১৪তম গোলটি করে যান। ৫৯ মিনিটে ফের গোল করেন অভিষেক। দুরন্ত জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই তৃপ্ত ভারতীয় দলের কোচ ক্রেগ ফুলটন। তিনি ম্যাচের পর বলেন, এটাই তো চেয়েছিলাম। আমরা আগেই সুপার ফোর-এ চলে গিয়েছিলাম। ফলে কাজখাস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচে আমরা একটু সতর্ক হয়েই নেমেছিলাম। যাতে চোট-আঘাত না লাগে। আমাদের আত্মবিশ্বাসে কোনওরকম ঘাটতি ছিল না। সবথেকে ব। ব্যাপার হল, প্রচুর আক্রমণ করেছি। আমাদের এটাই লক্ষ্য ছিল। মাথায় রাখবেন, কোনও দলকেই ১৫ গোল দেওয়াটা সহজ নয়। দলের স্ট্রাইকাররা গোল পেয়েছে। দারুণ ব্যাপার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com